হিন্দু মুসলিম মানস

আবুল আসাদ

হিন্দু-মুসলিম মানস

আবুল আসাদ

দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
আবুল আসাদ
চেয়ারম্যান, দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
৭৮ আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রকাশকাল জুন, ২০১৪ খৃষ্টাব্দ
আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
শা'বান, ১৪৩৫ হিজরী

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : একশত বিশ টাকা মাত্র

Hindu-Muslim Manos : Written & Published by Abul Asad Chairman The Independent Study Forum 78 Outer Circular Road Moghbazar Dhaka-1217 First Edition June 2014 Price Taka 120.00 only.

www.pathagar.com

ভূমিকা

হিন্দু মুসলামান সম্পর্কের ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে ইতিহাসের কিছু ডট্‌স, কিছু কথা সামনে এনেছি। এসেছে সেগুলো উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মন থেকে। দেখা গেল মনেই মৌলিক পার্থক্য। আর মনই হলো বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভাবনা-দুর্ভাবনা, আশা-নিরাশা, চাওয়া না চাওয়ার আলয়। এখান থেকেই ইতিহাস, ঐতিহ্য, কাহিনী, কল্পনার উদ্ভব ঘটে। তাই মন বিভাজনের ক্ষেত্রও। বাস্তবে জাতিগত বিভাজন এসেছে মন থেকেই। এই বিভাজন কিন্তু সহযোগিতা ও সহমর্মীতার পথে বাধা হয় না, হওয়া উচত নয়। কিন্তু এটাই হয়েছে। সাক্ষী হিসাবে ইতিহাসের যে ডট্‌সগুলো সামনে এনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে ঐক্যের আহ্বান, সম্প্রীতির আহ্বান, সমঝতার আহ্বান, ভাই না হোক অন্ততঃ প্রতিবেশী হিসেবে কাছে টানার আহ্বান সবই ব্যর্থ হয়েছে। আজ থেকে একশ বছরের মত আগে মুসলিম সমাজ যখন ধ্বংসম্মুখ, তখন মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের সহযোগিতা পায়নি, সহমর্মীতা পায়নি - পেয়েছে ঘৃণা সমাজের নিচ থেকে উপর সব তলা থেকে। অথচ ভেদ জ্ঞান না করে হিন্দুদের অভিজাত আসনে উন্নিত করেছিল, সহযোগিতা করেছিল মুসলিম শাসকরাই। কিন্তু দুঃসময়ে এই সহযোগিতা মুসলমানরা পায়নি। গোটা ইতিহাস, অন্ততঃ গত আড়াইশ বছরের, এরই এক ধারাবাহিকতা। মর্লি-মিন্টো, মন্টেগু - চেমস ফোর্ড, নেহেরু রিপোর্ট সর্বত্রই সহযোগিতা নয় বাদ-প্রতিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। এই বাদ-প্রতিবাদের মাথায় দেশটাই ভাগ হয়ে গেল। এখন তারাই আবার দেশ ভাগ নিয়ে ব্লেম গেম শুরু করেছে। এটা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এর পেছনে উপমহাদেশীয় সংখ্যাগুরুদের মনের কোন পরিবর্তন নেই, সদিচ্ছা কিংবা শুভ চিন্তা নেই, আছে মুক্ত হয়ে যাওয়া পাখিকে আবার খাঁচায় ফিরিয়ে আনার কুট কুমতলব।

ইতিহাসের সন্ধান একটা অব্যাহত অন্তহীন কাজ। এই বইতে ইতিহাসের মাত্র কিছু ডট্‌স ও কথার সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। পাঠক

www.pathagar.com

এই ডট্‌স, কথাগুলো গ্রথিত করলেই ইতিহাসের একটা কাঠামো পেয়ে যাবেন, ফেলে আসা সময়ের কথা কান পেতে শুনতে পাবেন। যা মনে সৃষ্টি করবে ফেলে আসা সব সময়ের কথা নিয়ে বৃহত্তর ইতিহাস পাবার অন্তর্জালা। জাতির মনে এই জ্বালাই আমি সৃষ্টি করতে চেয়েছি।

আবুল আসাদ
ঢাকা, ২২ মে, ২০১৪।

www.pathagar.com

সূচীপত্র :

ভূমিকা # ৩
জন মার্শালের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন # ১৩
ড. কালিকিংকরের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন # ১৩
রমেশ চন্দ্রের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলিম মন # ১৩
ড. পান্নিকরের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন # ১৫
মুজতবা আলীর দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলিম মন # ১৬
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন # ১৬
সাধনা-সংগ্রামেও বিভেদ # ১৭
হিন্দু-মুসলিম বিবাদ # ১৮
মুসলমানরা ঘৃণার পাত্র # ১৯
মুসলমানরা অত্যচারে জর্জরিত # ২০
স্বরাজ আন্দোলনে মুসলমানদের উপেক্ষা # ২১
হিন্দু-মুসলিম মিলনে সমস্যা # ২২
হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিবারণ # ২২
মুসলিমরা সতর্ক হও # ২৩
মসজিদ, ইত্যাদি সম্পর্কে হিন্দু মনোবৃত্তি # ২৪
বাকুড়ার হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ # ২৫
হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন # ২৬
নির্যাতিত সুবিচারবঞ্চিত মুসলমানদের প্রসঙ্গে গান্ধীর নিকট শেরে বাংলার খোলাচিঠি (১৯৪১) # ২৭
বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাধিকের কারণ # ৩১
হিন্দুদের শুদ্ধি আন্দোলন # ৩২
কুরবানী উপলক্ষে মহাকান্ড # ৩৩
মুসলিম শাসকবৃন্দের বদান্যে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে # ৩৪
হিন্দু অভিজাতদের সৃষ্টি # ৩৫
মুসলিম শাসনে হিন্দুদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা # ৩৫

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনের প্রশংসার দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রাম মোহন # ৩৬
ইসলাম সাধারণ মানুষের সুখি হওয়ার বিধান # ৩৬
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা আনে হিন্দু এলিটরা # ৩৬
'আনন্দ মঠের আদর্শ' # ৪৫
বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ভাই গিরিশচনন্দ্র সেন # ৪৯
বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে অক্সফোর্ড হিষ্টরি # ৫০
বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে হিন্দু ঐতিহাসিক মিশ্র # ৫১
বঙ্গভঙ্গ রোধে হিন্দু সন্ত্রাসের শুরু # ৫২
কোলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে শেখ মুজিবের অভিজ্ঞতা # ৫৬
'৪৬-এর দেশ বিভাগ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান # ৬৩
শেখ মুজিবের চোখে দেশ বিভাগ # ৬৮
ভারতের দীর্ঘকাল প্রতিক্ষা # ৬৮
জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভেঙে চুরমার # ৬৯
ভাগাভাগি মিথ্যে # ৬৯
তখনকার টপ বুদ্ধিজীবীদের প্রস্তাব # ৬৯
প্রশাসন চালাবার কথা ভারতীয়দের # ৭০
যুগান্তরের অপেক্ষা এই দিনের জন্যে # ৭০
বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর দরকার নেই # ৭০
ইসলামের কবরে মাটি দেবে # ৭১
পাশে থাকবে নীতি-আদর্শের খাতিরে # ৭১
স্বাতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ # ৭১
ছয় ঘণ্টার সহযোগিতাও মিলেনি # ৭১
পূর্ব ও পশ্চিম পরিপূরক # ৭২
দুই দেশ সহোদর # ৭২
ভারতের বিবর্তনে বাংলাদেশে বিপ্লব # ৭২
ভারত বিভাগ ভুল হয়েছিল # ৭৩
হিন্দুর প্রয়োজনে মুসলমান # ৭৩
পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষা # ৭৩
Bengal Partition and Hindu # ৭৪

www.pathagar.com

Direct Action Day & Muslims # ৭৪
অথচ Direct Action সম্বন্ধে মযহারুল ইসলাম # ৭৫
যুক্তবাংলা প্রশ্নে কায়েদে আযমের ভূমিকা সম্পর্কে শেখ মুজিব # ৭৬
৪৭'-এ বাংলা ভাগে হিন্দু ভূমিকা # ৭৬
বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার # ৭৭
দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পর্কে নিরদ চৌধুরী # ৭৭
হিন্দু উত্থান # ৭৮
ভারত থেকে মুসলমানদের স্পেনের মতো বিতাড়িত করা হবে # ৭৮
বঙ্কিমের জাতিতত্ত্ব # ৭৯
দ্বিজাতিতত্ত্ব # ৮০
বাসন্ত চ্যাটাজির দ্বিজাতিতত্ত্ব # ৮০
বাসব সরকার on Islam # ৮১
গোপাল সরকার on Islam # ৮১
বাঙালী হতে হলে 'আলহাজ্ব', 'মোহাম্মদ' প্রভৃতি শব্দ পরিত্যাগ করতে হবে # ৮২
বাঙালীর অর্থ # ৮২
খেলা-মাঠের রাজনীতি # ৮২
আবুল মনসুর আহমদ on দ্বিজাতিতত্ব # ৮৩
বসন্ত চ্যাটার্জী on দ্বিজাতিতত্ব # ৮৪
বাংলাদেশ ও বাঙালী # ৮৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় # ৮৫
দেশ বিভাগ প্রশ্নের বাসব সরকার # ৮৬
কবির চৌধুরীর ধর্মচিন্তা # ৮৭
বাংলাদেশের পরিচয় সম্পর্কে শেখ মুজিব # ৮৭
রাজিয়া খানের উক্তি # ৮৮
রবীন্দ্রনাথের তপোবনের হিন্দুত্ব # ৮৯
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান # ৯০
মুসলমানদের বাঙালিত্ব # ৯০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল ছিলনা # ৯১

www.pathagar.com

মুসলিম গায়কদের হীনমণ্যতা # ৯২
ঋষি রবীন্দ্রনাথ # ৯২
জাতীয় সংগীত # ৯৩
অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের পরিচয় # ৯৩
সূর্যসেন-দলের আরও পরিচয় # ৯৪
সূর্যসেন দলের শপথ # ৯৪
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মুসলমান-১ # ৯৫
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মুসলমান-২ # ৯৬
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মুসলমান-৩ # ৯৬
অনুশীলন দলের অর্থ সংগ্রহ # ৯৭
সূর্যসেনের একটি হত্যা কর্মসূচী # ৯৭
মুজিব নগর সম্পর্কে শেখ মুজিব # ৯৮
শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন # ৯৮
তাজউদ্দিন প্রাপ্য সম্মান পাননি # ৯০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখে তাজউদ্দিন ও শেখ মুজিব # ১০০
রহস্যপূর্ণ মুজিব বাহিনী # ১০০
বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা মুসলমানরা # ১০১
অবিভক্ত বাংলার বিধান সভায় মুসলমানরাই প্রথম খাটি বাঙালী # ১০২
আলেমদের বিশুদ্ধ বাংলা ও সমাজ উন্নয়ন # ১০৩
দুই বাংলার সম্পর্ক রহিত # ১০৪
হিন্দুরা মুসলমানদের হিন্দুত্বের মধ্যে লীন দেখতে চায় # ১০৫
ওরা মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বানাতে চায় # ১০৬
পাঠ্যসূচী হিন্দু কাহিনীতে ভরপুর ছিল # ১০৬
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও হিন্দুধর্ম এক ছিল # ১০৭
হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে অন্নদা শংকর # ১০৮
খালেদ মোশাররফের বিপ্লব # ১০৯
৭ই নভেম্বর সম্পর্কে সন্তোষ গুপ্ত # ১১২
অনুশীলন যুগে মন্দির ও মুসলমান # ১১৩
বিজেপি ও হিন্দুরাষ্ট্র # ১১৪

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ ও পুরস্কার সূচী # ১১৫
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক # ১১৬
বিপ্লবী জিতেন ঘোষ গান্ধী সম্পর্কে # ১১৬
সূর্যসেনের পরিচয় # ১১৭
নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বললেন 'তথাকথিত বাংলাদেশ' # ১১৭
বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে নীরদ চন্দ্র # ১১৮
'বাংলাদেশ' নামকরণ # ১১৮
বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আনন্দবাজার # ১১৯
কথকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী # ১১৯
বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য প্রশ্নে শেখ মুজিব ও ওসমানি # ১২০
ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস # ১২০
ভারতে মুসলিম চাকুরী-বাকুরী # ১২২
দিলীপ কুমারের পুরস্কার নিয়ে সমস্যা # ১২২
ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা # ১২৪
নীরদ চৌধুরী বললেন আলবিরুনী ঠিক # ১২৪
বসন্ত চ্যাটার্জি বললেন 'বাঙালী ভদ্রলোক' কারা # ১২৫
বেরুবাড়ী ভারতকে দেয়া নিয়ে পার্লামেন্টে বক্তৃতা # ১২৫
মুসলমানদের বাঙালী বলে মানা হতো না # ১২৯
ফরহাদ মাজহার বনাম অন্নদা শংকর # ১৩০
'৪৭-এ অবিভক্ত বাংলা কেন হলনা # ১৩২
অবিভক্ত বাংলা বিষয়ে সিরাজউদ্দিন # ১৩২
২১ ও দেশ ভাগ বিষয়ে কবির চৌধুরী # ১৩৪
কবীর চৌধুরী ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে # ১৩৫
গাফফার চৌধুরী ও দেশ বিভাগ # ১৩৭
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আহমদ শরীফ # ১৩৭
হিন্দু সমাজ সম্পর্কে # ১৩৮
থিয়েটার দেখতে আবুল ফজল হিন্দু-মুসলমান সংকটে # ১৩৮
সেকালে পাঠ্য # ১৩৯
শেখ মুজিব ও অন্নদার একটা লেখা # ১৪০

www.pathagar.com

অন্নদা বাংলাদেশকে বেইজ্জত করলেন # ১৪১
অন্নদার যে নাটক লিখা হয়নি # ১৪৪
আবুল মনসুর দুই বাংলার ভাষা সম্পর্কে # ১৪৫
সেই কালে স্কুলের ধর্ম-কর্মে বৈষম্য # ১৪৫
হিন্দুরা মুসলমানদের কাছে কি চায় # ১৪৬
মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার বিস্তার # ১৪৭
বাংলাদেশের কালচার 'এগ্রিকালচার' # ১৪৭
আহমদ ছফা বলেন : কোলকাতার পুরস্কার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আউটার পোষ্ট # ১৪৮
ওদের গলার আওয়াজ বেড়েছে # ১৪৯
অন্নদার একটি উক্তি হিন্দু সমাজ নিয়ে # ১৪৯
নাটকে সাম্প্রদায়িকতা # ১৫০
মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা # ১৫১
মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা-২ # ১৫১
মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা-৩ # ১৫২
সাহিত্যে মসজিদ বিদ্বেষ # ১৫২
রামায়ণ, মহাভারতের নতুন সফর # ১৫৩
তপন শিকদারদের বাংলাদেশ # ১৫৩
বিবেকান্দদের বাংলাদেশ # ১৫৪
ঢাবি'তে অধ্যাপক অমিয় ভূষণের ভোট লাভ # ১৫৪
মৈত্রেয়ী দেবির মূল্যায়ণ # ১৫৫
শহীদ নজীর # ১৫৬
শহীদ নজীর সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান # ১৫৭
শহীদ নজীর সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন # ১৫৮
হিন্দু তাড়ানোর অপপ্রচার মুজিব আমলেও ছিল # ১৫৮
মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব ও মুসলমান # ১৫৯
মোহামেডান স্পোটিং জাগরণের প্রতীক # ১৫৯
সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী # ১৬৩
মঞ্চে-নেপথ্যে প্রতিবাদ # ১৬৪

www.pathagar.com

আবুল শামসুদ্দিন দেশ বিভাগ সম্পর্কে # ১৬৪
সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী # ১৬৫
অতিত দাঙ্গার একটা স্মৃতি জিতেন ঘোষের # ১৬৬
বিচারপতি কামাল উদ্দিনের অসাম্প্রদায়িকতা # ১৬৮
জিতেন ঘোষের আর একটি অভিজ্ঞতা # ১৬৮
জওহরলালের চোখে বাংলার মুসলমান # ১৬৮
কোলকাতার পত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরী # ১৬৯
কোলকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী # ১৭০
গান্ধী সম্পর্কে কামরুদ্দিন আহমদ # ১৭০
গান্ধী সম্পর্কে কৃত্তিবাস ওঝা # ১৭১
গান্ধী সম্পর্কে জিতেন ঘোষ # ১৭১
দাঙ্গায় শিক্ষিতদের ভূমিকা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী # ১৭২
শ্রীমতি কৃষ্ণা বসুর চোখে দিল্লীর দাঙ্গা # ১৭২
ভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা # ১৭৪
সিরাত উদ্দিন হোসেন দেশ বিভাগ সম্পর্কে # ১৭৫
জিন্নাহ এবং দেশ বিভাগ # ১৭৫
শেখ মুজিব সম্পর্কে বদরুদ্দিন ওমর # ১৭৬
দেশ বিভাগ-উত্তর পরিবর্তন # ১৭৬
জিন্নাহ সম্পর্কে অন্নদা ও শৈলেশ # ১৭৭
দেশ বিভাগ প্রসঙ্গে ড: নীলিমা # ১৭৮
দেওয়ান আজরফের চোখে কাজী আব্দুল ওদুদ # ১৭৮
মুসলিম রাজা-বাদশাহদের সাহিত্য আনুকল্য সম্পর্কে ড: অজিত ঘোষ # ১৭৯
হোসেন শাহ সম্পর্কে ড: নীলিমা # ১৮০
হোসেন শাহ সম্পর্কে ড: এনামুল হক # ১৮০
আবুল মনসুর আহমদ ও হিন্দু প্রকাশকের মধ্যে শব্দ-বিভ্রাট # ১৮১
মুসলমান শব্দের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মযুদ্ধ # ১৮২
রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে নজরুল # ১৮৩
অরুন বানার্জি দেশ বিভাগ সম্পর্কে # ১৮৪
দেশ বিভাগ ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল # ১৮৫

www.pathagar.com

দেশ বিভাগ সম্পর্কে ড: মজহারুল ইসলাম # ১৮৫
আহমদ শরীফের দেশ বিভাগ চিন্তা # ১৮৬
মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে হিউজ টিংকার # ১৮৭
হিন্দু ইতিহাস সম্পর্কে নিরদ চৌধুরী # ১৮৭
হিন্দুদের রাম রাজ্য # ১৮৮
দুই সম্প্রদায়ের দুই পথ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী # ১৮৮
নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ড: হুমায়ুন আজাদ # ১৯০
আব্বাস উদ্দিন নজরুল সম্পর্কে # ১৯১
শেরে বাংলার সাথে আব্বাস উদ্দিন # ১৯২
সুভাস বসু নজরুল সম্পর্কে # ১৯৩
'দুর্জয় প্রতিরোধ' জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী # ১৯৩
এই যুদ্ধ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় # ১৯৪
কোলকাতা দাংগা সম্পর্কে মোহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ # ১৯৫
কোলকাতা দাঙ্গা ও নাবেল ফ্রান্সিস টাকের # ১৯৭
ভারতে দাঙ্গা সম্পর্কে কামরুদ্দিন আহমদ # ১৯৭
কোলকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে অনিরুদ্ধ দৈনিক সংবাদে # ১৯৮

www.pathagar.com

জন মার্শালের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন

স্যার জন মার্শাল বলেন,

"মানবেহিতাসে আর কখনও দেখা যায়নি যে, দুটি বিপরীতধর্মী সংস্কৃতি এরূপ বিরাট পার্থক্য ও বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও পাশাপাশি অবস্থান করেছে, অথচ একটি অপরটিকে গ্রাস করতে পারেনি। এ দুটি হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলমান-সংস্কৃতি। তাদের মধ্যে বিপরীত মেরুর ব্যবধ্যান, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বিরাট পার্থক্য নিয়ে পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে-ইতিহাসের এ এক মহৎ শিক্ষা।"

– An advanced History of India
Sir John Marshall, Page 403.

ড. কালিকিংকরের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন

ড: কালিকিংকর বলেন,

"ধর্মীয়তায় গোঁড়া হিন্দুদের রক্ষণশীলতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে; এবং ইসলামধর্ম বিস্তারের পথ রুদ্ধ করার মানসে জাতিভেদের নিয়মাবলী আরও কঠোর করেছে, স্মৃতিশাস্ত্রে এ উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিধির সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে ইসলামের সাম্য ও উদার নীতিগুলোর আলোকে নিজেদের ধর্মীয় ও সমাজব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছে। এবং কয়েকজন সন্ত-প্রচারকের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে উদার মতবাদের প্রচারণা বেড়েছে। তারা ভক্তি-মার্গের মাধ্যমে অশিক্ষিত জনগণকে হিন্দুত্বের নতুন শিক্ষায় দীক্ষিত করেছেন।"

And Advanced History of India
Sir John Marshall, 282-283, 308-35.

রমেশ চন্দ্রের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলিম মন

এক.

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :

"মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্থলবিশেষে ১০০০ হইতে ৭০০ বছর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতোই আছে। অষ্টম

www.pathagar.com

শতাব্দীর আরম্ভে মুসলমানেরা যখন সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৌলিক প্রভেদগুলো ছিল, সহস্র বর্ষের পরেও এক ভাষার পার্থক্য ছাড়া ঠিক সেই রূপই ছিল। ... বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে এবং এমন একটি নতুন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতি নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতি নহে– ভারতীয় সংস্কৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতোই পোষণ করিতেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নতুন মতের প্রবর্তক ও সমর্থক। ১২০০ খৃস্টাব্দে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম যাহা ছিল, আর ১৮০০ খৃস্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহাই হইয়াছিল, এই দুয়ের তুলনা করিলেই সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

দুই.

ডক্টর মজুমদার এই মতবাদে সুদৃঢ় হন আর বহু পূর্বে। ১৯৫৭ সালে লন্ডনে ঐতিহাসিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন,

'ধর্ম নিরপেক্ষ' রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে একটি অতি আধুনিক আদর্শ। ইহাকে সমর্থনের জন্য ভারতের ইতিহাসকে নতুনরূপে সাজানো হইতেছে। বলা হইতেছে যে, ভারতের ইতিহাসে কোনও হিন্দু বা মুসলমান সংস্কৃতি কোনোকালে ছিল না। একটিমাত্র সংস্কৃতি ছিল– ভারতীয় সংস্কৃতি। বিভিন্ন সম্প্রদায় ইহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি বিকাশে হয়তো এ ধারণা মূল্যবান। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা সত্য নহে। ইতিহাসে বরাবরই হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি দুইটি পৃথক সত্তারূপে ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার
পৃ: ২৪২-২৪৩, ৩৩৪-৩৫।

তিন.

এ মতবাদে সুদৃঢ় হওয়ার কারণ হিসেবে শ্রী মজুমদার বলেন,

"এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম, বিশ্বাস ও সমাজ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত– হিন্দুরা

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, মুসলমানেরা পায় আরবী ফারসী হইতে। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা যাহাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাইতে না পারে, তাহার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
পৃঃ ২৪২-৪৩, ৩৩৪-৩৫।

ড. পান্নিকরের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন

কে. এম. পান্নিকর বলেছেন,

"ভারতে একটি ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রবর্তনের প্রধান সামাজিক ফল দাঁড়ালো, সমাজদেহকে খাড়াভাবে দুভাগে বিভক্তকরণ। তেরো শতকের পূর্বে হিন্দুসমাজ যেসব বিভাগ দেখা দিয়েছিল, সেগুলোর প্রকৃতি ছিল কতকটা আনুভূতিক; তখন বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্ম সমাজদেহে তেমন সর্বাঙ্গীন বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারেনি। হিন্দুদের পক্ষে এসব উপধর্মকে আত্মস্থ করে নেয়া সম্ভব ছিল, এবং কালক্রমে এরা হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যেই যার যার আঞ্চলিক আবাস গড়ে নিয়েছিল। অপর পক্ষে ইসলাম ভারতীয় সমাজকে আপাদমস্তক স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত করে ফেলে; এবং আজকের দিনের ভাষায় আমাদের নিকট যা দুই-জাতিত্ব বলে পরিচিত হয়েছে, তা সেই প্রথম দিনেই জন্মগ্রহণ করে। এরপর থেকে একই ভিত্তিভূমির ওপর দুটি সমান্তরাল সমাজ খাড়াভাবে বিভক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটি সমাজ আলাদা হয়ে গেল, এবং আলাদা-আলাদা রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এ দু'য়ের মধ্যে কোন রকম সামাজিক সংশ্রব বা জীবনের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান থাকলো না। অবশ্য হিন্দুত্ব থেকে ইসলাম ধর্মান্তরকরণ অবিরামভাবে চলতে থাকলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তার মনোভাব উদ্দীপনের ফলে হিন্দুসমাজদেহ উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়।"

Survey of Indian History
K. M. Pannikar.

www.pathagar.com

মুজতবা আলীর দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলিম মন

ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মণীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর শত শত বছর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শন চর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদরাসায় শত শত বছর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিয়প্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বুআলী সিনা, আল-গাজ্জালি, আবু-রুশদ ইত্যাদি মণীশীগণের দর্শনচর্চা হলো, তার কোনও সন্ধানই পেলেন না এবং মুসলমান মৌলানাও কম গাফিলতি করলেন না– তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে।..... শ্রী চৈতন্য নাকি ইসলামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন..... কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধক্ষংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাওয়ার। ..... মুসলমান যে জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আরঙ্গযেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরাণ-তুরাণ থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্ব উজাড় করে দিলেন, তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দার্শনিকেরা কণামাত্র লাভবান হননি..... হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।"

– 'বড় বাবু', সৈয়দ মুজতবা আলী।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম মন

আমাদের আশঙ্কা হয়, বাংলাদেশেও যাঁরা এখনও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিশ্বাসী এবং উভয় বঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রামমোহন রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নামোচ্চারণে ভক্তি-গদগদ হন, তাঁদেরও এ রূঢ় সত্যটি মনঃপুত হবে না। কিন্তু সত্য সত্যই। বহু বহু শতাব্দী হিন্দু-মুসলমান এ দেশে পাশাপাশি বাস করেছে, এবং একই আকাশের তলে একই মাটির ফসলে ও পানিতে এবং পানির জীব-মৎস্যে উদর পূর্তি করে জীবন ধারণ করেছে, কিন্তু কখনও তাদের মধ্যে হাঁড়ির ও নাড়ির সম্পর্ক জন্মায়নি। অথচ জৈবিকনীতি অনুসারে এ দুটির মাধ্যমেই হার্দি'ক সম্পর্ক সহজেই স্থাপিত হয়' আর এ দুটোই হলো সমাজবিজ্ঞানীর চোখে সামাজিক একত্ব স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

www.pathagar.com

"সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না।"

রবীন্দ্র রচনাবলী (শত বার্ষিকী সংকলন) ১৩শ' খণ্ড, পৃষ্ট ৩৩৮।

সাধনা-সংগ্রামেও বিভেদ

"আঠারশো সাতান্নর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সীমান্তের বৃটিশবিরোধী যোদ্ধাদের যোগাযোগ ছিল, একথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন, কিন্তু তার বিস্তৃরিত তথ্য এখনও গবেষণার অপেক্ষায় আছে। বেলায়েত আলি বাদশাহ বাহাদুর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এ প্রমাণ পাওয়া যায়। দীর্ঘ এক শতক ধরে মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বারে বারে ছোটখাট বহু বিস্ফোরণ ও প্রতিরোধের মধ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার সঙ্গেই বহু দিনের ধূমায়িত অসন্তোষ সর্বভারতীয় বিরাট ও ব্যাপক আকারে ফেটে পড়েছিল, এ কথাটি অস্বীকার করা যায় না। বাইরের অবস্থা শান্ত বিবেচিত হলেও আসলে সারা দেশটা বারুদের স্তূপ হয়েছিল এবং জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষই বিস্ফোরণে মূর্তি হয়েছিল। মওলানা আহমদ উল্লাহ, মওলবী ফজলে হক খয়রাবাদী প্রমুখ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থবশে নয়, ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের দুর্বার বাসনা নিয়ে। আর এ আন্দোলনে মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলো মুসলমানরাই; এ জন্যে সংগ্রাম শেষে ইংরেজ-রাজশক্তি নির্মমভাবে চণ্ডনীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্বটা সৃষ্টি করেছিলো মুসলমানদের শির লক্ষ্য করে। সীমাহীন নির্মমতা দেখিয়ে কুখ্যাত হডসন শাহজাদাদের হত্যা করেছে; নীল গর্ব করে বলেছে, বিনাবিচারে শত শত মুসমানকে ঈদ-উল-আজহার দিনে ফাঁসি দিয়েছে, হত্যা করেছে। মুসলমান অভিজাতদের শুয়োরের চামড়ায় জীবন্ত সেলাই করে হত্যা করা হয়েছে। জোর করে তাদের শুকরের গোশত খাওয়ানো হয়েছে।

আফসোস এই যে, সে জেহাদ আন্দোলনের, সে মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। যে অগণিত জনসমষ্টি সতেরোশো-সাতান্ন থেকে আঠারোশো-সাতান্ন পর্যন্ত বিদ্রোহে, সমরে, ফাঁসির মঞ্চে জীবনপাত করে গেছে, আজ তারা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পশ্চাতে এ দাবি নিয়ে– তাদেরও মহৎ আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হবে।

www.pathagar.com

সরকারি মামলাসমূহে কঠোর শাস্তিদান করা হলেও আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ করে দেয়া সম্ভব হয়নি। সীমান্তের ঘাঁটির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গুপ্ত সংগঠন মারফত অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরণও বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে গেলেও কোনও কালেই আন্দোলনের বিভীষিকা দূরীভূত হয়নি। ১৮৯০ খৃস্টাব্দেও অলিভার (Across the Border P. 29) সাহেব সীমান্তে ঘাঁটির অস্তিত্ব দেখেছিলেন, এবং তখনও তার আতঙ্ক স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষকে সশংকিত রেখেছিল।"

ওহাবী আন্দোলন
আব্দুল মওদুদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস
১৯৯৬, চতুর্থ সংস্করণ।

"চরম দুঃখের দহনে ও নির্যাতনের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে মুসলমানদেরও চৈতন্যোদয় হয়েছিল। এ কাণ্ডজ্ঞান তাদের জন্মালো, সশস্ত্র বিদ্রোহ করে শ্বেত দ্বীপবাসীদের তাড়ানো যাবে না, নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের আযাদী লাভের উপায় চিন্তা করতে হবে। আর এ কাজের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইংরেজের সঙ্গে বৈরীভাবে না চলে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলতে হবে।

রোষ কিয়ামতের মতো অভিশাপ-জর্জরিত মুসলিমজাতি এ চরম সন্ধিক্ষণে আর একবার স্মরণ করলো 'হিন্দের ইমাম' শাহ ওয়ালিউল্লাহর মহৎ শিক্ষাকে। তিনি বলেছিলেন, তখনই অস্ত্রধারণ করে ভারতের মুসলমান সমাজে সংস্কার করার সময় যদি থাকতো, তাহলে তিনি অস্ত্র ধারণ করতেও ইতস্তত করতেন না।' তাই অস্ত্রের পরিবর্তে তিনি কলম ধরেছিলেন, সমাজমানসকে প্রভাবিত করবার জন্যে। সমাজকল্যাণের যে আদর্শ তাঁর চিন্তার প্রধান বস্তু, আর তার জন্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মীয় উদার নীতি তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের রচনায় সেসব আরও পরিচ্ছন্ন ও বিশদ হয়েছিল।"

'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সাংস্কৃতিক রূপান্তর'
আব্দুল মওদুদ, পৃঃ ২০৬, ২০৭।

হিন্দু-মুসলিম বিবাদ

'হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ', কি লইয়া বিবাদ? কিসের জন্য বিবাদ?..... যেমন ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, আত্মীয় স্বজনে কলহ, পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে

www.pathagar.com

মেয়েলী ঝগড়া : যেমন এ পাড়ায় দলাদলি, হরিসভা ব্রাহ্মসভায় বচসা। যেমন সাহিত্য সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্ম্মগত, আত্মগত, ব্যক্তিগত, অব্যক্ত মনো-মালিন্য। ..... এই তো বিবাদ– তুমি কলাপতার যেদিক পরিশুদ্ধ জ্ঞান কর, আমি সে দিক ঘৃণা করি। আমি তোমার তক্তপোষের নিকট যেই গিয়াছি, অমনি তোমার হুকোর জল কি যেন হইয়াছে।...

কথাতেই কথা আসে। আমাদের মধ্যে আজকাল এক দল লোক মাথা তোলা দিয়াছেন। ইহারা রাজপ্রসাদ ভোগী নতুন চাকুরীয়া। ইহাদের আক্ষেপ এই যে কাচারীময় সকলেই হিন্দু। উপর্জ্জন, উন্নতি আমাদের একেবারেই নাই। সকলেই আপন জাতীয় টান টানিয়া থাকেন। কথা মিথ্যা নহে।

সৎপ্রসঙ্গ : মীর মোশাররফ হোসেন
কোহিনূর, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩০৫ (১৮৯৮ খৃস্টাব্দ)

মুসলমানরা ঘৃণার পাত্র

"বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্তমান সময় একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শসিত পরিচালিত। ফলত: হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক্ষণে ভারত মাতার দুই সন্তানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। একই মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয়, দুই ভ্রাতার মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত থাকাই সকলের অভিপ্রেত, ইহাতে পরস্পরের মহা উপকার তথা ভারত মাতারও বহু মঙ্গল সাধিত হয়। যে সকল মহানুভব ও সদাশয় ব্যক্তি এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারত মাতার সুসন্তান এবং সকলের ধন্যবাদের পাত্র, পরন্তু যাঁহারা স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ বীজ বপন করেন, বা যাঁহারা ভারত মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বিবাদ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, তাঁহারা যে দেশের ও দশের শত্রু তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

কিন্তু পরিতাপের শুধু পরিতাপের কেন, গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, কতিপয় উন্নতমনা উদার প্রকৃতি ব্যক্তি ব্যতীত, হিন্দু মাত্রেই সাধারণত মুসলমানের নাম শ্রবণ করিয়ামাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত

www.pathagar.com

করিয়া থাকেন। ইহা আমার স্বকল্পিত কথা নহে– বরং ইহা প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত সত্য কথা। সেই হেতু এই প্রশ্ন স্বতই মনোমধ্যে উদিত হয় যে, সত্যই কি মুসলমান এত ঘৃণার পাত্র? ... তবে তোমরা আজকাল বিদ্বান, জ্ঞানবান বা ধনবান বলিয়া গর্ব করিতে পার' কিন্তু ইহা জ্বলন্ত ও অখণ্ডনীয় সত্য যে, সকল হিন্দু যেমন বিদ্বান, জ্ঞানবান বা ধনবান নহে– তেমন সকর মুসলমানই নিরক্ষর, মূর্খ্য বা নির্ধন নহে। তবে কি নিমিত্ত যে তোমরা মুসলমানের নাম শ্রবণ মাত্রই নাসিকা কুঞ্চিত কর, তাহাত বুঝিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, মুসলমান কোন মতেই, বা কোন বিষয়েই হীন বা অবজ্ঞার পাত্র নহে। আজকাল হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলনের যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে, উভয়ের মধ্যে হইতে পার্থক্য বিদূরিত করিয়া, উভয়কে এক করিবার বিস্তর আয়োজন হইতেছে, সেই জন্য এতগুলো কথা লিখিলাম, আশা করি প্রত্যেক হিন্দু ভ্রাতা ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন এবং আমাদিগকে আর অবজ্ঞা বা ঘৃণার চক্ষে দর্শন না করিয়া অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবে সাদরে আলিঙ্গণ করিবেন।"

'সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র'
ওসমান আলি, ইসলাম-প্রচারক
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩১১ (১৯০৪ খৃস্টাব্দ)

মুসলমানরা অত্যাচারে জর্জরিত

"হিন্দুগণ একদিকে মুসলমানদিগকে 'ভাই ভাই' বলিয়া সাদরে আহক্ষান করিতেছেন, অন্যদিকে হিন্দু জমিদার ও অপরাপর শ্রেণীর হিন্দুদিগের ভীষণ অত্যাচারে দরিদ্র মুসলমানগণ জর্জরিত। প্রত্যহই নতুন নতুন অত্যাচার কাহিনী আমাদের শ্রবণ গোচর হইয়া আমাদিহকে মর্মাহত করিয়া তুলিতেছে। কুরবানী কার্য্যে এখনও বহুসংখ্যক অত্যাচারী দুর্দন্ত হিন্দু জমিদার মুসলমানদিগকে প্রবলরূপে বাধা দিতেছেন। স্বজাতি আন্দোলনে মুসলমানগণ পদে পদে হিন্দুদিগের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই জাতিই কোন প্রাণে ও কোন মুখে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের কথা বলেন, আমরা বুঝিতে অক্ষম। হিন্দুগণ যতদিন না ঘৃণিত স্বার্থপরতা ও কপটতা ত্যাগ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবে না,– একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে সাহসের সহিত বলিতে পারি। মুসলমানগণ

www.pathagar.com

এক্ষণে তাঁহাদের কপট বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই কপটতার জন্য মহাবিচারক খোদাতাআলা তাঁহাদের ২২ বছরের কংগ্রেসকে এ বছর সূরাট নগরে ধক্ষংস করিয়া দিয়াছেন। তাপ্তী নদীর পানিতে কংগ্রেসের চিতাভস্ম বিধৌত হইয়াছে। হিন্দুগণ কপটতা ও রাজদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া উদারভাবে ও শান্তভাবে কাজ করিলে দেশের ও দেশের মঙ্গল সাধন হইতে পারে। অন্যথা তাঁহাদের এ বালুর বাঁধ কিছুতেই টিকিবে না, তাঁহাদের সমস্ত যত্ন চেষ্টা ও উদ্যোগ মাঠে মারা যাইবে।"

জাতীয় ও ধর্ম সংবাদ
সম্পাদক, ইসলাম-প্রচারক
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩১৪ (১৯০৭ খৃস্টাব্দ)

স্বরাজ আন্দোলনে মুসলমানদের উপেক্ষা

"ভাই শিক্ষিত হিন্দু,..... আপনারা অতি নীচ পন্থা অবলম্বন পূর্বক ভারতে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আপনারা মিথ্যা ও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম ও সুনীতির মস্তকে দারুণ কুঠারাঘাত করিতেছেন। ... ভারতের সপ্তকোটি মুসলমানকেও নিতান্ত উপেক্ষার সামগ্রী মনে করিবেন না। আপনাদের অন্যায় ব্যবহারে মুসলমান সমাজও আপনাদের অনুকূল নহেন। এরূপ অবস্থায় শত চেষ্টা করিলেও আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সপ্তকোটি মুসলমানের প্রতিবন্ধকতা আপনাদের পক্ষে লৌহ প্রাচীরের ন্যায় বাধাজনক হইবে। যদি আপনারা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা মুসলমানদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারিতেন,তাহাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাদের মনে কষ্ট দিতে বিরত থাকিতেন, তবে স্বদেশবাসী বলিয়া না হয় তাহারা আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিত। কিন্তু আপনারা আপনাদের ব্যবহার দোষে সে সুযোগে হারাইয়াছেন। এক্ষণে মুসলমান জাতি হিন্দু প্রাধান্য অপেক্ষা ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর মনে করেন। মুসলমান জাতি নিশ্চয়ই আপনাদের এই অন্যায় অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিবে। .... মুসলমান জাতি কোন লোভে, কোন আশায় ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিবে।"

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও মুসলমান জাতির বক্তব্য
এবনে মাআজম, ইসলাম-প্রচারক, ৮ম বর্ষ,
৪র্থ সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ (১৯০৭ খৃস্টাব্দ)

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম মিলনে সমস্যা

"এই যে কয়েক বছর যাবৎ মিলনের বাণী উচ্চ আরাবে গভীর নিনাদে 'ছোবেহ শাম' ঘোষিত হইতেছে, ইহাতে হিন্দু ভাইরা একতা বা বন্ধুত্বে কতটকু অগ্রসর হইয়াছেন? কতটুকু 'অস্পৃশ্যতা' এবং 'ছুইও না ছুইও না হুকার জল নষ্ট হবে' প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? .... আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, বঙ্কিম প্রমুখ বিদ্বেষী লেখকগণের লেখা মুসলমানদের প্রাণে চিরদিন জাগিবে ও আঘাত দিবে। ডি, এল, রায়, বঙ্কিমবাবু ও ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণ-রিজয়া, শাহজাহান, নবাব নন্দিনী, মোগল মহিলা, মোগল পাঠান, দুর্গেশ নন্দিনী, দেবলা দেবী, আনন্দ মঠ প্রভৃতি গ্রন্থে মুসলমানদিগকে তীব্রভাবে অযথা আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। মহাবীর বখতীয়ারের মতো উদার নরপতিকে এবং রাজর্ষি আলমগীর আওরঙ্গজেবকেও কাল্পনিক দাসীদের দ্বারা ঝাড়ু মারা হইয়াছে এবং দাড়ি ধরিয়া পাকা পাকড়ানো হইয়াছে। ... হিন্দু সমাজের এই সকল ব্যবহার মুসলমানদের প্রাণে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু তবুও কি মুসলমান হিন্দুদিগকে ঐরূপ ঘৃণা করিয়া থাকেন? – কখন নয়।

..... মুসলমান কখনও হিন্দুর দুর্গাপূজায় বাধা দেয় না, কিন্তু মুসলমানদিগের গো কুরবানীতে হিন্দু প্রজাদের মাথা বিগড়ায় কেন?....

..... অনেক স্থানেই হিন্দু মহাজন দুর্বল মুসলমানের নিকট হইতে অধিক হারে সুদ লইয়া টাকা দিতেছেন। কোথাও বা চক্রবৃদ্ধির উপরেও সুদের হার ধরিয়া মুসলমানকে সর্বস্বন্ত করা হয়। হিন্দু জমিদার কাছারিতে মুসলমান প্রজাগণ অনেক স্থানে বসিতে সামান্য মাদুর পর্যন্ত পায় না। হিন্দু নেতা ও কংগ্রেস কর্মীগণ এবং স্বরাজ্যপন্থী ভায়ারা ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় করিয়াছেন?"

মিলন সমস্যা : এম, ছেরাজুল হক মিঞা
রওশন হেদায়েৎ, ২য় বর্ষ,
১ম সংখ্যা; কার্ত্তিক, ১৩৩২ (১৯২৫ খৃস্টাব্দ)

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিবারণ

"দেশে হিন্দু ব্যতিরেকে স্থানে স্থানে খৃস্টান বৌদ্ধও বাস করে। তাহাদের সহিত তো মুসলমানদিগের এরূপ মনোমালিন্য দেখা যায় না। ইহার কারণ

www.pathagar.com

কি? ইহার এক কারণ সাধারণ হিন্দুদিগের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা। ছোঁয়া-ছুয়ির ব্যাপার হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে বড় একটা নাই। .... মুসলমানগণও ধর্মের নামে কুশিক্ষা পাইতেছে। অশিক্ষিত স্বার্থান্ধ মৌলভী মুসলিমদিগের হাতে ইসলাম ধর্মের যথেষ্ট বিকৃতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

... হিন্দু ছাত্র যখন পড়ে, মুসলমান জাতি এবং মুসলমান বাদশাহগণ নিষ্ঠুর অত্যাচারী, বিধর্মীদিগকে পীড়ন করা এবং তাহাদের ধর্মের অবমাননা করাই তাহাদের কার্য্য ছিল, তখন সেই শৈশব কাল হইতেই মুসলমানদিগের প্রতি যে তাহাদের একটা গাঢ় ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?... এই বিদ্বেষ কেবল সাহিত্যেই আবদ্ধ নহে, থিয়েটার, যাত্রা, সং প্রভৃতি এই বিদ্বেষ ঘনীভূত করিতেছে।

.... হিন্দু-মুসলমান ক্ষুধিত কুকুরের মতো যৎসামান্য যে কয়েকটি অর্থাগমের পথ আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, উভয় জাতি নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য অন্য জাতিকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তদজন্যই সরকারি চাকরি বা কাউন্সিল, ডিষ্ট্রিকট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্তত্ব লাভের জন্য এত ঝগড়া বিবাদ। এই বিবাদ বিসম্বাদের জন্য দায়ী কে? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অংশ লইলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই এই বিবাদের জন্য দায়ী। ... শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মতামত দ্বারা তাহাদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব যথেষ্টরূপে উপলব্ধি করেন না।"

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়
খান ছাহেব আবুল হাসেম খান চৌধুরী এম এ
আহমদী, ২য় বর্ষ,
১ম সংখ্যা; বৈশাখ, ১৩৩৩ (১৯২৬ খৃস্টাব্দ)

মুসলিমরা সতর্ক হও

"বর্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যেরূপ বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে এবং হিন্দুগণ যেরূপ জেদের বশবর্তী হইয়া মোসলমানের গো-কুরবানী জোর করিয়া বন্ধ করিতে এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া

www.pathagar.com

মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সত্বর ভারতের সকল মুসলমান যে পর্যন্ত ইহার প্রতিবাদ করিয়া গভর্নমেন্টকে বুঝাইয়া না দিবেন (যে এরূপ হইলে সর্বত্র চিরকালই ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়াই থাকিবে এবং কোন কালেই শান্তি লাভ হইবে না। যাহার ফলে ২৩ কোটি হিন্দু ৭ কোটি মুসলমানকে সমূলে ধক্ষংস করিয়া ফেলিবে, কারণ উহারা, ধনে, মানে বলে, বিক্রমে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অতিশয় প্রবল এবং মুসলমানগণ সকল বিষয়েই দুর্বল ইত্যাদি) এবং এই সকল প্রতিবাদ প্রত্যেক জিলা, প্রত্যেক সাব-ডিভিসান ও প্রত্যেক থানার অধীনে যত মসজিদ আছে, প্রত্যেক মসজিদ হইতে সমস্বরে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি না করা হইবে, সে পর্যন্ত গর্ভনমেন্ট বুঝিবেন না যে, মুসলমান জাতি হিন্দুদিগের এই অন্যায় জেদের দরুণ কিরূপ মর্মাহত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছে।"

মুসলমান পূর্ব হইতেছে সতর্ক হও, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য
সম্পাদক, মোসলেম দর্পণ, ২য় বর্ষ,
৬ষ্ঠ সংখ্যা; জুন, ১৯২৬

মসজিদ, ইত্যাদি সম্পর্কে হিন্দু মনোবৃত্তি

"কয়েকদিন পূর্বে হিন্দু পরিচালিত একখানা সংবাদপত্র প্রায় শত বছর পূর্বের মসজেদ সমক্ষে বাদ্যবাদনে আপত্তি হেতু গোলমালের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলে। বড় বড় হেডিং দিয়া, পুরাতনকে নূতনের ছাঁচে খাড়া করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিল। এরূপ অসাময়িক বিষয়ে অবতারণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিবাদে ইন্ধন যোগান। ... আমরা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেয়ার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করি নাই– বরং সত্য প্রকাশ করিয়া উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করাই উদ্দেশ্য।...

... মুসলমানগণ কোনদিন নিজের ধর্মে উদাসীন নহেন– ধর্মকার্য্য প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয়। এই অবস্থায় স্বধর্মে অবস্থান বিধায় তাঁহারা কোন দিন পরের ধর্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের ধর্মও তাঁহাদের প্রতি এইরূপ আদেশই দান করিয়াছে। ... এ সমুদয় কারণে আজও মুসলমান মসজেদের পবিত্র রক্ষার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, হিন্দুর মন্দির, খৃস্টানের গীর্জা বা বৌদ্ধের প্যাগোডার প্রতি কেহ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিলে মোসলমান তদ প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

www.pathagar.com

আমরা বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের কর্ণধারগণকে এ সকল বিষয়ে ধীরভাবে ও নিরপেক্ষতার সহিত বিবেচনা করিয়া পুনরায় যাহাতে ভারতে মুসলিম-হিন্দুর মধ্যে প্রীতি ফিরিয়া আসে, তাহার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি।"

মসজিদ ও হিন্দু-মনোবৃত্তি
মৌলভী আলী আহমদ, ওলী ইসলামাবাদী, তবলীগ
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; ভাদ্র, ১৩৩৪ (১৯২৭ খৃস্টাব্দ)

বাকুড়ার হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ

"বাকুড়া শহরে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই অল্প সংখ্যক মুসলমানকে তথাকার হিন্দুরা সকল দিক দিয়া বয়কট করিয়াছে। ইহার কারণ মামুলী বাদ্য সমস্যা। হিন্দুরা মসজিদের সামনে বাদ্য বাজাইতে জিদ করিয়াছিল, মুসলমানরা প্রথার দোহাই দিয়া আপত্তি করিয়াছিল। পুলিশ মুসলমানদের দাবিকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হউকই হিন্দুদিগকে বাদ্য বাজাইতে দেয় নাই। ফলে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করিয়াছে।

বাদ্য লইয়া যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিবাদে কোন পক্ষের অপরাধ ছিল, সে সম্বন্ধে কোনও বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, সংখ্যালঘু মুসলমানকে এইভাবে বয়কট করিয়া হিন্দুরা অতিশয় বর্বরতা করিয়াছে। কথাটা একটু কড়া হইল বটে। কিন্তু সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে হিন্দু পরিচালিত স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে যে সমস্ত সংবাদ বাহির হইতেছে, উহা পড়িয়া হিন্দুদের ব্যবহারকে বর্বরতা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। আর হিন্দুদের নিকটও আমাদের একটা নিবেদন আছে। সংখ্যালঘু প্রতিবেশীকে বয়কট, অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিয়া কোনও শর্তে সম্মত করানো খুব কঠিন নহে। কিন্তু একবার এই ভাব সংক্রামিত হইলে পূর্ব বাঙ্গলার হিন্দুদের অবস্থাও বিশেষ সুচারু থাকিবে না বলিয়া আমাদের ভয় হইতেছে। আশা করি, হিন্দু প্রধান পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। এইভাবে প্রতিবেশীর সংখ্যাল্পতার হীন সুযোগ লইয়া কেবল সংখ্যা শক্তিতে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার এই মনোবৃত্তি সাম্প্রদায়িক প্রীতির সম্ভাবনাকেও দূর করিয়া দিবে।"

বাঁকুড়ার হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধ
সম্পাদক, সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ
১ম সংখ্যা; শ্রাবণ, ১৩৩৫ (১৯২৮ খৃস্টাব্দ)

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন

"বাংলাদেশেই হিন্দু-মুসলমানে গোলযোগ বেশী, তাহার নিম্নে বেহার ও মধ্য প্রদেশ। বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের পক্ষ হইতে হিন্দুর প্রতি অভিযোগের কারণগুলো এই, ১ম, সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দুদিগের মুসলমানের প্রতি অযথা অন্যায় আক্রমণ, ২য় গো-কুরবানীতে বাধা প্রদান, ৩য় মুসলমানের রাজকর্ম লাভে হিন্দু কর্তৃক বাধা দান, ৪র্থ, সাধারণ মুসলমানদিগের অভিযোগ এই যে, হিন্দু জমিদারগণ তাহাদের প্রতি অবৈধ আচরণ করিয়া থাকেন, এবং সাধারণ হিন্দুরাও পথে ঘাটে, রেলে, স্টিমারে, হাটে, বাজারে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক ব্যবহার ও শ্লেষোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

.... এ দেশের সাহিত্যিক– অন্তত আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক বলিতে হিন্দুই বুঝায়। ইহারা নাটকে, উপন্যাসে, তথাকথিত ইতিহাসে, এমন কি স্কুল পাঠ্য পুস্তকেও ভারতীয় মুসলমান রাজন্যবর্গকে, তাঁহাদের শাসননীতিকে এমনই বিকৃত অবস্থায় অঙ্কিত করিয়াছেন, বেগম ও বাদশাহজাদীদিগকে এমনই কুৎসিত আকারে চিত্রিত করিয়াছেন, যাহা মুসলমানের পক্ষে একেবারেই অসহনীয়। আবার সেই সকল অকথনীয় ব্যাপার যখন নাট্যমঞ্চে অভিনীতি হইয়া মুসলমানের পক্ষে মূর্ত লজ্জা ও অপমানরূপে প্রকটিও হয়, তখন মুসলমান মরমে মরিয়া যায়। যদি কেহ বলেন যে, বর্তমান বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য মুসলমান বিদ্বেষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে তাহার সে কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করা কষ্টকর হইবে।...

দ্বিতীয় বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুতর। ইহার সহিত ধর্মের সম্বন্ধ আছে। ধর্মের নামে এখনও মুসলমান সমাজ মাতিয়া ওঠে। .... বিশেষত : মুসলমানেরা যখন তাঁহাদের নিজের বড়িতে 'গো-কুরমানী' কার্য্য সমাধা করেন। কোন সাধারণের গমণাগমণের প্রকাশ্যে স্থানে করেন না, তখন ন্যায়ত তাহাতে হিন্দুর বাধা দিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে মুসলমানদিগকেও বলি– তাঁহারা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে যথাসম্ভব 'গো-কুরবানী' কার্য্য আড়ালে সম্পন্ন করিবেন।...

তৃতীয় বিষয়টি লইয়াও হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। .... সরকারি চাকরি ব্যতীত স্বায়ত্তশাসনের নমুনা স্বরূপ গবর্নমেন্ট দেশবাসীকে যে কয়টি অধিকার প্রদান করিয়াছেন, যথা- মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডসমূহের মেম্বর, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

ইত্যাদি পদগুলিতেও মুসলমানের কোন অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। যেন তেন প্রকারে মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুরা প্রায় সমুদয় পদগুলো ভোগ দখল করিতেছেন। অথচ বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৫২ জন অধিবাসী মুসলমান। এক্ষেত্রে নানাবিধ কারণে প্রতিযোগিতায় মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত পারিয়া উঠেন না বলিয়াই, তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকার প্রার্থনা করিয়া থাকেন, হিন্দুরা তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করতঃ মুসলমানের উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় ঘটান।

.... হিন্দু জমিদারের কাছারীতেমুসলমান প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচারণ পূর্বক পূজার এবং মেলার গান বাদ্যের জন্য পার্বণী ও খরচা আদায় করা হয়। হিন্দু প্রজা অপেক্ষা মুসলমান প্রজাদের প্রতি নীচ ব্যবহার করা হয়। .... মুসলমানের 'গো-কুরবানী' তেও এই হিন্দু জমিদারগণ বাধা দিয়া থাকেন। হয়ত মুসলমান করদাতাগণ মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডসমূহের মুসলমান পদপ্রার্থীকে ভোট দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সে স্থানে হিন্দু জমিদার তাঁহাদের সে কার্য্যে বাধা দান করত হিন্দু পদপ্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করেন। .... সাধারণ হিন্দুদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা নিস্প্রয়োজন, ইহাদের নিকট মুসলমানকে সম্বোধনের জন্য সবচেয়ে মিষ্টি বুলি হইতেছে 'নেড়ে'। আমরা প্রায় প্রায়ই দেখিতে পাই– যখন সঙ্গে কতগুলো মুসলমান রেলে, স্টিমারে আরোহণ করেন, তখন উপস্থিত হিন্দুরা বলিয়া বসেন– 'বাপুরে-নেড়ে ঝাঁক ঢুকেছে রে'। ... দেশকে প্রীতির শৃঙ্খলে বাঁধিতে হইলে প্রথমে এই সকল বিষয়ের প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। গাছের মূলে জল না ঢালিয়া আগায় জল ঢালিলে কোনই ফল হইবে না।"

'হিন্দু-মুসলামন প্রশ্ন'
আহমদ আলী, 'আল-ইসলাম'
৩য় বর্ষ, ১১ সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩২৪ (১৯১৭ খৃস্টাব্দ)

নির্যাতিত সুবিচারবঞ্চিত মুসলমানদের প্রসঙ্গে গান্ধীর নিকট শেরে বাংলার খোলাচিঠি (১৯৪১)

"I beg to be pardoned Mahtmaji for inflicting upon you long extracts from this judgment. But I am sure you will realize how terribly important and significant the observations of the Judges are responsible Hindus,

www.pathagar.com

Congressmen, non-Congressmen and even the man who is the Premier of a Province and in whose keeping democracy has entrusted justice and the lives of all alike- Practically see red. They prejudge the issue and publicly pronounce a verdict holding the Muslims guilty of deliberate conspiracy and of ruthless murder. The farce of an investigtion follows and then a trial in which 'a comic opera story' is told to a Court of justice through the lips of perjured witnesses. From the witness box 'lies fail thick and fast.' Hindu witnesses vie with each other 'in a gruesome festival' their only aim being to swear away the lives' of as many as they can just because they are Mulims.....

'Imagine the tragedy of it. Imagine also the trials and tribulations of these poor unfortunate Muslims, of their relatives and friends who had to find money and find legal assistance, in order to wrest their lives from the gallows and the Andamans. Had the means been lacking and the appeal to the High Court not preferred, six innocent Muslim lives would have perished at the gallows and twenty-four would have now been locked up for life. Just think of it. 'That is the way that men brought to power by the much vaunted Congress behaved towards Muslim minorities in the name of democracy. That is the way that justice was meted out to the Muslim minority.

'And yet you talk of democracy and justice and accuse Britain for not having yielded to the Congress demand which would enable the Congress to give for ever such desplays of democracy and such displays of justice.

'You may say that this is but an isolated case. Scores of examples can be cited to show how the same mentality was at work and caused incalculable suffering and even loss of life, limb and property, to the Muslim minorities in several other provinces when the Congress was in power.

'In the second place has a single Hindu anywhere in the

www.pathagar.com

whole of India expressed his abhorrence at the conduct of those who thus conspired to send innocent Muslims to the gallows? Has a single Hindu newspaper expressed sympathiy with the Muslims whom justice has rescued from the jaws of death or condemned the Hindus who conspired to send these innocent men to the gallows? Does it not show that either the Hindus, generally speaking, are disappointed at the result of the Muslims' appeal to the High Court or that they see nothing wrong in the manner in which Hindu Ministers and others sought to prejudice the issue and some of them even helped to concoct false evidence in order that innocent Muslims might be hanged?

'And Mahatmaji, what have you yourself done about it? You could not have been ignorant of these facts.

'Was not your sense of truth, your sense of nonviolence, your sense of justice, your sense of rihteousness, outraged by the despicable conduct of some of these men belonging to the Congress and belonging to your community. You found the trivial affairs of the small district of Noakhali in the province of Bengal sufficiently important to elicit from you an article in Harijan with clear directions to the Hindus to use violence against their alleged opponents. In fact nothing at all was or is wrong with Noakhali except that just one Muslim had once delivered just one indiscreet speech.

'But the tragedy of, Chandur Biswa, the tragedy of the mean conspiracy by Hindus against the lives of innocent Muslims has left you unmoved. Not a word has dropped from your lips and not a word has flowed from your pen to indicate that you condemn the conduct of the Hindus who vied with one another, 'in a gruesome festival of lies' with the sole aim of swearing away Muslim lives. How are we to interpret your silence?

'Do not all these facts conclusively prove that Hindus and Muslims are two different peoples, that democracy in the

www.pathagar.com

sense of pure and simple majority rule cannot be accepet by Muslims and that justice cannot be expected from Hindus in power towards the Muslims?

'In the circumstances if the Muslims manintain that democracy in the sense of majority rule cannot be accepted by Muslims and that justice cannot be expected from Hindus in power towards the Muslims?

'In the cricumstances if the Muslims maintain that democracy in the sense of majority rule is absolutely unsuited to India, can you blame them?

'In the circumstances if the Muslims believe that possessing the mentality which they do and which has been revealed in connection with the Occurrence at Chandur Biswa, Hindus, if they secure the power of domination, cannot and will not render even the most elementary justice to the Muslims- can you honestly maintain that this belief is unjustified?

'You and other Hindus have taken exception to His Majesty's Government declaring through His Exellency the Viceroy that 'it goes without saying that they could not contemplate the transfer of their present responsibilities for the peace and welfare of India to any system of Government whose authority is largely denied by large and powerful elements in India's national life. Nor could they be parties to the coercion of such elements into submission to such a government.' In the light of the circumstances narrated above can you honestly maintain that His Majesty's Government in giving this assurance to the minorities have done aught but the barest justice?

'Can you deny that the peace and welfare of the entire Muslim population of the village of Chandur Biswa in the Central Provinces were put in peril by the conduct of the Hindu government and those who acted according to the

www.pathagar.com

lead of the Hindu politician who was for the time being head of that Government?

'Can Muslims there fore, who constitute 'a large and powerful element india's life' be expected to submit to the authority fo Governments at the head of which such persons may preside? Is it not absolutely right and proper and in accordance with the elementary principles of justice that His Majesty's Government have now declared that they would not 'coerce such elements into submission?'

'And, finally, did not democracy fail in the Central Provinces when in the democratic Legislatrue speaker after speaker belonging to the majority party sat in judgment over innocent Muslims and pronounced them guilty of conspiracy and murder even before there was any inquirey into facts or any judgment on facts by any judicial tribunal?' (সংক্ষেপিত)

'Pakistan A Nation', EL Hamza
Shakh Mohammad Ashraf
Lahore, Page 95-97,
Published in 1941

বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাধিকের কারণ

ডক্টর আরনল্ড বলেন,

"ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই, আর এজন্যেই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বলপ্রয়োগের কারণ ছিল না, শান্তিপ্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময়ে সে সব ক্ষেত্রে, যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল ও যেখানে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি, যেমন দক্ষিণ ভারতে ও পূর্বে বাংলায়। বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা সর্বাপেক্ষা বেশি সফলকাম হয়েছিল, ধর্মান্তরিতের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারক্ষেত্রে কোন সুসংবদ্ধ

www.pathagar.com

শক্তিশালী অন্য ধর্মের মুকবিলায় পড়েনি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে, কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিকের কারণ ধর্ম প্রচারককে দুবাহু বড়িয়ে অভিনন্দ জানিয়েছিল জাতিত্বের যাতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায়, এমনকি সাদর আহক্ষানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে। এখানে ব্রাহ্মণধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চ বর্ণহিন্দুদের উৎপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানুষিক ব্যবহারে উত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করলো ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে; একটা মহৎ ঐশীবাদেরও সন্ধান পেয়েছিল, একট জীবন্ত প্রাণবন্ত নয়া সমাজব্যবস্থারও সাক্ষাৎ লাভ করেছিল।"

Preaching of Islam
Ch ix, by Dr. Arnold

হিন্দুদের শুদ্ধি আন্দোলন

মালব্যজী এবং লালাজীর সমস্ত বাকচাতুরীর পুরু আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের প্রধানতম শিষ্যগণের মুখে সংগঠনের প্রকৃত স্বরূপ যেরূপভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা অতি ভয়াবহ। কিছু দিন পূর্বে লালা লাজপত রায়ের অন্যতম সহযোগী লালা হরদেও লাল প্রকাশ্যভাবেই মুসলমানদিগকে হয় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ অথবা সসম্মানে জীবন লইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার জন্যে প্রকাশ্য হুকুম জারি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বাসী শ্রদ্ধানন্দের প্রধানতম সহযোগী স্বামী সত্যদেব আরও স্পষ্ট ভাষায় শুদ্ধি ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।...

আর্য্য সমাজ ও শুদ্ধি সংগঠন দল– তথা হিন্দু সমাজের ঐ প্রচেষ্টা কেবল যে পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ আছে তাহা নহে। বঙ্গদেশের হিন্দু সভা, শুদ্ধি-সভা ও নারী-রক্ষা সমিতির কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ করিলে এবং তৎপ্রতি হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংবাদপত্রের গভীর সহানুভূতি দেখিলে– এ দেশেও উহার আয়োজন কিরূপ বিপুল উদ্যম পরিচালিত হইতেছে, তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইবে।...

...অসহযোগী 'সার্ভেন্ট', 'স্বরাজী', 'ফরওয়ার্ড' ও উদারপন্থী 'হিন্দুস্থান' হইতে আরম্ভ করিয়া মদুরত 'বেঙ্গলী' গাঁজারত 'নায়ক' মোসলেম বিদ্বেষ

www.pathagar.com

বিদগ্ধা, বিকৃতরুচি ও বহুরূপিণী 'বসুমতী' এবং সাম্য মৈত্রীর ধক্ষজাধারিণী 'সঞ্জীবনী' পর্যন্ত সকলেই এক বাক্যে ও এক সুরে আর্য সমাজীদের কার্যকলাপ এবং 'শুদ্ধি' সংগঠন ও নারী রক্ষা' আন্দোলন সমর্থন করিয়া যাইতেছে...

এ অবস্থায় মুসলমান সমাজের কর্তব্য কি? বিধর্মীর এই সমবেত আক্রমন হইতে তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় কি?– তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আমরা দেশের আলেম, নেতা, কর্মী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণকে আকুল কণ্ঠে আহক্ষান করিতেছি।

শুদ্ধি ও সংগঠনের স্বরূপ
সম্পাদক, ইসলাম-দর্শন
অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ (১৯২৫ খৃস্টাব্দ)

কুরবানী উপলক্ষে মহাকান্ড

"বিগত কুরবানী উপলক্ষে দিল্লীতে যে মহামারী কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার মূলীভূত ৩টি কারণ আজ খুব স্পষ্ট হইয়াই আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। উহার প্রথম কারণ, গো-কুরবানী ও গো-জবেহ বন্ধ করিবার জন্য হিন্দুদিগের চিরচারিত অন্যায় আবদার ও অসঙ্গত ষড়যন্ত্র; দ্বিতীয় কারণ, প্রবল হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলমানদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার; ইহার প্রমাণ স্বরূপ বঙ্গীয় জমিদারদিগের জুলুম, আরা-শাহবাদের ঘটনা এবং দিল্লীর একটি কুপ হইতে পানি তুলিবার অপরাধে দশ বারোজন হিন্দুর পক্ষে সম্মিলিত হইয়া একটি অস্টম বর্ষীয় মুসলমান বালককে নিমর্ম প্রহার করা, প্রভৃতি বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয় কারণ, মুসলমানগনের ধর্ম কর্মে গবর্নমেন্টের অন্যায় হস্তক্ষেপ।... 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম কর্ম করিতে পারিবে'– এই উদার ঘোষণাবাণীর অবমাননা করিয়া গবর্নমেন্ট এখন বহু স্থানেই হিন্দুর মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য মুসলমানের ধর্ম এবং জাতিগত সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লীতে ঠিক ঐ ঘটনাই ঘটিয়াছিল।"

দিল্লীর গাজী ও শহীদগণ
মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী
ইসলাম-দর্শন, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৩১ (১৯২৪ খৃস্টাব্দ)

www.pathagar.com

মুসলিম শাসকবৃন্দের বদান্যে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে

যদুনাথ সরকার বলেন,

> মুর্শিদ কুলি খাঁ ভূমিরাজস্ব আদায়ে ইজারা দানের প্রথার প্রবর্তন করেন এবং ইজারাদার নির্বাচনে তিনি হিন্দুদেরই পছন্দ করতেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশে ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর গোড়াপত্তন করেন; এ শ্রেণীর স্থায়িত্ব ও বংশ পরম্পরা উত্তরাধিকারী স্বত্ব স্বীকৃত হয় কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'।

তিনি আরও বলেন,

> "হিন্দু সমাজে আরও একটি পরিবর্তন ঘটে ১৭১০ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাংলার স্থায়ী দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ফলে। এতো দিন মুগল প্রশাসন বিভাগে সামরিক ও আইন বিভাগীয় সব উচ্চপদগুলোসহ রাজস্ব ও হিসাব বিভাগের সদর দফতরের পদসমূহে আগরা ও পাঞ্জাব থেকে লোক আমদানি করে নিয়োগ করা হতো। এবং তারা বাংলায় বসবাস করতেন না, সুবাহাদারের পরিবর্তন হলে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে চলে যেতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর পরবর্তী নওয়াবদের আমলে বাঙালি হিন্দুরা দক্ষতাগুণে ও ফারসি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে বেসামরিক প্রায় সকল পদে ও সামরিক বহু পদে নিয়োগ লাভ করে। হোসেন শাহের আমল থেকে বাঙালি হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিক্ষা করে ও মুসলিম দরবারী আদব-কায়দা রপ্ত করে দেওয়ান, কানুনগো প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সময় এসব হিন্দু অর্থবলে জমিদার বংশাবলীর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এসব পদস্থ কর্মচারীরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এমন কি মোদককুল থেকে উদ্ভূত– আজকাল তাঁদের বংশধররা রাজা নামে কীর্তিত। নওয়াবী আমলে একাধিক বাঙালি হিন্দু 'রায়-রায়ন' (খান-ই-খানান উপাধি সংস্কৃত রূপ) মর্যাদাধিকারী ছিলেন। উপরোক্ত তিনটা জাতের বাঙালি হিন্দুর অনেকেই 'রায়-রায়ান', পদাভিমানী। গাভার (বরিশাল) কায়স্থ ঘোষেরা দস্তিদার নামে পরিচিত,তাঁদের কেউ নওয়াবী আমলে নৌবহরের আলোকে-ধারী ছিল। পুরাতন সরকারি উপাধি বকশী, কানুনগো, সাহনা, চাকলাদার, শিকদার, তরফদার, মুন্সি, লস্কর, খাঁ প্রভৃতি এখনও বাঙালি হিন্দু পরিবারসমূহের শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় এবং তাঁদের পূবপুরুষদের নওয়াবী সরকারে ভাগ্য নির্মাণের কথা স্মরণ করায়।... মুর্শিদ কুলি খাঁ যে সব বৃহৎ জমিদার বংশের পত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে রঘুনন্দন ও তাঁর ভ্রাতা ভূষণ। পরগণার

www.pathagar.com

রামজীবন; রঘুনন্দনের তিলি ভৃত্য ও দিঘাপাতিয়া রাজের (রাজশাহী) প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়; মুক্তাগাছার (পরগণা মুমিনশাহী) মহারাজা বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী কৃষ্ণ চৌধুরী প্রভৃতির নাম স্মরণীয়।"

History of Bengal
Judunath Sarkar, vol-II
Page 409-410, 414-415

হিন্দু অভিজাতদের সৃষ্টি

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদর বলেছেন, মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলার হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি হয়। বাংলার অধিবাসীরাই সরকারি সকল পদে নিযুক্ত হতো। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে বহু উচ্চপদ অধিকার করতো। ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশ হিন্দু ছিল। নবাব আলিবর্দীর আমলে হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়..... হিন্দু জমিদারেরা নবাবীর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

বাংলাদেশের ইতিহাস
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, মধ্যযুগ, পৃঃ২২২-২২৩

মুসলিম শাসনে হিন্দুদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা

"মুসলমানাধীকৃত ভারত এবং ইংরাজাধিকৃত ভারতের মধ্যে কত প্রভেদ। মুসলমানাধিকারে ভারতবর্ষ ভারতবাসীরই আয়ত্বাধীন ছিল, তখন বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে স্বীয় মনষ্যত্বের অনুশীলন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যেক প্রজারই ছিল। ..... অতিতকে হৃদয়ে ও দেহের রক্তে পাইয়াছি বলিয়াই আমরা নিশ্চয় উজ্জল ভবিষ্যতের অধিকারী হইব, নচেৎ ব্যবিলনবাসী, বা রেড ইন্ডিয়ান, বা প্রাচীন মিসরীয়দের মত আমাদেরও ধরা পৃষ্ট হইতে বিলীন হইতে হইত।"

'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান
বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লব বাদ',
উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়
৬/১/এ বাঙ্গারাস সক্রর লেন
কলকাতা, পৃঃ ১২৮।

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনের প্রশংসার দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রাম মোহন

"মুসলিম শাসনে এ দেশের হিন্দু অধিবাসিরা মুসলমানদের মতই সকল প্রকার রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। রাষ্ট্রের উচ্চতম পদ, সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব, প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা, সম্মানিত মন্ত্রীর আসন, প্রকৃতি ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্ম কিংবা জন্মস্থান কিছুই বাধা হয়ে দাড়াতো না। হিন্দুরা ভূমি মঞ্জুরী লাভ করত, খাজনা মওকুফ পেত এবং উচ্চ বেতন ছাড়াও অফিস সংলগ্ন ভূমি ব্যবস্থার দেদার সুযোগ তাদের ছিল।"

– Memorial to the Supreme Court in calcata, 1823
by Dwarkangth Thakur and Raja Rammoham Roy.

ইসলাম সাধারণ মানুষের সুখি হওয়ার বিধান

মুহম্মদের সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে সমান আত্মিক মর্যাদা দান করেছে, ইসলামাকে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি করেছে, আর এই মৌল অধিকারের ওপর ন্যস্ত করেছে সমাজ শাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসেবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধ-দর্শন এবং ব্রাহ্মণ চিন্তাধারার গোঁড়ামি যখন সমগ্র উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, সেই সংকটকালে ইসলাম তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে।

Aryan Rule of India, Havell

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা আনে হিন্দু এলিটরা

"বাংলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান করার ভার নিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়। ধর্মক্ষেত্রে সাফল্য ততোটা অগ্রসর হয়নি। মাঝপথে রামমোহন রায় প্রভৃতির কল্যাণে হিন্দুরা এ আক্রমণ যোগ্যভাবেই প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিজয়টা হয়েছে আশাভীতভাবে সফল; আর এর কারণ এই যে, এক্ষেত্রে নব্যগঠিত ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছে নতুন বাবু কালচার প্রবর্তনের আগ্রহে। এ কালচারের বহু চিহ্ন বিভাগোত্তর যুগেও পাকিস্তানে এবং ভারতে প্রবলরূপেই বর্তমান, এবং এর কল্যাণে

www.pathagar.com

প্রসাদের মহিমা বর্ণনায় আজও আমাদের পণ্ডিতদের মধ্যে উৎসাহের বিরাম নেই।"

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা প্রথমেই অগ্রণী হন বাংলাভাষার নবরূপায়ণে এবং ভাষাটার গদ্যরূপ নির্মাণে। এ কাজে তাঁদের আগ্রহের অবশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা ছিল প্রবল, একথা অবশ্য স্বীকার্য। আজকের দিনে আমরা বাংলা সাহিত্যে যে আশাতীত প্রগতি লাভ করেছি সেটাই হচ্ছে এর পরোক্ষ ফল।

খৃস্টান ধর্ম প্রচারের তাগিদের সঙ্গে মিসেছিল কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর প্রয়োজন। কোম্পানির ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরি হন এ বিভাগের অধ্যক্ষ এবং তাঁর অধীনে ৮ জন পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই পণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার ও রামারাম বসুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদের সহায়তায় কেরি বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা ও প্রচার করতে থাকেন। প্রথমে রচিত হয় 'কথোপকথন' ও পরে 'ইতিহাসমালা'। বলাবাহুল্য, গ্রন্থ দুটির ভাষা ছিল সংস্কৃত স্টাইলের এবং বিষয়বস্তুও ছিল মুসলমান বর্জিত। প্রতাপাদিত্য, রূপসনাতন ও বীরবল ছিল ভারতীয় ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। অতএব ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পণ্ডিতদের সাধনায় সংস্কৃত ও হিন্দুদের মহাত্মা প্রতিষ্ঠায় ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র। একদিকে মিশনারীদের ছিল একটা অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যাওয়ার দম্ভ আর অন্যদিকে ছিল পণ্ডিতদের সংস্কৃতের তনয়ারূপে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুদের মহাত্মা প্রকাশের অসীম উদ্যম ও আগ্রহ। এ দুটি উদ্দেশ্যের ধারা সম্যকভাবেই প্রতিফলিত দেখা যায়, এই কেরির সৈনাপত্যে পণ্ডিতদের রচিত এ সময়ের গ্রন্থগুলোর ভাষা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়নকালে। এখানে অবশ্য বলা যেতে পারে, এ দেশের প্রতি মিশনারীর মধ্যে শ্রদ্ধার প্রভাব কতখানি ছিল। এ সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলো সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠব।" (দুরবীন, জুলাই, ১৮৬৯, Indian Mussalman, w.w. Hunter, Page-167)।

"বহু হিন্দু পণ্ডিতের আখ্যাত 'মহাত্মা কেরি'র একটি উক্তি থেকেই পরিস্ফুট

www.pathagar.com

হবে এই অবজ্ঞার পরিমাপ কতোখানি ছিল: হিন্দুরা স্পষ্টত পাপের পঙ্কে ডুবে ছিল। একথা সত্য যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মত তারা হিংস্র নয়, কিন্তু নীচ চতুরতা ও শটতায় তারা এ অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছে। তাদের ধর্ম ব্যবস্থায় নৈতিকতার বালাই নেই মোটেও। অতএব কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় যে তারা গভীর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত আছে।" (Modern Islam in India, N.W. Smith, Page-163).

ব্যক্তিগতভাবে কেরি সম্বন্ধে বলা যায়, বাংলা সাহিত্য থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, যদিও তিনি স্বয়ং ভাষার কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করতে পারেননি; সুনেশী ও পণ্ডিতদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেই ভাষাটার গদ্যরূপ নির্মিতির সেনাপত্য করেছেন, তাঁর নিজের কৃতিত্ব অতি সামান্য।

কেরির নিযুক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে রাম বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'প্রতপাতিদ্য' ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। তার রচনাশৈলী ও ভাষারীতি সংস্কৃত-অনুসারী হলেও আশ্চর্যভাবে প্রয়োজনক্ষেত্রে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এ থেকে অনুমান হয় ফারসী ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারই ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতকুলের মধ্যে অধিক শিক্ষিত ও মর্যাদাবান। তাঁর লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে 'রাজাবলি' (১৮০৮) ছিল চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রে সন্তান বিচিত্রবীর্য থেকে বাংলাদেশে কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। মুসলমানী আমলটা অত্যন্ত অযত্নের সঙ্গে বিদ্বেষদুষ্ঠ ভঙ্গিতে লেখা, অবশ্য এ অংশে আরবী-ফারসী দু'চারটি শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভঙ্গির একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন তিনি।

অতঃপর রাজা রামমোহনের নাম স্মরণীয়। প্রধানত হিন্দু-সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে তিনি বাংলা গদ্য রচনায় হাত দেন, এ জন্যে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজপতিদের প্রতি বিদ্রোহীর ভাব তাঁর সব রচনায় সম্পৃক্ত। কিন্তু বাংলাগদ্যের মধ্যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ধারণক্ষম শক্তি তাঁর লেখনীমুখেই প্রকাশিত, এ জন্যে সমকালীন পটভূমিকায় তাঁর গদ্যরীতি ছিল বলিষ্ঠ ও প্রানবন্ত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহনই সর্বপ্রথম ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি হতে বুদ্ধি ও মননশক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয় করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। বাঙালি হিন্দু যে কেবল ইংজেজের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের বাহনমাত্র নয়, তার শিক্ষা সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী, তিনিই এর পথিকৃৎ। 'তত্ত্বাবোধিনী' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

ঠাকুর, রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রধানত হিন্দু ধর্ম ও জাতিবিষয়ক এবং ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও তাঁদের হস্তে বাংলা গদ্যরীতি একটা বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট রূপ ধরাণ করে। তাঁদের সকলের মধ্যে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠতম। সুদক্ষ শিল্পীর মতো তিনি বাংলা গদ্যের পরিচর্যা করে গেছেন, এবং বিদ্যাসাগরী স্টাইল বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ভঙ্গি। তাঁর 'বর্ণ পরিচয়', 'নীতিবোধ', 'বোধোধয়' ও 'কথামালা' আমরা প্রথমে পাঠ করে বাংলাভাষায় অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছি।

উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা সামগ্রিতভাবে হিন্দুদের দ্বারা এবং সর্বতোভাবে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যানুসারী হলেও, এবং তৎকালে কোনও মুসলমানের বাংলা সাহিত্যের পংক্তিভোজনে অধিকার না থকেলেও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বাংলাসাহিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণ তখনও সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলতায় কলুষিত হয়নি। এবং এর কারণ ছিল দুটি: বৃটিশ সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব, তারাই নতুন সংস্কৃতি বা বাবু কালচারের পত্তন করে। এ পর্যন্ত অনুগ্রাহী ও অনুগৃহীতের আঁতাতে কোন ফাটল ধরেনি এবং সম্বন্ধটাও ছিল অন্ত রঙ্গ। অতএব ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান তথা বিদ্রোহের সুরে না ওঠা পর্যন্ত 'স্বদেশ' তথা 'স্বধর্মপ্রীতির' জোয়ার ওঠেনি। আর এ দৃষ্টির জোয়ার না ডাকা পর্যন্ত মুসলমান সমাজ ভ্রুক্ষেপেরও যোগ্য বিবেচিত হয়নি, অতএব সাম্প্রদায়িক চিন্তাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাথা চাড়া দেয়নি। দ্বিতীয়ত, ১৮৭০ সালে যখন মুসলমানরা শিক্ষায়, চাকুরী ক্ষেত্রে এমনকি সাহিত্যের অঙ্গনেও প্রবেশলাভের দুঃসাহসিকতা দেখাতে লাগলো, তখনই 'স্বজাতি ও স্বধর্মের' একছত্র স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজন দেখা দিল হিন্দুদের মধ্যে, তখন থেকে 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার' প্রাদুর্ভাব হতে লাগলো। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, বিদেশী প্রভুদের নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়ে বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সুদূর অতীতের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা বর্তমানের ক্ষুদ্রতাকে ঢাকবার চেষ্টা করতে থাকে, এবং একটা উগ্র ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত দম্ভ প্রকাশ করতে থাকে। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের একটা প্রমত্ত প্রচেষ্টা নানাভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। তারই অভিব্যক্তি হতে থাকে 'হিন্দুমেলা'-তে ও সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট সাহিত্যে।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দুই দিকপালের আবির্ভাব হয়। কবিতায় মাইকেল মধুসূধন ও গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁদের আবির্ভাব কাহিনীও কৌতুকপ্রদ। মধুসূদন তখন খৃস্টান; চলনে বলনে পোশাকে-আশাকে দেহ মনে খাটি

www.pathagar.com

ইংরেজের দেশী সংস্করণ। 'মাইকেল মধুসূদন কিশোর বয়স হতেই বৈদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন, তাঁহার বিলাত গমণের অস্বাভাবিক আগ্রহের ফলে বিদেশ গমনের পূর্বেই বিদেশ যেন তাঁর গৃহ হইয়া গিয়াছিল' ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাষায় তাঁহাকে বিদেশী বলিলেই চলে'। সতেরো বছর বয়সেই তিনি ইংজেতি কবিতা' লিখে তাঁর ইংল্যান্ডপ্রীতি প্রকাশ করেন, 'I sigh for Albions distant shore.' ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজে গিয়ে তিনি পর বছরই Captive Ladie কাব্য প্রকাশ করেন। দেশবাসীর নিকট গৌরবের বিষয় হলেও ইংরেজি সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিতে Captive Ladie একটি তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ। তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুদের কোনও সন্দেহ ছিল না। এজন্য গৌরদাস বসাক তাঁকে বার বার বাংলা ভাষায় কাব্য সাহিত্যানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। গৌরদাস দ্বারা উত্যুক্ত হয়ে মধুসূদন একবার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেও ছিলেন, I am not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers... It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit. (পিতা-পিতামহের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার মহৎ কর্মের জন্যে আমি তো নিজেকে প্রস্তুত করছি না... এটা তো জেলেদের ভাষা, অবশ্য তুমি যদি সংস্কৃত থেকে ব্যাপক গ্রহণ না করো।)

অথচ মধুসুদন বাংলাসাহিত্যে যে কাব্যকীর্তি রেখে গেছেন, 'গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। 'বাংলাগদ্যে বঙ্কিম যাহা করিয়াছিলেন বাংলা কাব্যে মধুসূধন তাহার অপেক্ষা অধিক অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন, তিনি একেবারে Virgil ও Milton হইতে ভরতচন্দ্র ও কৃত্তিবাসে সেতুবোজনা করিয়াছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য, মধুসূদন শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যশক্তির বিকাশে বাঙ্মিমী ও সংস্কৃত সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন শুধু কাব্যের উপজীব্য উপাখ্যানের জন্যে নয়, উপমা, অলংকার, উৎপ্রেক্ষা, শব্দচয়ন ও শব্দরীতির জন্যেও। এই জন্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মধুসূদনের ভাষাকে বলেছেন বাংলাভাষার প্রকৃতি-বিরোধী। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর কাব্যধারায় অবগহন করে মনের শূচিতা ও শূদ্রতাই বৃদ্ধি পায়, কোনখানেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাঠকের মন-মেজাজ আহত বা পীড়িত করে না এবং রসগ্রহণে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এখানেই বঙ্কিমের উপর মধুসূদনের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গ্রাজুয়েট-১৮৫৮ সালে এবং উক্ত সনেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। মোদনীপুরে যখন তিনি বাল্যকালে ইংরেজি স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই ইংরেজ পরিবারে তাঁর মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল।

www.pathagar.com

এই প্রত্যক্ষ কারণ থেকে শিশু বঙ্কিমের মনে ইংরেজ-চেতনা এবং ইংরেজের অনুকরণ-প্রেরণা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর ইংরেজরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ, এ কথা সে যুগের আকাশে-বাতাসে ছড়ানো ছিল। এরূপ পরিবেশে লালিত বঙ্কিমের ইংরেজপ্রীতি এবং তদহেতু ইংরেজ নিগৃহীত মুসলমানের ওপর বিদ্বেষ জাগ্রত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ইংরেজের প্রতি আত্মীয়তাবোধের চেতনা থেকেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে একান্ত আপন করে নেয়ার আগ্রহ ও উদ্যম বঙ্কিমের প্রথম বয়সে পুরোমাত্রায় ছিল। ১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন 'A Popular Literature for Begal' –শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতেও অভিলাষী নহেন... যে তীব্রবুদ্ধি তেজস্বী বাঙালি যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজি ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনা করা 'হীনবৃত্তি মাত্র'। অতএব এরূপ 'হীনবৃত্তিতে' চালিত না হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পাদে ইংরেজি উপন্যাস Rajmohons Wife রচনায় ব্রতী হন এবং ১৮৬৪ সালে কিশোরী চাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড,' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরও মধুসূদনের মতো সহসা মোহমুক্তি ঘটে যায়, এবং বাংলাকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের চর্চার বাহন নির্বাচন করেন। প্রথমে তিনি Rajmohons Wife-এরই বাংলা অনুবাদ করতে থাকেন। কিন্তু মধ্যপথে তা পরিত্যাগ করে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন এবং তার প্রথম ফসল 'দুর্গেশনন্দিনী'।

অতঃপর নিষ্ঠার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৮ই এপ্রিল ১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছেন। নানাভাবে ও ভঙ্গিতে তিনি বাংলা গদ্যের সেবা করেছেন এবং নির্মাতা হিসাবে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চে। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ধর্মতত্ত্ব, কৃষক-সমাজের কথা, সাংবাদিকতা-সকলক্ষেত্রেই তাঁর দান অপরিমেয়। দুরূহ সরকারি কর্তব্য সম্পাদন করেও এরূপে সৃষ্টি সাধনায় নিরত থাকা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশক্ষেত্রে যখন মধ্যাহ্ন-গমন বিরাজমান, তখন বাংলার রাজনৈতিক গগনেও মোড় ফিরে গেছে। তখন ইংরেজের সঙ্গে হৃদয়িক সম্বন্ধে বিদারণ রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে, ইংরেজদের অনুগ্রহের ষোল আনা অংশটার আর এক পক্ষ প্রবল দাবি জানাচ্ছে, আত্মসচেতন হয়ে। শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে বেকার-সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং তার দরুন তাদের মনে

www.pathagar.com

নৈরাশ্যভাব দেখা দেয়ায় তারা হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ মানসের সন্তান : তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ-মনের প্রতিভূ হিসাবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি হিসাবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। এবং এভাবে তীব্র সম্প্রদায়িকতার যে-বিষবহ্নী তিনি ছড়িয়ে দিলেন লেখনীমুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির নেই। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও গভীর বিশ্লেষণশক্তির অধিকারী হয়েও সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আদর্শের উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক হয়ে তিনি মানবতার যে অকল্যাণ ও অসম্মান করে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তারও তুলনা নেই। অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় কালের প্রলেপে সে ক্ষতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু লেখনীর মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই– যুগে থেকে যুগান্তরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ৮টি উপন্যাসে ইতিহাসের রঙ আছে কিন্তু ইতিহাস নেই। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠকে' বলা বার বঙ্কিমের উৎকট সাম্প্রদায়িক মন-মানসের অতি জঘন্য অভিব্যক্তি। এই দুটিতে তিনি মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নি উদ্গীরণ করেছেন, সে বিষজ্বালায় এই বিরাট উপমহাদেশের দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান মিলে একজাতি গড়ে তোলার যে স্বপ্নটুকু নেতাদের মনে উঁকি দিতো, নিশার স্বপ্নের মতোই তো বিলীন হয়ে গেছে। এ উপমহাদেশের মুসলমানের অস্তিত্বও বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করে তাদের বিতাড়িত করে সদাশয় বৃটিশ জাতির আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় তিনি বার বার মুখর হয়ে উঠেছেন।

অথচ সবচেয়ে হাস্যকর অসঙ্গতি এই যে, তিনিই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা ঘোষণায় বলেন, "যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাংলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসি চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না।" ঐক্য-বৃক্ষের মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করে ঐক্যের মহাবাণী প্রচার করার এ হাস্যকর উক্তির সঙ্গে নির্লজ্জ কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের অতি প্রচলিত উপমাটিও তুচ্ছ হয়ে যায়। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণীর উক্তিকে জয়টীকা হিসাবে শিরোধার্য করে একশ্রেণীর মুসলমান লেককদেরও উদ্বাহু নৃত্য করতে দেখা যায়।

অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্র সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল ভূদেব

www.pathagar.com

মুখোপাধ্যায় দ্বারা। তিনিই সর্বপ্রথম 'অঙ্গুরী বিনিময়' (১৮৫৭) রচনা করে 'শিবাজী রোসিনারায় প্রচার সঞ্চার, দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় অবস্থানকালে শিবাজী কর্তৃক রোসিনারার নিকট বিবাহ প্রস্তবা' ইত্যাদি উদ্ভট ঐতিহাসিক কাহিনী রচনার পথপ্রদর্শন করেন। তাঁকে অনুসরণ অন্যায় হবে না। কিন্তু এই কলংক-কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের উপর বঙ্কিমের মৃত্যুর সঙ্গে যবনিকাপাত ঘটেনি। দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ও আমাদের জাতীয় জীবনে 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সাম্প্রয়িকতার যে কর্দম-পঙ্কিল-ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হলো, অতঃপর তাঁর পদাংক অনুসরণ করে পণ্ডিত-অপণ্ডিত ও সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় সে আবর্তে পরমানন্দে অবহাগন করে আসছেন, লেখনী চালনা করে এবং দুঃখ এই যে, বিভাগোত্তর কালেও তার নিবৃত্তি হয়নি। কায্যে উপন্যাসে, নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে এ বিষম বিষক্রিয়া চলেছে নির্মমভাবে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকেও যখন এ আবর্তে অবগাহন করতে দেখি, তখন ক্ষোভ ও লজ্জায় স্বতঃই বেদনার্ত কণ্ঠে মুসলমান বলে ওঠে জুলিয়াস সীজারের মতো : Et to Brute! এ সম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ও 'শিবাজী উৎসর্গ' কবিতা পাঠ করে দেখতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি। কবিতাটি সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, এখানে নতুন কিছু না বলে রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত কাজী আবদুল ওদুদের জবানীতেই দেখাতে চাই তার কি বিক্রিয়া হয়েছিল:

> "বাংলায়ও এই 'শিবাজী-উৎসবের' সাড়া জাগে, বিশেষ করে সুবিখ্যাত 'দেশের কথা'র লেখক সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায়– প্রধানত তাঁরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত (!) 'শিবাজী' কবিতা রচনা করেন, পরে এই কবিতাটি তিনি প্রকান্তরে বর্জন করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদ 'শিবাজী-উৎসব' আন্দোলনের দ্বারা যে আরো শক্তিমন্ত হয় তা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেসেরও সেই ছোঁয়া লাগে– সেখানে 'গরম' দলের আবির্ভাব হয়। 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলন বাংলার (হিন্দু) স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট আবেগ সঞ্চার করেছিল– অবশ্য সে আবেগ মুখ্যত: হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবেগ।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিম বাংলা সরকার সংস্করণের ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৫)।

'দুরাশা' গল্পটি লেখা হয়েছিল বৈশাখ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দে, যখন হিন্দুজাতীয়তা উগ্ররূপ ধারণ করেছে। এবং এ গল্পটি পাঠ করে কাজী ইমদাদুল হক– সেই দিনে তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনেকের ভাল লাগত– সে দিনেও ক্ষোভে দুঃখে

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের যে সমালোচনা করেছিলেন 'বঙ্গের প্রিয় কবিতা তো এই কীর্তি' বলে, সে সমালোচনটি পড়তে পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বদ্রাওন কুমারী নবাবজাদী ব্রাহ্মণ সেনাপতি কেশরলালের প্রেমে অন্ধ হয়ে তাঁর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন এবং বাকী জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন ব্রাহ্মণ হতে।' অবশ্য তখন রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্রাহ্মধর্মে'র মহাত্ম্যে সমাহিত হয়েছেন। 'ব্রাহ্মণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণে' প্রবন্ধই লিখলেন 'ব্রাহ্মণ', ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে তত্ত্বজ্ঞান-সংবলিত বিষদ আলোচনা করে।

> "বঙ্গভঙ্গের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণে লিখিত 'গোরা' উপন্যাস (১৯০৯) খানিতে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতায় অঞ্জন চোখে মাখিয়া হিন্দুধর্মের বিকারগুলোকেও রমণীয় করিয়া দেখিয়াছিলেন।... তাঁহার সমস্ত কবিকল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা সমস্ত পরিতাপ তীব্র আবেগ, হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবের লুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ– তাহার দিকে অনিবার্য বেগে ধাবিত হইয়াছে।" (রবীন্দ্র জীবনী দ্রষ্টব্য, বাংলার জাগরণ-এ উদ্ধৃত, পৃ: ১৫৮)।

তাঁর কাঙ্ক্ষিত নবহিন্দুত্ব বা নব বর্ণশ্রম-ব্যবস্থা স্থাপিত হলো শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভারতের সনতান অধ্যাত্মবাদের পুনরুদ্ধার মানসে এবং ত্রিপুরার মহারাজ কুমার রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখলেন:

> "আমি ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই... বিদেশী স্বেচ্ছাতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যুশ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধন শ্রেয়: পরধর্মো ভয়াবহ।"

সেই স্বধর্মের একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথের এ কালীন মন-মানস কাজী আবদুল ওদুদের লেখনীতে এ রূপে পরিস্ফুট হয়েছে :

> "হিন্দুরে প্রাচীন বর্ণশ্রম ব্যবস্থার দিতে নতুন করে এইকালে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ব্রাহ্মদের যে সমাজ-সংস্কার চেষ্টা, বিশেষ করে নববিধান ও সাধারণ ব্রহ্মসমাজের, সেসব থেকে তিনি মুখ ফেরালেন।... তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো, ব্রহ্মরা হিন্দু ভিন্ন আর কিছু নয়; সমস্ত হিন্দু সমাজকে গণ্য করতে হবে দ্বিজসমাজ বলে, কায়স্থ, সুর্বণবণিক, সবাই দ্বিজ, কেবল সাঁওতাল কোলভিলরা দ্বিজসমাজের বাইরে। আর এই দ্বিজসমাজের শিরোভূষণ হবেন ব্রাহ্মণ তাঁর

www.pathagar.com

ত্যাগ চারিত্রিক শূচিতা ও অনির্বাণ জ্ঞান সাধনার জন্য।" (রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্য শিশির কুমার ঘোষ, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৭, পৃ: ৩৭-৭৬)।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে উগ্র হিন্দু জাতীয়তা বনাম সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবীজ রোপিত হয়েছিল বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কালক্রমে সেটি কী ভয়াবহ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষ দশক ও বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশকে হিন্দু সাহিত্যিক লিখিত উপন্যাস, নাটক ও কবিতাসমূহ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। "ইহাতে আমাদিগের নতুন করিয়া অশ্চর্যান্বিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কিছু নাই। কেননা ইহা শিক্ষিত হিন্দুর নির্পুণ লক্ষ্য অভ্যস্ত করক্ষিপ্ত একটি অন্যতম মুসলমান কলঙ্ক বিষগর্ভ অধ্যবসায়-শাণিত বঙ্গীয় হিন্দু প্রশংসা কিরণ প্রতিফলিত বিষজ্বালা পরিশোভিত তীব্র শর। এরূপ একখানি শরের উল্লেখ করা যেতে পারে দৃষ্টান্ত হিসাবে সেকালীন 'অতিজনপ্রিয়' নাটক মনোমোহন গোস্বামী রচিত শিবাজী বা সাজাদী রোশিনারা। ঠাকুরমার গল্পের মতো রোশিনারা আওরঙ্গজেবের কন্যা (ইতিহাসের মাথায় কি নির্লজ্জ পদাঘাত) শাপভ্রষ্ট স্বর্গীয় অপ্সরী এবং শিবাজীর প্রেম পাগলিনী; কিন্তু যবনী হইয়া জন্মিয়া ছিলেন অতএব পাদাঘাত, পতন ও মৃত্যু। গ্রন্থকার সেকালীন হিন্দু-মানস এরূপ নির্লজ্জভাবে ব্যক্ত করেছেন, এ গ্রন্থ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষ জ্বালাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। এরপর কিছু বলা অবান্তব।"

মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সাংস্কৃতিক রূপান্তর
আবদুল মওদুদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
পৃ: ৩৩৩-৩৪২ এবং ৩৪৫।

'আনন্দ মঠের আদর্শ'

[বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। আর দৈনিক আজাদে এই প্রবন্ধ লিখা হয় ১৯৩৬ সালে। এ থেকেই বুঝা যায় বঙ্কিমদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের প্রভাব সমাজে কিভাবে পড়েছিল, কতদিন অব্যাহত ছিল]

১৭ই কার্তিকের আজাদে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম ঃ

"এই উপলক্ষে কয়েকটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। বাংলার হিন্দু সমাজ আজ মোছলেম-বঙ্গের গুরুতর স্বার্থগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে

www.pathagar.com

সমর ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্বাচনের পর তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার ভেতরে ও বাহিরে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবেন, বাংলার মুসলমান যাহার ফলে হিন্দুর নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া নিজেরাই রোয়দাদ পরিবর্তনের প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে। বাংলায় আনন্দমঠের বাস্তব অভিনয় আরম্ভ হইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিতেও তাঁহাদের বিশিষ্ট নেতারা কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ, হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাই এখানে প্রবল হইয়া থাকিবে, অন্য কোন ধর্মের, সংস্কৃতির বা সাহিত্যের স্থান হিন্দুর এই পবিত্র আর্যাবর্তে হইতে পারিবে না বলিয়াও দাম্ভিকস্বরে ঘোষণা প্রচার করা হইতেছে। 'রবীন্দ্রনাথ হইতে রামচরণ গোয়ালারা পর্বন্ত' প্রত্যেক হিন্দুই আজ আনন্দমঠের আদর্শে আত্মহারা।"

আমাদের বিজ্ঞ সহযোগী বসুমতী, 'আনন্দমঠের আদর্শ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই মন্তব্যটা উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সহযোগী যে সব অসঙ্গত ও অসংলগ্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাদ দিয়া তাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আজ দুই একটা কথা নিবেদন করিব। সহযোগীর দীর্ঘ দুই কলমব্যাপী প্রবন্ধের সার কথা এই যে:

১। সাম্প্রদায়িক রোয়দাদে মুসলমান সমাজ যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের বিশেষ কোন উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, উহা ইংরাজের 'উচ্ছিষ্টকণা' মাত্র।

২। 'হিন্দুরা কুত্রাপি এমন কথা বাংলায় বলে নাই যে, এ দেশে মুসলমান ধর্মের বা সংস্কৃতির স্থান হইবে না।'

৩। আনন্দমঠের আদর্শ হইতেছে বাংলার ও বাঙালি সমাজের প্রকৃত ও অপরিহার্য আদর্শ।

আমরা সহযোগীর তৃতীয় মন্তব্যটি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করিব। সহযোগী তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমেই বলিতেছেন– 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শ এত দিন এ দেশের ইরাজ শাসকদিগেরই উৎকণ্ঠার কারণ ছিল; দেখিতেছি, এখন তাহা হিন্দুর সহিত সমান রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীর দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজেও সংক্রমিত হইয়াছে।' রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যাদি সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বাংলার মুসলমান সমাজের দুরবস্থা হিন্দুর সমান, কি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক, সে প্রশ্নের বিচার আজ করিতে যাইব না।

www.pathagar.com

সহযোগীকে এখানে শুধু এইটুকু জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আনন্দমঠের ভাষা ও আদর্শের প্রতিবাদ বাংলার মুসলমান দীর্ঘকাল হইতে অবিরামভাবে করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের রাজনৈতিক দিকটা এতদিন প্রবল হইয়া ওঠে নাই, নানা পারিপার্শ্বিক কারণে– প্রধানত তাহাদের জ্ঞান, চেতনা ও অনুভূতির অভাবে।

মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক জ্ঞান ও আত্মরক্ষার এই নতুন অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন– হিন্দু বঙ্গের বহু সম্মানলব্ধ প্রতিনিধি মি. বি, সি. চ্যাটার্জি মহাশয়, তাঁহার গোলটেবিলের বক্তৃতায়। সেখানে ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট জননায়ক এবং প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে তিনি বাংলার মুসলমানকে প্রকাশ্যভাবে আনন্দমঠী পরিকল্পনার ধমক দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বৃটিশ সরকারকে আশ্বাস দিয়া আরও বলেন যে, আনন্দমঠের মূল ইংরাজ নহে– মুসলমান। ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও চলে না। কারণ, আনন্দমঠেই এই সত্যটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সন্তান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপ্তান টমাসের যুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধের ফলে কাপ্তান সাহেব বাঙালি বীরদের দ্বারা পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সেই সময় নায়ক ভবানন্দ, কাপ্তান টমাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন–

> "কাপ্তান সাহেব! তোমায় মারিবনা, ইংরাজ আমাদের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানদের সহায় হইয়া আসিয়াছ?... ইংরাজের জয় হউক– আমরা তোমাদের সুহৃদ।"

সুতরাং আনন্দমঠের আদর্শে উৎকণ্ঠার নায্য কারণ ইংরাজ ও মুসলমানের মধ্যে কাহার কতটুকু আছে, তাহা বুঝিতে কাহাকেও বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না বলিয়াই আশা করি। সহযোগী বসুমতীর ন্যায় হিন্দু সমাজের প্রধান মুখপত্রগুলো আজও আনন্দমঠের আদর্শকেই বাঙালির, অর্থাৎ হিন্দু-বঙ্গের একমাত্র ও অপরিহার্য আদর্শ বলিয়া নির্দেশদানে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সুতরাং 'রবীন্দ্রনাথ হইতে রামচরণ গোয়ালা পর্যন্ত' প্রত্যেক হিন্দুই যে আজ আনন্দমঠের আদর্শে আত্মহারা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিতেছে না।

এই আনন্দমঠী পরিকল্পনার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার পরিচয় দেয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ হইতে কয়েকটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আনন্দমঠের অন্যতম পুরোহিত ভবানন্দ বলিতেছেন:

www.pathagar.com

"আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে নাই। ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন'ত প্রাণ পর্যন্ত যায়, এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?"

আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের নেতা স্বামী সত্যানন্দ তাঁহার নবদীক্ষিত শিষ্য মহেন্দ্রকে বুঝাইতেছেন:

"আমরা রাজন্য চাই না কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের ধক্ষংসে নিপাত করিতে চাই।"

সন্তান-সমাজের সম্মুখে জ্ঞানানন্দ বক্তৃতা দিতেছেন:

"আমরা অনেকদিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুদের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিব। এই শূয়রের খোয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। আজ সেদিন আসিয়াছে। ... চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলি গুঁড়ি করি। সেই শুকর নিবাস অগ্নি-সংযোগ করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেই... বল– হবে মুরারে মধুকৈটভারে।"

এই শ্রেণীর বক্তৃতার ফলে সন্তান-সমাজের সভায় যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে, পাঠকগণ তাহারও একটু নমুনা গ্রহণ করুন:

'তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চিৎকার করিতে লাগিল– মার, মার নেড়ে মার। কেহ বলে, ভাই এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব।'

অবশেষে আনন্দমষী আদর্শের পূর্ণ জয়-জয়কার। তখন গ্রামের হিন্দুরা সব দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদের পাড়ায় প্রবেশ করে, তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠ করিতে থাকে। অনেক যবন নিহত হয়, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া হরিনাম আরম্ভ করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'মুই হেঁদু। মুসলমানেরা আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে– 'আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর কোরান শরীফ বেবাক কি ঝুটো হলো'– ইত্যাদি।

ইহাই আনন্দমঠের পূর্ণ আদর্শ ও সত্য আদর্শ। বাংলার মুসলমান এই আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে, এরূপ আশা যাঁহারা আজও পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, আত্মপ্রবঞ্চিত এবং অতি শোচনীয়ভাবে অদূরদর্শী। প্রতিবেশীর সমস্ত প্রেম ও সখ্য তাহারা হিন্দুকে দিতে চিরকালই প্রস্তুত আছে এবং

www.pathagar.com

ভবিষ্যতেও থাকিবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দমঠী আদর্শকে দলিত, মথিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া অগ্রসর হওয়াই হইবে নবজাগ্রত মোছলেম-বঙ্গের প্রধানতম কর্তব্য।

উপসংহারে নিবেদন, সাম্প্রদায়িক রোয়দাদে যদি মুসলমানের কোন উপকারই না হইয়া থাকে, আর প্রকৃতপক্ষে উহা যদি ইংরাজ-সরকারের উচ্ছিষ্টকণা মাত্র হয়, তাহা হইলে সেই নগণ্য উচ্ছিষ্টকণার শোকে-সন্তাপে তাঁহারাই-বা এতটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন কেন? আর যবনের আপোষের ব্যাপার, তাহারা ভাল মনে করে, করিতে থাকুক। যাহাতে মুসলমানের বিশেষ কোন লাভ নাই, তাহাতে তাদেরও বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তবুও কোটি কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রতি মুহূর্তে ভারি করিয় তোলা হইতেছে, ইহার কারণ কি?

সহযোগী দ্বিতীয় দফার উত্তর না দিয়া পাঠকগণকে তাহার ভাষাটা আর একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এ দেশে মুসলমান ধর্মের বা সংস্কৃতির স্থান হইবে না– 'এমন হিন্দুরা কুত্রাপি বাঙ্গালার বলেন নাই।'

'কুত্রাপি বাঙ্গলার মধ্যে যে ন্যায়ের ফাঁকি লুকাইয়া আছে, হিন্দু মহাসভার ও হিন্দু সম্মেলনের গত লাহোর অধিবেশনের পর তাহার বিশ্লেষণ না করিলেও চলিবে।'

দৈনিক আজাদ
৭ নভেম্বর ১৯৩৬, ২১ কার্তিক
সম্পাদকীয়-১ম, পৃষ্ঠা-৫

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ভাই গিরিশচনন্দ্র সেন

"উদ্ধৃত করা যায় একজন মহাপ্রাণ বাঙালি হিন্দুর অভিমত, যার দৃষ্টিভঙ্গি স্বার্থের ধুম্রজালে বিভ্রান্ত হয়নি, এবং বহু বছর পূর্ব বাংলায় বাস করে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে নিজের 'আত্মজীবনীতে বলেছেন:

> "আমি বঙ্গভঙ্গ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস, এতদ্বারা পশ্চাদপদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্যস্থান হইতে চলিল, পূর্ববঙ্গবাসীদিগের

www.pathagar.com

অর্থগমনের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্যালয় সকল স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আসাম প্রদেশও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে।"

'An Advanced History of India'
Sir John Marshall, page-403

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে অক্সফোর্ড হিষ্টরি

এবার একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, যিনি পূর্ব বাংলার মানুষকে এই বিভাগক্ষণে দেখে বলেছিলেন, তাদের এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারে, তাঁর বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে :

"আগেকার বঙ্গদেশ এতো বহুদায়তন ছিল যে, একটি প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অত্যন্ত গুরুভার বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল এবং এর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চাদপদ ছিল বলে প্রদেশের সাধারণ অগ্রগতির সাথে তাল রক্ষা করতে পারছিল না। সংবাদপত্রও পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কাজেই এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি আকৃষ্ঠ হয়নি। বস্তুত বঙ্গ বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল, দ্বি-বিধ : প্রথমত বঙ্গদেশের বাড়তি অংশটি কেটে নিয়ে এর অবাঞ্ছিত গুরুভার লাঘব করা। দ্বিতীয়ত এর জন্য একটি স্থানীয় বলিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা– যাতে করে পূর্ব বাংলার স্বার্থ অধিকতর নিষ্ঠার সাথে রক্ষিত হয় ও এর সাধারণ অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় বৈশম্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেই বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ও গৃহীত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি উত্থাপিত করা হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, যেসব আচার-ব্যবহার রীতিনীতি একটি প্রাচীন প্রদেশকে পুরাতন বন্ধনডোরে বেধে রেখেছিল, এই ব্যবস্থার দ্বারা সেগুলোকে ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রদেশটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছে। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য মাত্র জ্ঞানও যাঁর আছে, তাঁর কাছেই এ যুক্তির অসারতা ধরা পড়বে। মুসলমান শাসনামলে বঙ্গদেশে কোন ঐক্য এবং এর দীর্ঘস্থায়ী কোন আয়তন ছিল না। পর পর যেসব সুবেদার এ দেশ শাসনের ভার পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই রাজধানীও পরিবর্তন করেছেন। তাই শুধু নয়– তৎকালে এ

www.pathagar.com

প্রদেশ যেভাবে গঠিত ছিল, তার সাথে বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের কোন সাদৃশ্যই নেই। সে যুগে প্রায়শই বিহার ও উড়িশ্যার জন্য সরাসরি দিল্লী থেকে পৃথকভাবে সুবেদার নিযুক্ত করা হতো। ছোট নাগপুর ও দামন-ই-কোহ, তখনো প্রকৃতপক্ষে নায়েব-নাযিমদের (Deputy Governor) অধীনে ক্রমাগত বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের উপরে ছিলেন সুবেদার। একজন লেফটন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার আকার বা গঠনবিন্যাস সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একটি হাল-আমলের পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনা বৃটিশ শাসনকাল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাবে কার্যকরী করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার ঐ অবয়বের বয়স ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের দিনে একশত বছরেরও অনেক কম।

বস্তুত বাংলা বিভাগ সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের অভিনন্দন লাভ করেছে। এর দ্বারা যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের প্রভূত কল্যাণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমাগণ নিরতিশয় অজ্ঞ এবং পশ্চাদপদ। আধুনিক অবস্থার সাথে হিন্দুরা যেমন তড়িতগতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা তারা পারেনি বা সে দিকে কোন আগ্রহও দেখায়নি। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই হিন্দুদের হাতে। আন্দোলনের কুশলতা জানা না থাকায় ও নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কিভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসিন থাকার ফলে অপরিহার্যরূপে মুসলমানেরা পিছনে পড়ে থাকে। এখন এই নয়া প্রদেশে তারা হবে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রদেশের আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গমাইল। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ নবগঠিত প্রদেশটিতে তারা স্থানীয় শাসকদের কাছে পূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে।

'An Oxford History of India
Page-758-759

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে হিন্দু ঐতিহাসিক মিশ্র

হিন্দু ঐতিহাসিক মিশ্র বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে বলেছেন,

"এ বিষয়ে কার্জন প্রশাসনিক বিবেচনায় চালিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। ইউরোপীয় প্লান্টারদের দুর্ব্যবহারে এবং তাদের কারণে বিচারে তারতম্য হওয়ায় তিনি উত্যক্ত হয়ে ১৯০২ সালে একটি পুলিশ কমিশন

www.pathagar.com

গঠন করেন সংস্কারের নীতি নির্ধারণের জন্যে। কমিশন সুপারিশ করে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার চেষ্টা করার। বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ বহু দশক ধরে অবহেলা পাচ্ছে, এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের নিরাপত্তা হেতু এসব ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পুলিশ ব্যবস্থা একেবারে অকিঞ্চিৎকর– এসব দিকে দৃষ্টিপাত করে কার্জন দুটি কাজ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে শাসনকর্ম আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করেন এবং শাসন সৌকর্যের হেতু প্রদশটি দুভাগ করেন। কিন্তু এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থে দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সকলেই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল; বিশেষ তখন বিধানসভাগুলোর সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীতচক্ষে দেখলো, উভয় বাংলার বিধানসভায় তারা একেবারে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে– পূর্ব বাংলার অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিম বাংলার বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা। এজন্যে তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠল।"

Curzon on Hamilton, Misra.

বঙ্গভঙ্গ রোধে হিন্দু সন্ত্রাসের শুরু

"বাংলার মাটিতে ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে সন্ত্রাসবাদের বীজ রোপিত হয়, তার উল্লেখযোগ্য পরিণতিতে দেখা যায় 'মানিকতলা বোমার আড্ডা' এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধৃত করে সরকার কৃর্তক ১৯০৮ সালে বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলার সৃষ্টি। বিচার শেষে অন্যান্য আসামীসহ বারীন্দ্র সাত বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অরবিন্দ সন্দেহের অবকাশে মুক্তি লাভ করেন।

বাংলা থেকে সন্ত্রাসবাদ বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সকল সময়ে সন্ত্রাসবাদ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ও বিস্ফোরণপ্রবণ। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৮৬ জন সন্ত্রাসাবাদী বিচারে দণ্ডলাভ করে। তাদের মধ্যে ১৬৫ জন ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায়ের; আবার ১৫২ ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। কৃতি হিসাবে দণ্ডিত ১৮৬ জনের ৬৮ জন ছাত্র, ১৬ জন শিক্ষিত, ৪২ জন ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

জোতদার, ৭০ জন কেরানীসহ সরকারি কর্মচারী, ৭ জন ডাক্তার ও কম্পউন্ডার, ৫ জন সাংবাদিক, বাকী ২৭ জনের কোনও নির্দিষ্ট জীবিকা ছিল না। তাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। উল্লেখযোগ্য যে, তাদের সকলেই হিন্দু। (Oxford History of India, Page 782)

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ আজন্ম ব্রহ্মচারী ও নিরামিষভোজী ডক্টর স্যার প্রফুল্লচন্দ রায় সন্ত্রাসবাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ডক্টর ছিলেন, এবং বোমা-প্রস্তুতের কার্যকারিতায় বিশ্বাসীও ছিলেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতির নায়ক পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে তিনি গোপনে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের বিশ্বস্ত ছাত্রদের দিয়ে বিস্ফোরক অস্ত্রাদি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর অরবিন্দ তো এ বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিলেন যে, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন কারণে ডাকতি করায় কোন নৈতিক অপরাধ হয় না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণ রাজনৈতিক হত্যা ততটা দূষণীয় চক্ষে না দেখলেও রাজনৈতিক ডাকাতির সমর্থন কখনও করেনি।

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্গাতা গান্ধীর ১৯২০ সালে কংগ্রেসে আবির্ভাবের পর সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন অনেকখানি ভাঁটা পড়ে। চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, প্রকাশ্যে লুণ্ঠন, নির্বিকার ও নির্বচারে খুনজখম প্রভৃতি কাজের দরুণ সন্ত্রাসবাদ কখনও সাধারণ মানুষ কর্তৃক সমর্থিত হয়নি, এবং সশস্ত্র বিপ্লবে নিযুক্ত বাঙালি সন্তানের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতিশীল হলেও তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ কোন স্তরে জনগণের অনুমোদন লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথও 'চায় অধ্যায়' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাদের কার্যকলাপ, প্রচারণা, সংগঠন শক্তি, গুপ্তশব্দ সংকেত এবং গুপ্তভাবে অর্থ অস্ত্রাদি চলাচলের ক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করলে 'ওহাবী' চিহ্নিত উনিশ শতকের মুসলিম সশস্ত্র জেহাদীদের কথাই স্মরণে আসে। কারণ এসব ক্রিয়াকর্মে দুটি দলে অনেক মিল আছে যা থেকে নিরাসক্ত মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে– জেহাদীদের আদর্শের অনুকরণ করে বিশ শতকের বাঙালি হিন্দু সন্ত্রাসবাদ সংগঠিত হয়েছিল কিনা। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, জেহাদীদের কর্মধারা ছিল সাধারণ মানুষের অপরাধ ও পাপাচারবোধের সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখে এবং তাদের সব প্রচেষ্টাই ছিল প্রকাশ্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে। ডাকাতি, গুপ্ত খুনজখম, অর্থ লুণ্ঠন প্রভৃতি কর্ম ছিল জেহাদীদের স্বপ্নেরও

www.pathagar.com

অগোচর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ ছিল রাশিয়ার বৈপ্লবিক নীতির অনেকটা অনুসারী। যেসব দলিলপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে রাশিয়ার পঞ্চাশ বছরব্যাপী দীর্ঘ বিপ্লবের পূর্ণ বিবরণ, রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের কর্মসূচি– যার অন্তর্গত ছিল ডাকাতি ও গুপ্ত খুন– প্রভৃতির বর্ণনা মেলে, এবং এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাশিয়ার বিপ্লব ও কর্মপন্থা ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ ছিল এবং অনুপ্রেরণা লাভের উৎস ছিল। (History of freedom movement, R.C. Majumdar, Page-474)

এখানে উল্লেখ্য, বাঙালি সন্ত্রাসবাদের ধর্মীয় দিকটা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শক্তি সংহারিণী দেবী কালীর নিকট মাথায় গীতা ও তরবারী ধারণ করে শপথ গ্রহণ। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, সন্ত্রাসবাদীরা ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে পূর্ণ বিশ্বাসী। এজন্যেও সাধারণ মানুষ তাদের ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয়নি। আর এ কথা বলার দরকার হয় না যে, বাংলার সন্ত্রাসবাদে মুসলমান ছিল না, এমন কি মুসলমানকে গ্রহণ করাও দলের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। এসব কারণমূলে সন্ত্রাসবাদ দ্বারা সারা ভারতের এই দুটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানটা আরও বিস্তৃত ও বিদ্বেষাত্মক হয়ে উঠেছিল। (R.C. Majumdar, Page 480-482)

শিক্ষিত বর্ণহিন্দুদের এ কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য: 'রাজার বরদান হিসেবে ১৯১১ সালে বাংলা বিভাগ রদ হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের সস্ত্রীক ভারত আগমন উপলক্ষে যে দরবার হয়, সে দরবারে তিনটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়: প্রথম বঙ্গভঙ্গ রদ, দ্বিতীয় বাংলা প্রদেশটি একজন গর্বনরের শাসনাধীন করা, এবং তৃতীয় কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর করা। প্রথমটিতে কলকাতাবাসী 'ভদ্রলোকেরা' যেমন উল্লাসিত হয়েছিল, তেমনই তৃতীয়টিতে অনেকটুকু ক্ষুণ্ন হয়েছিল। অবশ্য 'নাকের বদলে নরুণ' লাভ হলেও এ অস্ত্র দিয়ে আরও কিছুকাল হিন্দুর জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও তার ফলে পূর্ববাংলাকে শোষণ কর্মটার অবাধ অধিকার লাভ করা কলকাতার পক্ষে কম লাভ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সুবিধাবাদী নীতির আর এক দফা প্রমাণ পাওয়া গেল, স্বার্থের গরজে ন্যায়নীতিকে কিরূপে নির্লজ্জভাবে জলাঞ্জলি দিতে হয়। পূর্ব বাংলার ভাগ্যোন্নয়ন এভাবে আরও পয়ত্রিশ বছরের অধিককাল স্থগিত হয়ে গেল ভাগ্যচক্রের কঠোর লীলায়।

www.pathagar.com

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উনিশ শতকের শেষে জেহাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়, উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সক্রিয় সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও ইংরেজদের কঠোর হস্তে দলনের জন্য। তবু সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, সীমান্ত স্থিত মুজাহিদ-বসতিতে টাকাকড়ি ও মুজাহিদ আমদানি কোনকালে বন্ধ হয়ে যায়নি। ১৯১৪ সালের বিশ্বসমর চলাকালে তুরস্ক ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মুজাহিদদের মধ্যে নবজাগরণ লক্ষিত হয়। ১৯১৫ সালে সীমান্তে কয়েকবার সংর্ঘষ বাধে, তার মধ্যে রুস্তম ও শবকদর এলাকার যুদ্ধ তীব্র ছিল। যুদ্ধশেষে কালো পোশাক পরিহিত ১২ জন জেহাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উক্ত সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের ১৫ জন যুবছাত্র এবং পেশোয়ার ও কোহাটের আরও অনেক ছাত্র মুজাহিদদের সঙ্গে যোগ দেয়; পরে তারা কাবুলে যাত্রা করে। ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে দেখা যায়, রংপুর ও ঢাকা জেলার ৮ জন মুসলমান সীমান্তের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। উক্ত দলের মার্চ মাসে দুজন বাঙালি মুসলমান মুজাহিদ শিবিরে ৮০০০ টাকা গোপনে বহন করার সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক ঘাঁটিতে ধরা পড়ে।

Oxford History of India
Page, 959

এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলমান জাতির এক অংশ তখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত ছিল। জেহাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাড়াও আর একদল মুসলমান বিদেশী রাষ্ট্র কাবুলে ও তুরস্কের সহায়তায় ইংরেজ বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করতো। তাদের নেতা ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার মওলানা ওবায়দুল্লাহ এবংতাঁর সহকর্মী ছিলেন মওলানা মাহমুদুল হাসান। তারা হিজাযে ও কাবুলে উপ-মহাদেশীয় মুসলিম প্রবাসীদের নেতৃত্বে দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করতেন এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ছিলেন তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ষড়যন্ত্রের কয়েকখানি চিঠি সিন্ধের একজন মুজাহিদ নেতার নিকট প্রেরিত হয়েছিল। চিঠিগুলো পরিচ্ছন্ন ফারসিতে হলদে রঙের রেশমি কাপড়ে লেখা এবং জামার ভিতরে অতি প্রচ্ছন্নভাবে সিলাই করা ছিল। কিন্তু চিঠিগুলো ধরা পড়ে ও বিখ্যাত 'রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র' ফাঁস হয়ে যায়। এসব বিবরণ থেকে প্রমাণ হয়, প্রথম বিশ্বসমর চলাকালে একদল উপ-মহাদেশীয় মুসলমান তুরস্ক, হিজাজ ও কাবুলের সাহায্যে এ দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। (Sedition.com report, P-174)

'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতিক রূপান্তর'
আব্দুল মওদুদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন
পৃঃ ১৯৪-১৯৭

www.pathagar.com

কোলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে শেখ মুজিবের অভিজ্ঞতা

"২৯ জুলাই জিন্নাহ সাহেব অল ইন্ডিয়া মুসিলম লীগ কাউন্সিল সভা বোম্বে শহরে আহক্ষান করলেন। অর্থের অভাবের জন্য আমি যেতে পারলাম না। জিন্নাহ সাহেব ১৬ আগস্ট তারিখে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' ঘোষণা করলেন। তিনি বিবৃতির মারফত ঘোষণা করেছিলেন, শন্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালন করতে। বৃটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি এটা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর। কোন রকম বাধাই তারা মানবে না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন।

আমাদের আবার ডাক পড়ল এই দিনটা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য। হাশিম সাহেব আমাদের নিয়ে সভা করলেন। আমাদের বললে, তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, বৃটিশের বিরুদ্ধে, আসুন আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করি। আমরা গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বের হয়ে পড়লাম। হিন্দু মহল্লায় ও মুসলমান মহল্লায় সমানে প্রপাগাণ্ডা শুরু করলাম। অন্য কোন কথা নাই, 'পাকিস্তান' আমাদের দাবি। এই দাবি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, বৃটিশের বিরুদ্ধে। ফরোয়ার্ড বস্নকের কিছু নেতা আমাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি শুনে মুসলিম লীগ অফিসে এলেন এবং এই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে পালন করা যায় তার প্রস্তাব দিলেন। আমরা রাজি হলাম। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রপাগাণ্ডার কাছে তারা টিকতে পারল না। হিন্দু সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিল এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনিও বলে দিলেন, 'শান্তি পূর্ণভাবে যেন এই দিনটা পালন করা হয়। কোন গোলমাল হলে মুসিলম লীগ সরকারের বদনাম হবে।' তিনি ১৬ই আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করলেন। এতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা আরও ক্ষেপে গেল।

১৫ই আগস্ট কে কোথায়, কোন এরিয়ায় থাকবে ঠিক হয়ে গেল। ১৬ই আগস্ট কলকাতার গড়ের মাঠে সভা হবে। সমস্ত এরিয়া থেকে শোভাযাত্রা করে জনগসাধারণ আসবে। কলকাতার মুসলমান ছাত্ররা ইসলামীয়া কলেজ

www.pathagar.com

সকাল ১০টায় জড়ো হবে। আমার উপর ভার দেওয়া হল ইসলামিয়া কলেজে থাকতে। শুধু সকাল ৭টায় আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব মুসিলম লীগের পতাকা উত্তোলন করতে। আমি ও নূরুদ্দিন সাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলাম। পতাকা উত্তোলন করলাম। কেউই আমাদের বাধা দিল না। আমরা চলে আসার পর পতাকা নামিয়ে ছিড়ে ফেলে দিয়েছিল শুনেছিলাম। আমরা কলেজ স্ট্রিট থেকে বউবাজার হয়ে আবার ইসলামিয়া কলেজে ফিরে এলাম কলেজের দরজা ও হল খুলে দিলাম। আর যদি আধা ঘণ্টা দেরি করে আমরা বউবাজার হয়ে আসতাম তবে আমার ও নূরুদ্দিনের লাশও আর কেউ খুঁজে পেত না। ভাবসাব যে খারাপ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যখন ফিরে আসি। নূরুদ্দিন আমাকে কলেজে রেখে লীগ অফিসে চলে গেল। বলে গেল, শীঘ্রই ফিরে আসবে।

বেকার হোস্টেল থেকে মাত্র কয়েকজন কর্মী এসে পৌছছে। আমি ওদের সভাকক্ষ খুলে টেবিল চেয়ার ঠিক করতে বললাম। কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী মন্নুজান হোস্টেল থেকে ইসলামিয়া কলেজ এসে পৌছেছেন। এরা সকলেই মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে হাজেরা বেগম (এখন হাজেরা মাহমুদ আলী) হালিমা খাতুন (এখন নূরুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী), জয়নাব বেগম (এখন মিসেস জলিল), সাদেকা বেগম (এখন সাদেকা সামাদ) তাদের নাম আমার মনে আছে। এরা ইসলামিয়া কলেজ পৌছার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত দেহে কোনমতো ছুটে এসে ইসলামিয়া কলেজে পৌছেছে। কারও পিঠে ছোরা আঘাত, কারও মাথা ফেটে গেছে। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কারণ, এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েরা এগিয়ে এসে বললেন, 'যারা জখন হয়েছে, তাদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পানি বন্দোবস্ত করেন।' কোথায় এরা কাপড় পাবে ব্যান্ডেজ করতে? যার যার ওড়না ছিঁড়ে, শাড়ি কেটে ব্যান্ডেজ করতে শুরু করল। কাছেই হোস্টেল, তাড়াতাড়ি খবর দিলাম। এদের ব্যান্ডেজ করেই একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলাম।

একজন ছাত্র বলল, দল বেঁধে আসলে হিন্দুরা আক্রমণ করছে না, তবে একজন দু'জন পেলেই আক্রমণ করছে। আরও খবর এল, রিপন কলেজে ছাত্ররা পতাকা উত্তোলন করতে গেলে তাদের ওপর আক্রম হয়েছে।

ইসলামিয়া কলেজের কাছেই সুরেন ব্যানার্জি রোড, তারপরেই ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্কয়ারের জংশন। এখানে সকলেই প্রায় হিন্দু বাসিন্দা।

www.pathagar.com

আমাদের কাছে খবর এল, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মসজিদে আক্রমণ হয়েছে। ইসলামিয়া কলেজের দিকে হিন্দুরা এগিয়ে আসছে। কয়েকজন ছাত্রকে ছাত্রীদের কাছে রেখে, আমরা চল্লিশ পঞ্চাশজন ছাত্র প্রায় খালি হাতেই ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত গেলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহামঙ্গামা কাকে বলে এ ধারণাও আমার ভাল ছিল না। দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমণ করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। তাঁর পিছে ছুটে আসছে একদল লোক লাঠি ও তলোয়ার হাতে। পাশেই মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছিল। কয়েকজন লোক কিছু লাঠি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। হিন্দুরা আমাদের সামনা সামনি এসে পড়েছে। বাধা দেয়া ছাড়া উপায় নাই। ইট পাটকেল যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণের মোকাবিলা করে গেল। আমরা সব মিলে দেড় শত লোকের বেশি হব না। কে যেন পিছন থেকে এসে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কয়েকখানা লাঠি দিল। এর পূর্বে শুধু ইট দিয়ে মারামারি চলছিল। এর মধ্যে একটা বিরাট শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল। এদের কয়েক জায়গায় বাধা দিয়েছে, রুখতে পারে নাই। তাদের সকলের হাতেই লাঠি। এরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করল। কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুরা ফিরে গেল, আমরা ফিরে এলাম। পুলিশ কয়েকবার এসে এর মধ্যে কাঁদানো গ্যাস ছেড়ে চলে গেছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। এখন সমস্ত কলকাতায় হাতাহাতি মারামারি চলছে। মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, এ কথা আমি বলতে পারি।

আমরা রওয়ানা করলাম গড়ের দিকে। এমনই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। লাখ লাখ লোক সভায় উপস্থিত। কালীঘাট, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার সকল জায়গায় শোভাযাত্রার ওপর আক্রামণ হয়েছে। শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন এবং তাড়াতাড়ি সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কিন্তু যাদের বাড়ি বা মহল্লা হিন্দু এরিয়ার মধ্যে তারা কোথায় যাবে? মুসলিম লীগ অফিস লোকে লোকারণ্য। কলকাতা সিটি মুসলিম লীগ অফিসেরও একই অবস্থা। বহু লোক জাকারিয়া স্ট্রিটে চলে গেল। ওয়েলেসলী, পার্ক সার্কাস, বেনিয়া পুকুর এরিয়া মুসলমানদের এরিয়া বলা চলে। বহু জখম হওয়া লোক এসেছে; তাদের পাঠাতে হয়েছে মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল ও ইসলামিক হসপিটালে। মিনিটে মিনিটে টেলিফোন আসছে, শুধু একই কথা, 'আমাদের বাঁচাও, আমরা আটকা

www.pathagar.com

পড়ে আছি। রাতেই আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষ হয়ে যাব।' কয়েকজন ফোনের কাছে বসে আছে, শুধু টেলিফোন নাম্বার ও ঠিকানা লিখে রাখবার জন্য। লীগ অফিস রিফিউজি ক্যাম্প হয়ে গেছে, ইসলামিয়া কলেজও খুলে দেয়া হয়েছে। কলকাতা মাদরাসা যখন খুলতে যাই, তখন দারোয়ান কিছুতেই খুলতে চাইছে না। আমি দৌড়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলে তিনি নিজেই এসে হুকুম দিলেন দরজা খুলে দিতে। আশপাশ থেকে কিছু লোক কিছু কিছু খবর দিতে লাগল। বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল পূর্বেই ভরে গেছে। এখন চিন্তা হল টেইলর হোস্টেলের ছেলেদের কি করে বাঁচাই। কোন কিছুই জোগাড় হচ্ছে না। কিছু ছাত্র দুপুরে চলে এসেছে। কিছু আটকা পড়েছে। বিল্ডিংটা এমনভাবে ছিল যে, একটামাত্র গেট। চারপাশে হিন্দু বাড়ি, আগুন দিলে সমস্ত হিন্দু মহল্লা শেষ হয়ে যাবে। রাতে কয়েকবার গেট ভাঙবার চেষ্টা করেছে, পারে নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ধরতে পারছি না। ফোন করলেই খবর পাই লালবাজার আছেন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার। নূরুদ্দিন অনেক রাতে একটা বড় গাড়ি ও কিছু পুলিশ জোগাড় করে তাদের উদ্ধার করে আনার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক হিন্দু তালতলায়, ওয়েলেসলী এরিয়ায় ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক গোপনে আমাদের সাহায্য চাইল। অনেক কষ্টে কিছু পরিবারকে আমরা হিন্দু এরিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হলাম, বিপদ মাথায় নিয়ে। বেকার হোস্টেলের আশপাশে কিছু কিছু হিন্দু পরিবার ছিল, তাদেরও রক্ষা করা গিয়েছিল। এদের সুরেন ব্যানার্জি রোডে একবার পৌঁছে দিতে পারলেই হয়।

আমি নিজেও খুব চিন্তামুক্ত ছিলাম। কারণ, আমরা ছয় ভাইবোনের মধ্যে পাঁচজনই তখন কলকাতা ও শ্রীরামপুরে। আমার মেজোবোনের জন্য চিন্তা নাই, কারণ সে বেনিয়া পুকুরে আছে। সেখানে এক বোন বেড়াতে এসেছে। এক বোন শ্রীরামপুরে ছিল। একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের ম্যাট্রিক পড়ে। একেবারে ছেলেমানুষ। একবার মেজো জনের বাড়ি, একবার আমার ছোটবোনের বাড়ি এবং মাঝে মাঝে আমার কাছে বেড়িয়ে বেড়ায়। কারো কথা বেশি শোনে না। খুবই দুষ্ট ছিল ছোটবেলায়। নিশ্চয়ই গড়ের মাঠে এসেছিল। আমার কাছে ফিরে আসে নাই। বেঁচে আছে কি না কে জানে! শ্রীরামপুরের অবস্থা খুবই খারাপ। যে পাড়ায় আমার বোন থাকে, সে পাড়ায় মাত্র দুইটা ফ্যামিলি মুসলমান।

কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার

www.pathagar.com

পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়বহ দৃশ্য! মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়! এক এক করে খবর নিতে চেষ্টা করলাম। ছোট ভগ্নিপতি হ্যারিসন রোডে টাওয়ার লজে থাকে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেজের গাড়িতে গিয়ে খবর নিলাম, সে নাই। আমার সবচেয়ে ছোট ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'নাসের ভাই ১৬ই আগস্ট আমার এখানে এসেছিল, থাকতে বললাম থাকল না, আমিও জোর করলাম না। কারণ আমার জায়গাটাও ভাল না। আমাদের পালাতে হবে।'

তারপরে আর খোঁজ নাই, কি করে খবর নিই! লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে রিফিউজিদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দোতলায় মেয়েরা, আর নিচে পুরুষরা। কর্মীদের ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আমাকেও মাঝে মাঝে তাকতে হয়। মুসলমানদের উদ্ধার করার কাজও করতে হচ্ছে। দু'এক জায়গায় উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদেরও উদ্ধার করে হিন্দু মহল্লায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে, মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন ১৬ই আগস্ট মুসলমানরা ভীষণভাবে মার খেয়েছে। পরের দুই দিন মুসলমানরা হিন্দুদের ভীষণভাবে মেরেছে। পরে হাসপাতালের হিসাবে সেটা দেখা গিয়েছে।

এদিকে হোস্টেলগুলোতে চাউল, আটা ফুরিয়ে গিয়েছে। কোন দোকান কেউ খোলে না, লুট হয়ে যাবার ভয়েতে। শহীদ সাহেবের কাছে গেলাম। কি করা যায়? শহীদ সাহেব বললেন, 'নবাবজাদা নসরুল্লাহকে (ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ সাহেবের ছোট ছাই, খুব অমায়িক লোক ছিলেন, শহীদ সাহেবের ভক্ত ডেপুটি চিফ হুইপ ছিলেন) ভার দিয়েছি, তার সাথে দেখা কর।' আমরা তাঁর কাছে ছুটলাম। তিনি আমাদের নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে গেলেন এবং বললেন, 'চাউল এখানে রাখা হয়েছে তোমরা নেবার বন্দোবস্ত কর। আমাদের কাছে গাড়ি নাই মিলিটারি নিয়ে গিয়েছে প্রায় সমস্ত গাড়ি। তবে দেরি করলে পরে গাড়ির বন্দোবস্ত করা যাবে।' আমরা ঠেলাগাড়ি আনলাম, কিন্তু ঠেলবে কে? আমি, নূরুদ্দিন ও নূরুল হুদা (এখন ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার) এই তিনজনে ঠেলাগাড়িতে চাউল বোঝাই করে ঠেলতে শুরু করলাম। নূরুদ্দিন সাহেব তো 'তালপাতার সেপাই'– শরীরে একটু বল নাই। আমরা তিনজনে ঠেলাগাড়ি করে বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট

www.pathagar.com

হোস্টেঠে চাউল পৌছে দিলাম। এখন কারমাইকেল হোস্টেলে কি করে পৌছাই' অনেক দূর, হিন্দু মহল্লা পার হয়ে যেতে হবে। ঠেলাগাড়িতে পৌছান সম্পূর্ণ অসম্ভব। নূরুদ্দিন চেষ্টা করে একটা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি জোগাড় করে আনল। আমরা তিনজন কিছু চাল নিয়ে কারমাইকেল হোস্টেলে পৌছে ফিরে আসলাম।

শ্রীরামপুরে কোনো গোলমাল হয় নাই শুনলাম, কিন্তু নাসের কোথায়? লোক পাঠালাম শ্রীরামপুরে খবর আনতে। দাঙ্গা ও লুটতরাজ একটু বন্ধ হয়েছে। নাসের কলকাতায় এসেছিল ১৬ই আগস্ট। হ্যারিসন রোডে এসে বিপদে পড়ে। তারপর একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে উঠে জীবনটা বাঁচায়। নাসেরের একটা প ছোটকালে টাইফয়েড হয়ে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়। সেই পা দেখিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়ে। দিনভর এ্যাম্বুলেন্সে থাকে, সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে শ্রীরামপুর যায়। ট্রেনে তিন ঘণ্টা লাগে। কয়েকবার ট্রেনে আক্রমণ হয়েছে। কোনোমতে বেঁচে গিয়েছে। একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়াপড়শীকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। মুসলিম লীগ অফিসে যেসব টেলিফোন আসত, তার মধ্যে বহু টেলিফোন হিন্দুরাই করেছে। তাদের বাড়িতে মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে, শীঘ্রই এদের যেতে বলেছে, নতুবা এরাও মরবে, আশ্রিত মুসলমানরাও মরবে।

একদল লোককে দেখেছি দাঙ্গাহাঙ্গামার ধার ধারে না। দোকান ভাঙছে, লুট করছে, আর কোন কাজ নাই। একজনকে বাধা দিতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। আমাকে আক্রমণ করে বসেছিল। কারফিউ জারি হয়েছে, রাতে কোথাও যাবার উপায় নাই সন্ধ্যার পরে কোন লোক রাস্তায় বের হলে আর রক্ষা নাই। কোন কথা নাই, দেখামাত্র শুধু গুলি। মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলে দেয়। এমনকি জানালা খোলা থাকলেও গুলি করে। ভোরবেলা দেখ যেত অনেক লোক রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোন কথা নেই শুধু গুলি।

একবার আমার ও সিলেটের মোয়াজ্জেম চৌধুরীর (এখন কনভেনশন মুসলিম লীগের এমএনএ) উপর ভার পড়েছে রাতে পার্ক সার্কাস ও বালিগঞ্জের মাঝে একটা মুসলমান বস্তি আছে– প্রত্যেক রাতেই হিন্দুরা

www.pathagar.com

আক্রমণ করে– তাদের পাহারা দেয়ার জন্য। কারণ, বন্দুক চালানোর লোকের নাকি অভাব। আমি ও মোয়াজ্জেম বন্দুক চালাতে পারতাম। আমার ও মোয়াজ্জেমের বাবার বন্দুক ছিল। আমরা গুলি ছুঁড়তে জানতাম।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় খবর এল মিল্লাত অফিস থেকে ঐ এলাকায় যাবার জন্য আমরা রওয়ানা করে তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগলাম, কোন গাড়ি নাই। আমাদের পায়ে হেঁটেই পৌঁছাতে হবে। কেবলমাত্র লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে আমরা ছোট রাস্তায় ঢুকেছি, অমনিই কারফিউর সময় হয়ে গেছে। কবরস্থানের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। গাড়ির শব্দ পেলেই আমরা লুকাই, আবার হাঁটি। অনেক কষ্টে পার্ক সার্কাস ময়দানের পিছনে এলাম। ময়দান পার হই কি করে? অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পর ময়দানের পিছন দিয়ে 'সওগাত' প্রেসের মালিক ও সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাহেবের বাড়ির কাছে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আর একটা রাস্তা পার হয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে ঢুকলাম। কিন্তু এখন কি করি? বন্ধুর বাবা ও মা আমাদের কিছুতেই বার হতে দিতে রাজি হলেন না। কারণ, রাস্তার মোড়েই মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে। তারা ছায়া দেখলেও গুলি করে। উপায় নাই। রাতে আমাদের সেখানেই কাটাতে হল। আমরা জায়গামত পৌঁছাতে পারলাম না। যদিও সে রাতে কোনো গোলমাল হয় নাই। প্রায় মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করেছিলাম। যে কোনো সময় গুলি খেয়ে মরতে পারতাম।

পার্ক সার্কাস এরিয়ায় বিচারপতি সিদ্দিকী, জনাব আবদুর রশিদ, জনাব তোফাজ্জল আলী (ভূতপূর্ব মন্ত্রী), আরও অনেকে ডিফেন্স পার্টির নেতৃত্ব দিতেন। আমরা ছিলাম স্বেচ্ছাসেবক। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে হিন্দু ও মুসলমানদের ক্যাম্প করা হয়েছিল– যাতে বাইরে থেকে কেউ এসেই হিন্দু বা মুসলমান মহল্লায় না যায়। কারণ মুসলমানরা হিন্দুদের মহল্লায় এবং হিন্দুরা মুসলমান মহল্লায় গেলে আর রক্ষা নাই। কলকাতায় মহিলাদের মধ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে মিসেস সোলায়মান, নবাবজাদা নসরুল্লাহর মেয়ে ইফফাত নসরুল্লাহ, বেগম আক্তার আতাহার আলী, সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদিকা নূলজাহান বেগম, বেগম রশিদ, রোকেয়া কবীর এবং মন্নুজান হোস্টেলের ও ব্র্যাবোর্ন কলেজের মেয়েরা খুবই পরিশ্রম করেছেন। রাতদিন রিফিউজি সেন্টারে এরা কাজ করতেন মেয়েদের ভিতর, আমাদের করতে

www.pathagar.com

হতো পুরুষদের মধ্যে। রাতে অসুবিধা হত, তবুও হাজেরা মাহমুদ আলী, হালিমা নূরুদ্দিন ও আরও কয়েকজনকে সারা রাত পরিশ্রম করতে দেখেছি। কলকাতার অবস্থা খুবই ভয়বাহ হয়ে গেছে। মুসলমানরা মুসলমান মহল্লায় চলে এসেছে। হিন্দুরা হিন্দু মহল্লায় চলে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করার জায়গা ছিল একমাত্র এ্যাসপ্লানেডে, যাকে আমরা চৌধুরী বলতাম। এখন অবস্থা হয়েছে আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন কোনো গোলমাল নাই। হঠাৎ এক জায়গায় সামান্য গোলমাল আর ছোরা মারামারি শুরু হয়ে গেল। শহীদ সাহেব সমস্ত রাতদিন পরিশ্রম করছেন, শান্তি রক্ষা করবার জন্য। কলকাতায় চৌদ্দ-পনের শত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজন মুসলমান, অফিসারদের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। শহীদ সাহেব লীগ সরকার চালাবেন কি করে? তিনি আরও এক হাজার মুসলমানকে পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি করতে চাইলে তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর আপত্তি তুলেছিলেন। শহীদ সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে তিনি রাজি হন। পাঞ্জাব থেকে যুদ্ধ ফেরত মিলিটারি লোকদের এনে ভর্তি করলেন। এতে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কাগজগুলো হৈচৈ বেশি করল।"

অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
ইউনিভার্সিটি এস লিমিটেড
ঢাকা, পৃষ্ঠা, ৬৩-৬৮

'৪৬-এর দেশ বিভাগ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান

"এই সময় আমাদের উপর মুসলিম লীগ থেকে হুকুম হল, জেলায় জেলায় চলে গিয়ে ইলেকশন অফিসের ভার নিতে। প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ইলেকশন অফিস ও কর্মী শিবির খোলা হবে। জেলায় জেলায় ভাল ভাল কর্মীদের কর্মী শিবিরের চার্জ দিতে হবে।

আমার কয়েকটা জেলার কথা মনে আছে। কামরুদ্দিন সাহেব ঢাকা জেলা, শামসুল হক সাহেব ময়মনসিংহ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ কুমিল্লা, একরামুল হক খুলনা এবং আমাকে ফরিদপুর জেলার ভার দেয়া হয়েছিল। আমরা রওয়ানা হয়ে চলে এলাম সাইকেল, মাইক্রোফোন, হর্ন, কাগজপত্র নিয়ে, জেলা লীগ আমাদের সাথে সহযোহিদা করবে। আমরা প্রত্যেক মহকুমায় ও থানায় একটা করে কর্মী শিবির খুলব। আমাকে কলেজ ছেড়ে

www.pathagar.com

চলে আসতে হল ফরিদপুরে। ফরিদপুর শহরে মিটিং করতে এসেছি মাঝে মাঝে, কিন্তু কোনদিন থাকি নাই। আমাকে ভার দেয়ার জন্য মোহন মিয়া সাহেব ক্ষেপে যান। সকলকে সাবধান করে দেন, কেউ যেন আমাকে বাড়ি ভাড়া না দেয়। তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি, কিন্তু আমাকে চান না। আমি আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালালউদ্দিনকে সকল কিছু দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। হামিদ ও জালাল ফরিদপুর কলেজে পড়ত, তাদেরও লেখাপড়া ছেড়ে আসতে হল। শহরের উপরে কেউই বাড়ি দিতে রাজি হল না। আমার এক দুরসম্পর্কের আত্মীয় শহর থেকে একটু দূরে তার একটা দোতলা বাড়ি ছিল, ভাড়া দিতে রাজি হল। বাধ্য হয়ে আমাকে সেখানে থাকতে হল। সেখানে আমরা অফিস খুললাম, কর্মীদের ট্রেনিং দেয়ার বন্দোবস্ত হল। সমস্ত জেলায় ঘুরতে শুরু করলাম। মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ীতে অফিস খুলে দিলাম, কাজ শুরু হল। থানায় থানায়ও অফিস করলাম। এই সময় মাঝে মাঝে আমাকে কলকাতায় যেতে হত। শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব কিছুদিন পূর্বে একবার গোপালগঞ্জ এসেছিলেন। বিরাট সভা করে গিয়েছিলেন। এই সময় সালাম সাহেবের দল শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবকে সংবর্ধনা দিতে রাজি হয় নাই, কারণ আমার অনুরোধে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁর দলবল প্রশ্ন করল, আমি মুসলিম লীগের একজন সদস্য মাত্র। অফিসিয়াল লীগের কেউ নই, এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল গোপালগঞ্জে। শহীদ সাহেব আসবার মাত্র দুই দিন পূর্বে আমি বললাম, আমি গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগের জন্মজাতা। শহীদ সাহেব আসবেন, তাঁকে সংবর্ধনা দিব, যদি কেউ পারে যেন মোকাবিলা করে। আমি রাতে লোক পাঠিয়ে দিলাম। যেদিন দুপুরে শহীদ সাহেব আসবেন সেদিন সকালে কয়েক হাজার লোক সড়কি, বল্লম, দেশী অস্ত্র নিয়ে হাজির হল। সালাম সাহেবের লোকজনও এসেছিল। তিনি বাধা দেবার চেষ্টা করেন নাই। তবে, শহীদ সাহেব, হাশিম সাহেব ও লাল মিয়া সাহেবের বক্তৃতা হয়ে গেল সালাম সাহেব যখন বক্তৃতা করতে উঠলেন তখন 'সালাম সাহেব জিন্দাবাদ' দিলেই আমাদের লোকেরা 'মুর্দাবাদ' দিয়ে উঠল। দুই পক্ষে গোলমাল শুরু হল। শেষ পর্যন্ত সালাম সাহেবের লোকেরা চলে গেল। আমাদের লোকেরা তাদের পিছে ধাওয়া করল। শহীদ সাহেব মিটিং ছেড়ে দুউ পক্ষের ভিতর ঢুকে পড়লেন। তখন দুই পক্ষের হাতেই ঢাল, তলোয়ার রয়েছে। কতজন খুন হবে ঠিক নাই। শহীদ সাহেব এইভাবে খালি হাতে দাঙ্গাকারী দুই দলের মধ্যে চলে আসতে পারেন দেখে সকলে

www.pathagar.com

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। হাশিম সাহেব পূর্বেই আমার বাড়িতে চলে গেছেন। এই ঘটনার জন্য শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব সালাম সাহেবের উপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

আবার শহীদ সাহেব মাদারীপুর হয়ে গোপালগঞ্জ এলেন জনমত যাচাই করতে। অনেক লোক ইলেকশনে দাঁড়াতে চায়, কার বেশি জনপ্রিয়তা দেখতে হবে। পূর্বেকার এমএলএ খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেবও মুসলিম লীগে চলে এসেছেন, পেনশনপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার খান বাহাদুর সামসুদ্দোহা, আবদুস সালাম খান সাহেব এবং আরও দুই একজন ছিলেন। সালাম সাহেব ব্যক্তিগভাবে গোপালগঞ্জে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। শতকরা আশি ভাগ লোকই তাঁকে চায়। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার আব্বাকে শহীদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলে আব্বা বলেছিলেন, সালাম সাহেবকে লোকে চায়। তবে সালাম সাহেব ও খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব উভয়ই উপযুক্ত প্রার্থী। শহীদ সাহেব বললেন আমাকে, জনসাধারণ তো সালাম সাহেবকে চায়, তোমার আব্বাও তো তাকে সমর্থন করেন। আমি বললাম, যাকে লোকে চায়, তাকেই দিবেন, আমার কোনো আপত্তি নাই। এর পূর্বেই সালাম সাহেবের সাথেও আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু হাশিম সাহেব কিছুতেই রাজি হলেন না। এর কারণ জানি না। শেষ পর্যন্ত আমিও হাশিম সাহেবকে বলেছিলাম, সালাম সাহেবকে নমিনেশন দিতে। সে জন্য আমার উপর রাগ করেছিলেন তিনি। শহীদ সাহেব রিপোর্ট দিলেন, সালাম সাহেবই সকলের চেয়ে জনপ্রিয়। তিনি সালাম সাহেবকে নমিনেশন দিতে প্রস্তাব করেছিলেন। লাল মিয়া ও হাশিম সাহেব বেঁকে বসলেন। এই সময় কিছু টাকা পয়সার ছড়াছড়ি হচ্চিল। আমি খবর পেতাম, যদিও চোখে দেখি নাই। শেষ পর্যন্ত খান বাহাদুর সামদ্দোহা সাহেবকে নমিনেশন দিল প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ড। কেন্দ্রীয় বোর্ড খান বাহাদুর সাহেবকে কেটে দিয়ে খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদকে নমিনেশন দিল। সালাম সাহেব ইলেকশন করলে বোধ হয় নির্বাচিত হতে পারতেন, কিন্তু মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করলেন না। কারণ পাকিস্তানের উপর ভোট। খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেওদ নমিনেশন পেতে পারেন না, তার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি মুসলিম লীগের নমিনেশন পেলেন কারণ তাঁর চাচাতো ভাই খাজা শাহবুদ্দীন সাহেবের মেয়েকে বিবাহ করেন। তাই নাজিমুদ্দীন সাহেব, চৌধুরী খালিকুজ্জামান সাহেবকে বলে নমিনেশন নিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

শহীদ সাহে ছিলেন উদার, নীচতা চিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন। এ জন্য তাঁকে বার বার অপমানিত ও পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। উদারতা দরকার, কিন্তু নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে ভালর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়।

আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটি দিক আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি।' পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকর জাতির মধ্যেই কিছু কিছু পাবেন, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভরে অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ার খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।

অনেক সময় দেখা গেছে, একজন অশিক্ষিত লোক লম্বা কাপড়, সুন্দ চেহারা, ভাল দাড়ি, সামান্য আরবি ফার্সি বলতে পারে, বাংলাদেশে এসে পীর হয়ে গেছে। বাঙালি হাজার হাজার টাকা তাকে দিয়েছে একটু দোয়া পাওয়ার লোভে। ভাল করে খবর নিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ লোকটা কলকাতার কোন ফলের দোকানের কর্মচারী অথবা ডাকাতি বা খুনের মামলার আসামী। অন্ধ কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসও বাঙালির দুঃখের আর একটা কারণ।

বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না। নির্বাচনের সব খরচ, প্রচার, সংগঠন তাঁকেই এককভাবে করতে হয়। টাকা বোধহয় সামান্য কিছু কেন্দ্রীয় লীগ দিয়েছিল,

www.pathagar.com

বাকি শহীদ সাহেবকেই জোগাড় করতে হয়েছিল। শত শত সাইকেল তাকেই কিনতে হয়েছিল। আমার জানা মতে পাকিস্তান হয়ে যাবার পরেও তাঁকে কলকাতায় বসে দেনা শোধ করতে হয়। আমি পূর্বেই বলেছি, শহীদ সাহে সরল লোক ছিলেন। তিনি ধোঁকায় পড়ে গেলেন। পার্লামেন্টারি বোর্ডে তাঁর দল সংখ্যাগুরু থাকা সত্ত্বেও নিজের লোককে তিনি নমিনেশন দিতে পারলেন না। নাজিমুদ্দীন সাহেবের দল পরাজিত হওয়ার পরেও তারা অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না অর্থাৎ শহীদ সাহেবই দলের নেতা হবেন। তিনি শহীদ সাহেবকে অনুরোধ করলেন যারা পূর্ব থেকে মুসলিম লীগে আছে তাদের নমিনেশন দেয়া হোক, কারণ এরা সকলেই শহীদ সাহেবকে সমর্থন করবেন। খাজা সাহেব যখন নির্বাচন করবেন না তখন আর ভয় কি? শহীদ সাহেব এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পুরানা এমএলএ প্রায় সকলকেই নমিনেশন দিয়ে দেন। বোধহয় তখন বাংলাদেশে একশত উনিশটা সিট মুসলমানদের ছিল। এই চাতুর্যে প্রায় পঞ্চাশজন খাজা সাহেবের দলের লোক নমিনেশন পেয়ে গেল। আবার কেন্দ্রীয় লীগে খাজা সাহেবের সমর্থক বেশি ছিলেন। লিয়াকত আলী খান, খালিকুজ্জামান, হোসেন ইমাম, চুন্দ্রিগড় সাহেব সকলেই শহীদ সাহেবকে মনে মনে ভয় করতেন। কারণ সকল বিষয়েই শহীদ সাহেব এঁদের থেকে উপযুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডও প্রায় ত্রিশজনের নমিনেশন পাল্টিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে একজন শহীদ সাহেবেরও সমর্থক ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

নির্বাচনের পরে দেখা গেল একশত উনিশটার মধ্যে বোধহয় একশত ষোলটা সিট লীগ দখল করল। সংখ্যা দু'একটা ভুল হতে পারে, আমার ঠিক মনে নাই। এই একশত ষোলজনের মধ্যে নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলই বেশিরভাগ, যদিও তারা শহীদ সাহেবকে লিডার বানাতে বাধ্য হল, কিন্তু তলে তলে তাদের গ্রুপিং চলল। শহীদ সাহেব গ্রুপ করতেন না, তিনি উপযুক্ত দেখেই মন্ত্রী করলেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলের অনেককে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ও হুইপ করলেন। জনাব ফজলুল রহমানকেও মন্ত্রী করলেন।"

অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
ঢাকা, পৃ:৪৬-৪৯

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের চোখে দেশ বিভাগ

"অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এ কথাটা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষেও মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করবে। ভারতবর্ষের মুসলমারাও সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে, ভারতবর্ষের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে। এই সময় আমদের বক্তৃতায় ধারাও বদলে গেছে। অনেক সময় হিন্দু বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে আলোচনা হত। কিছুতেই তারা বুঝতে চাইত না। ১৯৪৪-৪৫ সালে ট্রেনে, স্টিমারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হত। সময় সময় এমন পর্যায়ে আসত যে, মুখ থেকে হাতের ব্যবহার হবার উপক্রম হয়ে উঠত। এখন আর মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ নাই। পাকিস্ত ান আনতে হবে এই একটাই স্লোগান সকল জায়গায়।"

অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
ঢাকা, পৃ:-----

ভারতের দীর্ঘকাল প্রতিক্ষা

"একটা নতুন জাতির জন্ম হয়েছিল আগেই, ভারত এবার স্নেহের টান ও সত্যের প্রয়োজনে তার ললাটে স্বীকৃতির তিলক পরাইয়া দিল প্রতিবেশীর হাতে প্রথম অভিষেকে।

পঁচিশ বছর আগে, অর্থাৎ ভারতের খণ্ড একটা ইতিহাস। আজ খণ্ডিত হইল তারই খণ্ডাংশ পাকিস্তান। পুরাতন অর্থে পাকিস্তান কবেই মৃত। তবু কোন রাজনৈতিক সমাধানের যাদুতে যদি দুই ভাগ হয়ে যায়, ভারত দীর্ঘকাল সেই প্রতিক্ষা করিয়াছে।

অর্থাৎ ভারত আর বাংলাদেশ কেবল হাতেই হাত মিলায় নাই, এক সূত্রে দু'টি মনকেও বাধিয়াছে। উভয়ের লক্ষ্য শান্তির সুধা শ্যামলিমা। বাংলাদেশ হতে দখলদার বিদায় অবশ্যম্ভাবী-আসন্ন। কিন্তু তার পরে? এতবড় একটা অঙ্গ হানির পরে অবশিষ্ট ভাগেরও অটুট বা অখণ্ডতা শক্ত।"

আনন্দবাজার, সম্পাদকীয়, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

www.pathagar.com

জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভেঙে চুরমার

"ভারতের আর একটি বড় লাভ। জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কতকটা এই দ্বিজাতিতত্ত্বেরই আনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই পাকিস্তান সমগ্র উপমহাদেশের সকল মুসলমানের পক্ষে কথা বলার হক দাবি করে এসেছে। এখন এই উপমহাদেশের মুসলমানরা তিন ঠাঁই হয়ে গেল। ---------- এই সাথে সহজ হয়ে গেল আমাদের সীমান্ত রক্ষার সমস্যা। অবিভক্ত পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে সীমান্ত রেখা ছিল তার অর্ধেকের বেশি ছিল পূর্ব ভূ-খণ্ডে। সীমান্তের সেই অংশ সম্পর্কে আমরা এখন নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

'বাংলাদেশ এবং অতঃপর'
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, যুগান্তর (কলকাতা)
২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভাগাভাগি মিথ্যে

"জাতিতত্ত্বের উপাদান হিসেবে ধর্মান্ধতা এ উপমহাদেশে পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু ধর্মের কল ক্রমে ক্রমে আপন হাতেই নড়ছে। ভাগাভাগি মিথ্যে করে দিয়ে আবার এক প্রশস্ত সেতু থেকে সাংস্কৃতিক মৈত্রীর এবং সহযোগিতার গাঁথুনী ধরে রাখবে, রাজনৈতিক বিভাজনে হয়তো শাপে বরও।"

আনন্দবাজার, সম্পাদকীয়, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

তখনকার টপ বুদ্ধিজীবীদের প্রস্তাব

"The extent to which we and India are respected and honored by the elite here (Bangladesh) can be judged from the fact that many top ranking lawyers, barristers. Professors other scholars have sincerely confided to us in private conversation that they would have felt far more secure and satisfied if India had straight way turned this province into a special state of hers by just adding a clause 371 to the constitution."

'Inside Bangladesh'
by Basanta Chatterjee
S. chand & co., New Delhi
1993, Page-141

www.pathagar.com

প্রশাসন চালাবার কথা ভারতীয়দের

"সেই পরিকল্পনা (বাংলাদেশ সরকারের) রূপায়নে দরকার জনদরদী ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা। প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার কিছু অভিজ্ঞ অফিসার নতুন প্রশাসন পত্তনে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করবেন। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন মুদ্রা, ডাক টিকিট ছাপায় ভারতের সাহায্য দরকার হবে।"

যুগান্তর (কলকাতা), সম্পাদকীয়
১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যুগান্তরের অপেক্ষা এই দিনের জন্যে

"যুগান্তর ১৯৪৭-এর বিষন্ন বিভক্তির দিন থেকে এই রক্তিম সূর্যোদয় কামনা করছে। মোহের জাল ছিন্ন করে সত্য সূর্য্য একদিন প্রকাশিত হবেই এই বিশ্বাস নিয়ে এক সতর্ক দৃষ্টি রেখে আসছে যুগান্তর পূর্বের দিকে..... মহল্লাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষণ থেকে একটা বছর কাটতে না কাটতেই গুঞ্জন ধক্ষণি কানে এল। ১৯৪৮-এ এই বাঙালি সত্তার একটা বিদ্রোহ চাপা গোঙানি শোনা গেল। অস্ফুট-অশ্রুত চাপা এই কারণে যে, সেখানকার উল্লাসি বেদনার কথা কাহিনী এই বঙ্গে আসবার বন্ধ পথ পাকিস্তানী শাসকেরা সযত্নে রূদ্ধ করে দিয়েছিল। উভয় বঙ্গের মাঝখানে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য নিরেট প্রাচীর।"

যুগান্তরের ভূমিকা, যুগান্তর (কলকাতা), ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর দরকার নেই

"ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক। দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র, পূর্ব দিকে ব্রহ্মদেশ, উত্তর ও পশ্চিমে বন্ধু ভাবাপন্ন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র। চারপাশে কোন দিক থেকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নেই। তাই অস্ত্র-শস্ত্র এবং সেনা-নৌ-বিমান বহর মোতায়েন রাখার জন্যে বছর বছর সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার কোন প্রয়োজন হবে না। অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্যে কিছু পুলিশ থাকলেই চলবে।"

'বাংলাদেশ বৈষয়িক সম্পদে দুর্বল নয়'
রবীন্দ্রনাথ রায়, যুগান্তর (কলকাতা), ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

www.pathagar.com

ইসলামের কবরে মাটি দেবে

"পাকিস্তানের বদ্ধ-জলার মধ্যে বাংলাদেশ ফুটন্ত পদ্ম। তার সারা অঙ্গে রয়েছে গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ছাপ। আদর্শের এই ঐক্য চেতনা ভারত ও বাংলাদেশকে টেনে এনেছে কাছাকাছি। তাই নবীনের মাথায় প্রবীন ঢেলেছে প্রথম অভিষেকের কল্যাণ বারী। তার হাতে পরিয়ে দিয়েছে সৌভাতৃত্বের রাখী। দু'হাতে তাকে আড়াল করে রেখেছে ভারত। জমির লোভ নেই। আদর্শের জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। বাংলাদেশ খুড়ছে অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রের কবর, তাতে ইসলামের শব নামাবে ভারত। আর এই কবরে মাটি দেবে ভারত এবং বাংলাদেশের সাড়ে বাষট্টি কোটি নর-নারী।"

যুগান্তর (কলকাতা) সম্পাদকীয়
৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

পাশে থাকবে নীতি-আদর্শের খাতিরে

"জমির লোভে না, ভারত তার ঐতিহ্যময় নীতি ও আদর্শের খাতিরেই পাকিস্তান সেনাদের দ্বারা অত্যাচারিত বাংলাদেশের মানুষের পাশে সব অবস্থায় সব সময়ের জন্যে থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিয়া গান্ধী
৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (গড়ের মাঠে বক্তৃতা)।

স্বাতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

"আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথাযর্থভাবে উপলব্ধি করে, তখনই সে বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোন মমতা নেই, সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে।"

ছয় ঘন্টার সহযোগিতাও মিলেনি

"---------- ভারতের এমন স্বার্থপরতার চিত্র ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরপরই নগ্নভাবে ধরা পড়ে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জিন্নাহ ঐ সময়ে নেহেরুকে মাত্র ছয় মাসের জন্যে কলকাতা বন্দরের সুবিধা পূর্ব-

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে দেবার অনুরোধ করেন। নেহেরু ও তার সহকর্মী বল্লভভাই সাফ সাফ বলে দেন "ছয়মাস তো কল্পনাতীত, ছয় দিন এমনকি ছয় ঘণ্টার জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে কলকাতা বন্দর বা ট্রানজিট সুবিধা দিতে পারবো না।"

বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি : কয়েকটি সাম্প্রতিক সমস্যা
ড. আব্দুর রব, পৃ: ৬৬

পূর্ব ও পশ্চিম পরিপূরক

"দেশ বিভাগের আগে এপার-ওপার বাংলার মধ্যে কোন রাজনৈতিক প্রাচীর ছিল না। একই প্রদেশের তারা ছিল দুই অংশ। কাজেই পূর্ব ও পশ্চিম ছিল পরস্পরের পরিপূরক,.... দু'বাংলার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগে আয়োজন ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।"

আনন্দবাজার, সম্পাদকীয়
৩১ জানুয়ারী, ১৯৭২

দুই দেশ সহোদর

"ভারত ও বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনোবাসনা পূর্ণ, সহযোদ্ধা, সহযাত্রী এবার আনুষ্ঠানিক রাখিবন্ধনে আবদ্ধ মৈত্রী চুক্তি অবশ্য ইতঃপূর্বে সম্পাদিক রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির আদলে রচিত। কিন্তু লক্ষণীয় এই, নানা ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন হলেও রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শের পার্থক্যের কথা সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কিন্তু রয়েছে সম্পূর্ণ ঐক্য। দ্বিতীয়ত, ভারত ও রাশিয়াকে ঐ চুক্তিতে পৌঁছার আগে দীর্ঘ সময় পাশাপাশি কিংবা কাছাকাছি হইতে হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত কিন্তু অন্ধকারের অবসানমাত্র পরস্পরকে চিনে নিয়েছে। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হল শুধু এজন্যে ইতিহাস ও ভূগোল সূত্রে এই দুই দেশ সহোদর।"

আনন্দবাজার, সম্পাদকীয়, ২১ মার্চ, ১৯৭২।

ভারতের বিবর্তনে বাংলাদেশে বিপ্লব

"বিবর্তনের পথেই ভারত আপন সমাজকে পঁচিশ বছর ধরে সংগঠিত করেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে ধীরে ধীরে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এক অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। ভারতের বিবর্তনই বাংলাদেশের বিপ্লবকে সম্ভব করেছে।"

আনন্দবাজার, সম্পাদকীয়, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২

www.pathagar.com

ভারত বিভাগ ভুল হয়েছিল

"১৯৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ভুল হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তিতে তার সংশোধন হলো। যারা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন, তারা এখন তাদের ভুল নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।"

জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী
৮ই জানুয়ারি, ১৯৭২।

হিন্দুর প্রয়োজনে মুসলমান

"মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে : আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানুষ, হিন্দু থাকতে দাস্যসুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড় করছিল, সেই মানুষ মুসলমান 'উন্নত মমশির' বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আমার গান। যথার্থই তার কাছে 'নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির'। হিন্দু, সমাজে যে ক'জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল ও কথা বলতে পারেন জনসাধারণকেও মন্ত্র উচ্চারণ করতে দিতে সমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রণাম করতে করতে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।"

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রবন্ধ সমমগ্র, প্রথম খণ্ড
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণদে স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ১৫৯।

পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষা

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ নেতা কামরুদ্দীন আহমদ কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন। তখনকার একটি ঘটনার কথা লিখেছেন :

"এর কিছুদিন পরে স্টেটমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ আমাকে নিমন্ত্রণ করেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের সাতানব্বইতম জন্মদিনে বক্তৃতা করার জন্য। আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। বক্তৃতায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছিলাম যে, ১৯৪৭ সালে আমি যখন কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলাম, তখন কলকাতা ছিল বাংলার রাজধানী। দশ বছর পরে ফিরে এসে দেখলাম কলকাতা শহর

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়েছে অনেক শহরের মতো একটি ভারতীয় শহরে। বাংলা ছবিরও হিন্দীতে পোস্টার লেখা। কি চিড়িয়াখানা, কি ইডেন গার্ডেন, কি বোটানিক্যাল গার্ডেন কোথাও কোন বাংগালীর সঙ্গে দেখা হয়না। ব্যবসা-বাণিজ্য অবাংগালীর হাতে। পূর্ববঙ্গ যখন বাংলা ভাষাকে রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করছে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। কলকাতায় তখন বাংলাকে ধীরে ধীরে দেশ থেকে বিদায় দিয়ে ভারতীয় ভাষা হিন্দীকে গ্রহণ করছে। পূর্ব বাংলায় যখন শিলাইদহ কুঠিবাড়ী রক্ষা করার ব্যবস্থা করছেন সরকার কবিগুরুর ওপর তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ, তখন কলকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এমন কিছু নতুন কথা শুনলাম না, যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৌরববোধ করতে পারেন। বরঞ্চ আমি সংবাদ পেলাম যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বা শান্তি নিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।"

কামরুদ্দীন আহমদ
'বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী'
ঢাকা পৃষ্ঠা ১৫২।

Bengal Partition and Hindu

আন্তর্জাতিক খ্যাতির ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :

"The same class of Hindu Bengalis who opposed lord curzon's partition of Bangla have now themselves brought about a second partition of their country a good illustration perhaps of the inconsistency which is inseparable from the method of arriving at political decisions by the assertion of objective whim."

Nirod C. Chowdhury,
'The Autobiography of an unknown Indian'
Bombay, Page- 225.

Direct Action Day & Muslims

আওয়ামী লীগ নেতা (১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ এমপি) মরহুম এস এ মোহাইমেন লিখেছেন :

"পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে বা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা

www.pathagar.com

দিবস ঘোষণার পিছনে মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দিবসে জনগণকে জনসভা, মিছিল প্রভৃতির মারফত কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবহিত করা। কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামায় যাওয়া তাদের পরিকল্পনায় ছিল না, সেদিন গড়ের মাঠে অথরসোনী মনুমেন্টের পাদদেশে মুসলীম লীগ যে জনসভা ডেকেছিল তাতে তৎকালীন প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারী প্রখ্যাত মুসলীম লীগ নেতা আবুল হাসেম সাহেব তাঁর ৮ বছর বয়স্ক জৈষ্ঠ পুত্র বর্তমানে বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত ফরিদপুরের মোহন মিয়া সাহেব তাঁর ছয় বছরের পুত্রকে নিয়ে ঐ জনসভায় আগমণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এটা বোধগম্য যে, মুসলমানরা ঐ দিন দাঙ্গা বাঁধাবার পরিকল্পনা করেছিল এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জানতে পারলে তারা কোনভাবেই তাদের নাবালক শিশুদের নিয়ে জনসভায় আসতেন না।"

এম. এ. মোহাইমেন
'ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ'
পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩।

অথচ Direct Action সম্বন্ধে মযহারুল ইসলাম

আশ্চর্য, হিন্দুরা তো বটেই, অনেক মুসলমান পর্যন্ত বিশ্বাস করে কলকাতার দাঙ্গা মুসলিম লীগের কাণ্ড। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি অধ্যাপক ডঃ মযহারুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভি.সি) মুসলীম লীগকে দায়ী করে লিখেছেন :

"এই দাঙ্গার মুখ্য উদ্দেশ্য যে হিন্দু মুসলমানের আলাদা অস্তিত্ব নিরূপণ করা তা বলাই বাহুল্য মানবতা বিরোধী নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে জাতির আলাদা অস্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের স্থান ইতিহাসের একটি স্থান জুড়ে থাকবে। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরও মুসলিম লীগ সরকার দেশ থেকে বিধর্মীদের উচ্ছেদকল্পে পরপর কয়েকবার এখানে নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল।"

ডঃ মযহারুল ইসলাম
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'
বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
পৃষ্ঠা ৭০-৭১।

www.pathagar.com

যুক্তবাংলা প্রশ্নে কায়েদে আযমের ভূমিকা সম্পর্কে শেখ মুজিব

"তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি খণ্ডিত পাকিস্তানে খণ্ডিত বাংলার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভব হইয়াছিল বৃহত্তর বাংলার "সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তি" (জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর নামানুসারে)। এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আযমের আশীর্বাদ ছিলো। কিন্তু মিঃ বল্লবভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী কংগ্রেস মহল এবং মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে দেয় নাই।"

শেখ মুজিবর রহমান
'নেতাকে যেমন দেখিয়াছি'
দৈনিক ইত্তেফাক
সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা : মার্চ ১৯৬৪।

৪৭'-এ বাংলা ভাগে হিন্দু ভূমিকা

"মুসলিম লীগের দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬-এর ৯ই এপ্রিল আর তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে দেশের 'সকল জাতীয়তাবাদী শক্তির' সহযোগিতায় বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি রচনার উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় ১৯৪৭ এর ৫ই এপ্রিল তারিখে। এই হিন্দু সম্মেলনে আরো যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাতে বলা হয় : বঙ্গভঙ্গ দাবীর সমর্থনে প্রচণ্ড প্রচার কার্য চালাবার জন্য (সে বছরই) ৩০শে জুনের মধ্যে এক লাখ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও প্রতিটি জেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামে স্থানীয় কমিটি স্থাপন করা হবে; সীমানা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে, সীমানা কমিশন নিয়োগের জন্য গণপরিষদের কাছে আবেদন করা হবে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই নতুন প্রদেশ সৃষ্টির জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও কেবিনেট মিশনের কাছে দাবী পেশ করা হবে। প্রয়োজনবোধে নতুন প্রদেশভুক্ত হিন্দু পরিষদ সদস্যদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আইন পরিষদ গঠন করা হবে এবং নতুন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ব্যবস্থাদি পূর্বাহ্নেই সুসম্পন্ন করে রাখা হবে। সম্মেলনে হিন্দুদের প্রতি অবিলম্বে প্রত্যেক ইউনিয়নে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রীয় সেনা নাম দিয়ে মিলিশিয়া গঠনেরও আহক্ষান জানানো হয় এবং সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করে দুইটি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী উত্থাপন করা হয়।"

সিরাজউদ্দিন হোসেন
'ইতিহাস কথা কও'
ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১ ও ১২।

বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ অন্নদাশঙ্কর রায় বাঙালি হিন্দু বাংলাদেশে পরবাসী শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"মৌলবাদীদের আতঙ্কে 'ইতিমধ্যেই হিন্দুরা শতকরা তেত্রিশ থেকে শতকরা এগারোতে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে তাদের মনে একটা অসহায়ভাব জন্মাচ্ছে। একথাও আমার কানে এল যে, হিন্দুকে মুসলমান করা কোন কোন স্থানে শতকরা তিনজন মাত্র হিন্দুকে রাখবে আর সবাইকে মুসলমান করবে কিংবা দেশ ছাড়া করবে। মৌলবাদীদের ধারণা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু পারছিনে। তার কারণ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে মৌলবাদীদেরই দাপট বেশি। বহুশতাব্দী বাদে মৌলবাদীরা পেয়েছে দার-উল ইসলাম। বাংলাদেশ যদি দার-উল ইসলাম না হয় তাহলে তাদের বহু শতাব্দীর প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে। তারা বাংলাদেশকে দার-উল ইসলাম করবেই তাদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব।....

বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দু নিজ বাসভূমিতে পরবাসী। তবে এটাও মানতে হবে যে তারাও যত না ভাঙালী তার চেয়ে বেশি হিন্দু।"

অন্নদাশঙ্কর রায়
'নব্বুই পেরিয়ে' : দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬২।

দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পর্কে নিরদ চৌধুরী

আন্তর্জাতিক খ্যাতির ভারতীয় বুদ্ধিজীবী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "দি অটোবায়োগ্রাফী অব এ্যান আননোন ইন্ডিয়ান" গ্রন্থে লিখেছেন :

"The socalled two nation theory was formulated long before Mr. Jinnah or the Muslim League; in truth, it was

www.pathagar.com

not theory at all, it was a fact of history every body knew this as early as the turn of the century. Even as children we knew it before the swadeshi movement."

Nirad C. Choudhury
'the Autobiography of An Unknown Indian'
Bomby, P-235.

হিন্দু উত্থান

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হীউজ টিয়ার লিখেছেন :

"About 1900 hundred there came a departure from the graduolist, reformist approach. A Maharashtrian Brahmin Tilak called for a return to Hindu orthodoxy, a rejection of British inservations, taking as his model the militant struggle of the Marathas under Sivaji against the mlechas. In Bengal a terronist, anarchist movement evoked the Patronage of kali, the dark Mother goddes. Both movements rejected constitutional method the slow germination of political education for the weapon of violensee.

These cults, harbing bacle to the goldens age of Hinduism, served to alarm Muslim Leaders still further."

Profesor Hujh Tinker India & Pakistan
A Political Analysis
Pall Mall Press. London, 1967, Page-16.

ভারত থেকে মুসলমানদের স্পেনের মতো বিতাড়িত করা হবে

সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন "মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহম্মদ" গ্রন্থে এই মুসলিম বিতাড়ন সম্পর্কে লিখেছেন :

"কাঁচারির বিপরীত দিকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের বিরাট প্রাঙ্গন। সেখানে বিশাল মণ্ডপের নিচে নিখিল বঙ্গীয় অথবা নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হচ্ছে। খুব সম্ভব ১৯২৮ সালের অথবা ১৯২৯ সালের প্রথম দিককার কথা, ঠিক মনে করতে পারছি না। সম্মেলন উপলক্ষে শহরে জোর প্রচারণা চলছিল।

www.pathagar.com

এক বন্ধুর কাছ থেকে ধূতি যোগাড় করলাম। বিকেলে দু'জনে গেলাম সভায়। ডক্টর সুঞ্জ এবং এন.সি কেলেকার উভয়েই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বক্তৃতা দিলেন। দু'জনের মধ্যে কোন জন আজ এতকাল পরে ঠিক মনে করতে পারছি না। কিন্তু দু'জনের একজন বলেছিলেন যে, মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায় তাহলে হিন্দু জাতির সঙ্গে লীন হয়ে থাকতে হবে নতুবা সাতশ' বছর বসবাসের পর মুসলমানরা স্পেন হতে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছিল আমরাও তাদেরকে সেভাবেই আরব সাগর পার করে দিব।....."

আবু জাফর শামসুদ্দিন
'মুসলিম সমাজের ঝড়োপাখি বেনজীর আহমদ'
পৃষ্ঠা ২২।

বঙ্কিমের জাতিতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"আমি হিন্দু তুমি হিন্দু। রাম হিন্দু, যদু হিন্দু আরো লাখ লাখ হিন্দু আছে। এই লাখ লাখ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমার তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে এক পরামর্শী এক মতাবলম্বী একত্র মিলিত হইয়া কার্য করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ, অর্ধাংশ মাত্র।

হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না। পরজাতি অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।"

www.pathagar.com

দ্বিজাতিতত্ত্ব

জাতি প্রতিষ্ঠার এই সংজ্ঞা দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দেয়। বদরুদ্দীন উমর "ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গ্রন্থে" লিখেছেন :

> "ভারতে জাতীয় আন্দোলন উন্মেষলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতিতত্ত্ব যে পরবর্তীকালে রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে এ তত্ত্ব দ্বিজাতিতত্ত্বেরই এক উনিশ শতকীয় সূত্রায়ণ ....."

বদরুদ্দীন উমর
'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
অমর একুশে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৯।

বাসন্ত চ্যাটার্জির দ্বিজাতিতত্ত্ব

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দিল্লী থেকে ভারতীয় সাংবাদিক শ্রী বসন্ত চ্যাটার্জী এক ঝটিকা সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে তিনি একটি বই লেখেন। বইটির নাম "ইনসাইড বাংাদেশ টুডে।" সেই বইটি থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো :

> "Ever Since the emergency of Bangladesh, even the highest in our country have been shamelessly claiming that the event has destroyed the two nation theory. Somebody should ask these hypocrites if they could give one good reason for separate existence of Bangladesh after the destruction of the two nation theory. If the theory has been demolished as they claim, then the only logical consequence should be the re-union of Bangladesh with India, as seems to be the positive stand of Bangladeshi Hindus, could thes highly placed people, who are all the time drumming the false news of the death of the two nation theory..... that since the theory on the strength of which he had in 1947, exists no more, the country had better revert to its old position of subservience to Calcutta?"

Basant Chatterjee
Inside Bangladesh to-day
Chand & Co, New Delhi, 1973, Page-150.

www.pathagar.com

বাসব সরকার on Islam

ভারতের অমুসলমান বুদ্ধিজীবী ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন :

"ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, জীবন দর্শনও বটে। ইসলামের একটা সামগ্রিক রূপ আছে, যা নিছক ধর্মের স্তর অতিক্রম করে সামাজিক মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, সামাজিক মানুষের আচরণবিধি ও সামাজিক মানুষের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ তার রাষ্ট্রব্যবস্থা সবকিছুই ইসলামের অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত হতে পারে। মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি ধর্মের সঙ্গে আদ্যান্ত একান্ত করার সাধনা ইসলামের অনুশাসনে প্রবল।"

বাসব সরকার, 'বিপ্লব পরিচয়' (কলকাতা)
বর্ষ-৪১, সংখ্যা-৬-৭, পৌষ-মাঘ ১৩৭৮।

গোপাল সরকার on Islam

এক অমুসলমান বুদ্ধিজীবী ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লিখেছেন :

"ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না। তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়াছিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ তত্ত্বের বেশি পরোয়া করে না, কোনো বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না। ইসলাম সেমিটিক গোষ্ঠীর ধর্ম- তাহার হিসাবপত্রও সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুধর্ম বলিতে পারে 'একমেধা দ্বিতীয়' 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম' আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু দ্বিতীয় কেন– গাছ, পাথর, জন্তু, মানুষ যে কোনো জিনিসকেই দৈবশক্তির আঁধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইসলামে এইরূপ তত্ত্বকথার ও গোঁজামিলের স্থান নেই। কোনো তর্কেই ইসলাম মূর্তি উপাসনা সহ্য করিবে না। অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি জুড়িয়াই সেই মূর্তি, বিগ্রহ, মন্দির। তাছাড়া ইসলামে এমন পুরোহিত তন্ত্রের এক জাতিভেদের স্থানও নেই। কিন্তু হিন্দু মুখে বলিবে 'তত্ত্বমসি' এবং কার্যক্ষেত্রে সকলকেই অধিকারভেদে পৃথক কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই দুই ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলন পূর্বাপরই দুর্ঘট রহিয়াছে।..... ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়। তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে।"

গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৬।

www.pathagar.com

বাঙালী হতে হলে 'আলহাজ্ব', 'মোহাম্মদ' প্রভৃতি শব্দ পরিত্যাগ করতে হবে

"হিন্দু বৌদ্ধ, খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের অনশনের দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কৃষক, শ্রমিক-জনতা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি এডভোকেট ফজলুর রহমান বলেন, ২১ বছর পর ১৯৯৬ সাল থেকে আমরা আবার বাঙ্গালী হবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু দেশটা এখনও পূর্ব পাকিস্তানই রয়ে গেছে। চেতনার দিক থেকে এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এখনও পাকিস্তানপন্থী। কারণ ঢাকা স্টেডিয়ামে পর্যন্ত আন্ত র্জাতিক ক্রিকেট খেলার সময়, প্রায় সবাই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। এটা শুভ লক্ষণ নয়। বর্তমান আওয়ামী লীগকে তিনি পাকিস্তান পন্থী দল হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, আওয়ামী লীগ নেতারা এখন তাদের নামের আগে 'আলহাজ্ব', 'মোহাম্মদ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে গর্ববোধ করেন।

দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জুন ২০০০।

বাঙালীর অর্থ

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ অন্নদাশঙ্কর রায় বাঙালী সম্পর্কে বলেছেন :

"বাঙালী বলতে আমরা সাধারণত বুঝি বাঙালী হিন্দু। বাঙালী সংস্কৃতি বলতে বুঝি বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতি।"

অন্নদা শঙ্কর রায়
'আদিপর্ব : নব্বই পেরিয়ে'
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৩।

খেলা-মাঠের রাজনীতি

দৈনিক জনকণ্ঠে ১৩ জুন ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে পাকিস্ত ানী ভূত" শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়টি অংশ বিশেষ :

"সদ্য-সমাপ্ত পেপসি এশিয়া কাপ প্রতিযোগিতায় কেবল ক্রিকেটের কাপটি জয় করেই পাকিস্তান দেশে ফিরেছে– বললে কমই বলা হবে। টেলিভিশনের পর্দায় পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার খেলাগুলো দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে– পাকিস্তান শুধু কাপ নয়,

www.pathagar.com

আমাদের এক নম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে বাঙালী দর্শকদেরও জয় করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। পাকিস্তানীদের জন্য একটি দুর্লভ অর্জন তো বটেই।

কিন্তু, সেভাবে বাঙালী তরুণ-তরুণীদের নাচতে গাইতে এবং কপালে, গালে, বুকে পাকিস্তানী নিশান সেঁটে উন্মাদের মতো মাতম করতে দেখা গেল, তাতে এদেশে পাকিস্তানপন্থীদের চেষ্টা অনেকটাই সফল বলে ধরে নেয়া যায়। ব্যাপারটি নিয়ে অনেককে দুশ্চিন্তাও প্রকাশ করতে দেখলাম। ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত ব্যক্ত করলেন। কেউ কেউ বললেন, দেখলেন এদের লাজলজ্জাটি পর্যন্ত নেই। এরা কি বাঙালী না পাকিস্তানী। কেউ বললেন ওরা বাঙালী হতেই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন বলে বসলেন, আরে এসব ছেলেমেয়েকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। কিন্তু ঢাকার মাঠে সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের একশ্রেণীর তরুণ যে হুল-স্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল তাতে খেলার বাইরেও বিষয়টি ভাবিয়েছে বহুজনকে ভাবটা যেন এমন যে, তোমরা দেখে নাও, আবার আমরা পাকিস্তানে ফিরে যেতে তৈরি। এই যে দেখ না আমাদের গালে, বুকে কপালে পাকিস্তানী নিশান।"

আবুল মনসুর আহমদ on দ্বিজাতিতত্ত্ব

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদের উক্তি অভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। তিনি লিখেছেন :

"অথচ প্রকৃত অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই দ্বিজাতিতত্ত্বও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার- লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই। তাতেও বিভ্রান্তের কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে পাস্তিান শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে।

তার মানে রাষ্ট্র নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্রনাম রাখিয়াছেন 'পাকিস্তান।' আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি 'বাংলাদেশ' এতে বিভ্রান্তির কোন কারণ নাই।"

আবুল মনসুর আহমদ
"আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর", পৃষ্ঠা ৮০৮।

www.pathagar.com

বসন্ত চ্যাটার্জী on দ্বিজাতিতত্ত্ব

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বসন্ত চ্যাটার্জী ১৯৭৩ সালে নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে" তে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বিশেষত: ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন :

> "Ever since the emergency of Bangladesh, even the highest in our country have been shamelessly claiming that the event has destroyed the two nation theory. Somebody should ask these hypocrites if they could give one good reason for separate existence of Bangladesh after the destruction of the two nation theory. If the theory has been demolished as they claim, then the only logical consequence should be the re-union of Bangladesh with India, as seems to be the positive stand of Bangladeshi Hindus, could thes highly placed people, Who are all the Time drumming the false news of the death of the two nation theory propore..... that since the theory on the strength of which he had in 1947, exists no more, the country had better revert to its old position of subservience to Calcutta?"

Basant Chatterjee
Inside Bangladesh to-day
Chand & Co
New Delhi, 1973, Page-150.

উপরোক্ত বক্তব্যে 'বাংলাদেশী হিন্দু' সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থটির ১৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

> "The extent to which we and India are respected and honored by the elite have can be judged from the fact that many top ranking lawyers, barristers. profesors and other scoller have sincerely confided to us in private conversation that they world have felt far more secure and satisfied if India had straightway turned the province into a special state of hers by just adding a claous 371 to her constitution."

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ও বাঙালী

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম বাদ দিয়ে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' আমদানির চেষ্টা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের অনশনের দ্বিতীয় দিনের সভায় পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেন–

"আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় হবে একটাই 'বাঙালী'। অন্য পরিচয় থাকলে তা থাকবে শুধু ঘরের ভিতর।"

আবদুর রাজ্জাক (পানি সম্পদ মন্ত্রী)

"সাংবিধানিকভাবেই আমরা এখনও বাঙালী এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতি। সংবিধানের মাথায় বিসমিল্লাহ লাগিয়ে সেই পরিচয় মুছে ফেলা যায়নি।"

খাদ্য উপমন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়

কলকতার পত্র-পত্রিকা তখন এনিয়ে খুব হৈচৈ করেছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর ২৭ শে মাঘ ১৩৫৭, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ সংখ্যায় পত্রিকাটি ঢাকাস্থ প্রতিনিধি সকালান্দ সেন প্রেরিত সংবাদটি তুলে ধরা হলো :

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হিন্দুধর্মের ছাপ? ঢাকা, ৬ই ফেব্রুয়ারি মহামান্য আগা খাঁর বক্তৃতায় অংশ বিশেষের সূত্র অবলম্বন করে স্থানীয় হিন্দু এবং বাঙালী বিদ্বেষী ইংরেজী দৈনিক "মর্ণিং নিজউ" সাংবাদিক সততাকে কিভাবে পদদলিত করেছে: তাই দেখুন। মহামান্য আগা খাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে তিনবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "A Muslim University" বলে গৌরব বোধ করেন। অথচ এখনও আজাদী লাভের পরেও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হিন্দু ধর্মের ছাপ রয়েছে। মর্নিং নিউজ" বস্নক ছেপে তা প্রমাণ করেছেন এবং সংবাদের স্তম্ভে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে ন্যক্করজনক হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করেছেন– সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সপ্তাহে। "মর্ণিং নিউজ" প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের চিহ্নবাহী এই প্রতীকের ছবিত্ত প্রকাশিত হয়েছে।"

মর্নিং নিউজ বলেছে–

"There are four emblems on it : A Swastika, typifying Nazi Hindu cultures, a lotus, the Hindu symbol of learning, an

www.pathagar.com

Asoka Chokra (wheel) and of course to oppease Muslims a Crescent. The crest first adopted in 1921, when the Decca University was founded still continues to be the emblem for the advancement of fearning in the Muslim State of Pakistan."

দেশ বিভাগ প্রশ্নের বাসব সরকার

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত অধ্যাপক বাসব সরকার লিখেছেন :

"ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে সেদিনের ঐতিহাসিক পুরুষদের দায় দায়িত্বের বিচার যেমন নিশ্চয়ই করতে হবে, তেমনি একথাও সম্ভবত মেনে নিতে হবে যে, সেদিন পাকিস্তান না হলে হয়তো আজকের বাংলাদেশ হতো না।.....

এক হিসেবে একথা বলাও হয়তো অতিশযৌক্তি নয় যে, পাকিস্তান আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান জনগণের জীবনে সামাজিক বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর।.....

পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনসমাজের চিন্তায় চেতনায় এক যুগান্তর ঘটায়।... লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হওয়ার মাত্র আট বছরের মধ্যেই পাকিস্তান কায়েম হয়। সময় ও পরিবেশ নি:সন্দেহে জিন্নাহ সাহেবের অনুকূলে ছিল। কিন্তু সময় ও পরিবেশের আনুকূলেই এর সার্থকতা এই ব্যাখ্যা নিতান্তই একপেশে। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যেই নিহিত।

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, জীবন দর্শনও বটে, ইসলামের একটা সামগ্রিক রূপ আছে, যা নিছক ধর্মের স্তর অতিক্রম করে সামাজিক মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, সামাজিক মানুষের আচরণবিধি এবং সামাজিক মানুষের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ তার রাষ্ট্রব্যবস্থা সবকিছুই ইসলামের অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত হতে পারে। মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি ধর্মের সঙ্গে আদ্যান্ত একাত্ম করে তোলায় সম্ভাবনা ইসলামের অনুশাসনে প্রবল।"

বাসব সরকার
'সামাজিক বিপ্লব পরিচয়' (কলকাতা)
একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, বর্ষ-৪১
সংখ্যা-৬-৭ পৌষ-মাঘ ১৩৭৮।

www.pathagar.com

কবির চৌধুরীর ধর্মচিন্তা

বাংলাদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক (বর্তমান জাতীয় অধ্যাপক) কবীর চৌধুরী ইসলাম ধর্মকে অন্য সাধারণ ধর্মের স্তরে নামিয়ে এনে লিখেছেন :

"ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির বাস্তব ও প্রকৃত প্রয়োগ ঘটাতে হবে। ধর্মাচরণ হবে একান্তভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনীতি এবং কোনো রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকা চলবে না। কোনো ধর্ম শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন রকম সরকারী আনুকূল্য বা বিরোধিতা লাভ করবে না। জাতীর শিক্ষা ব্যবস্থা হবে পূর্তিই ব্যথা প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ।"

কবীর চৌধুরী, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে" : পরিচয় (কলকাতা) একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা : বর্ষ-৪১, সংখ্যা-৬-৭, পৌষ-মাঘ ১৩৭৮।

বাংলাদেশের পরিচয় সম্পর্কে শেখ মুজিব

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

"ভারতের, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে যে সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। একজন অফিসার সে প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এই হীনমন্যতা হইতেই। আমাদের রেডিও-টেলিভিশন হইতে কুরআন তেলাওয়াত, আমসালামু আলাইকুম ও খোদা হাফেজ বিতাড়িত হইয়াছিল এবং সবের স্থান দখল করিয়া ছিল সুপ্রভাত 'শুভসন্ধ্যা' ও শুভরাত্রি এই কারণেই। বাংলাদেশের জনসাধারণ আমাদের স্বাধীনতার এই রূপ দেখিয়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল এমন পরিবেশেই শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন এ মুহূর্তে এই কুয়াশা দূর করিয়া দিয়াছিল। ১০ই জানুয়ারী ঐ একটি মাত্র বক্তৃতার প্রদানে বাংলাদেশের আসমান হইতে ঐ বিভ্রান্তির কাল মেঘ মিলাইয়া গিয়াছিল, শেখ মুজিব তার বক্তৃতায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আশু প্রয়োজনীয় ঘোষণা করিয়াছিলেন : (১) আমি মুসলমান : আমার বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র (২) আমাকে মুক্তি দেয়ার জন্য আমি মিঃ ভুট্টোর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার দরুণ আমি দুই অঞ্চল

www.pathagar.com

মিলিয়া এক পাকিস্তান রাখিবার তার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। বাংলাদেশ, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রই থাকিবে। তাদের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর যে অকথ্য যুলুম করিয়াছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নাই, তবু বাঙালী জাতি তাদের ক্ষমা করিয়া প্রমাণ করিবে বাঙালী জাতি কত উদার। (৩) আমি মিঃ ভুট্টোর সাফল্য কামনা করি। তিনি আমাদের সাফল্য কামনা করুন। তারা সুখে থাকুক, আমাদেরও সুখে থাকতে দিন। শেখ মুজিবের এই তিনটি ঘোষণাই জনগণের অন্তরের কথা ছিল। বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া সেই বিশাল জনতা শেখ মুজিবের উক্তি সমর্থন করিয়াছিলেন। উপনেতা ও কর্মচারীরা না জানলেও নেতা জানিবেন ও জনগণ বুঝিবেন, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয় বটে, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র।"

আবুল মনসুর আহমদ
"আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর"
পৃষ্ঠা ৭৭১-৭৭২।

উক্ত গ্রন্থের ৮০৮ পৃষ্ঠায় আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

"অথচ প্রকৃত, অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই, দ্বিজাতিত্ত্ব ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। তার সাথে রাষ্ট্র নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান।' আমরা পূর্ববীরা রাখিয়াছি 'বাংলাদেশ' এতে বিভ্রান্তির কোনোও কারণ নাই।"

রাজিয়া খানের উক্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাজিয়া খান এই জ্যৈষ্ঠ মাসে সুদীর্ঘ এক রবীন্দ্র-বন্দনায় এক জায়গায় লিখেছেন :

www.pathagar.com

"এত রবীন্দ্রভক্ত হয়েও আমরা শিক্ষাঙ্গনগুলোকে একঘেঁয়ে প্রাণহীন শিকলে বেঁধে রেখেছি। আশির দশকের শেষের দিকে আমি গাছতলে জড়ো করেছি ছাত্র-ছাত্রী, শুরু করেছি বক্তৃতা, উৎপাত ঘটল রাখালহীন গরুর আগমণে, আমাদের ক্যাম্পাসে সে কত রকমের বিপত্তি। ছাই পড়ল আমার 'তপোবন বিদ্যালয়ের স্বপ্ন'।"

রাজিয়া খান
"জাতীয় চরিত্রে বৈদগ্ধ্য চিত্রনাট্য চুরি"
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭।

রবীন্দ্রনাথের তপোবনের হিন্দুত্ব

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শায়দীয় দেশ ১৪০৫ সংখ্যায় তপোবন-বিদ্যালয় সমপর্কে সতেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :

"১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। নাম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য, এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ এবং এই বিদ্যালয়ের চরিত্র সহজেই আন্দাজ করে দেখা যায়। আদর্শ হল প্রাচীন ভারতের তপোবন। শিক্ষকরা গুরু, ছাত্ররা ঋষি কুমার। তপোবন যে ঐতিহাসিক সত্য শুধু অতীতের নয় চিরকালের সত্য। এ আদর্শ যে মোটেই কালাতিক্রান্ত নয়, অবিলম্বে এ কালের জীর্ণ ভারতবর্ষকে উদ্বিগ্ন করে এক মহাজীবনের আবির্ভাব ঘটবে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দু মাত্র সংশয় ছিল না। তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্বভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি। অন্তত তখন মনে হয়নি। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি অল্প বিস্তর গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে অনেক পরে তপোবনের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয়ে তিনি নিজেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আপাতত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ের কথাই বলি। নিয়মাবলীতে বলা হল, 'ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করতে চাই।" অনতিকাল পরে দেখা গেল, এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ আর হিন্দু ধর্ম এক হয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের জীবন চর্চায় প্রাচীন ভারত দেখতে দেখতে হিন্দু ভারত হয়ে উঠল। হিন্দু ধর্মের বর্ণাঢ্য ছটামন্ডলের সম্মোহনে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের সংহিতায়,

www.pathagar.com

অনুশাসন, বর্ণাশ্রম নির্দিষ্ট ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ্য গরিমা সবই ঢুকে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন অব্রাহ্মণ শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রনম্য নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়
'রবীন্দ্র মননে হিন্দু ধর্ম'
শারদীয় দেশ ১৪০৫
কলিকাতা পৃষ্ঠা ৩১৩।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান

উপমহাদেশের স্বনামধন্য সাংবাদিক সাহিত্যিক (উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র "দৈনিক আজাদ" এবং মাসিক মোহাম্মাদী'র সম্পাদক) আবুল কালাম শামসুদ্দিন রবীন্দ্রনাথের "হিন্দু-মুসলমান" সম্পর্কে লিখেছেন :

"বস্তুত: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর তথা হিন্দুত্বের পরিপোষক বিষয়সমূহ চালু করে বুঝাবার এই চেষ্টা চলছিল যে, এ সবই হলো বাঙালী ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। কাজেই হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও এ সবে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিছু সংখ্যক তরলমতি তরুণদের মনে এ প্রচারণার প্রভাব পড়ে নাই। এ কথা বলতে পারি না। তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, মুসলমান ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা হিন্দু-মুসলমান। বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এই হিন্দু-মুসলমান সৃষ্টির চেষ্টাই অব্যাহত গতিতে শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে। মুসলমান তরুণদের একশ্রেণী এ প্রচারণায় এতটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে এদেরই গুরু স্থানীয় জনৈক চিন্তাশীল মুসলমান অধ্যাপক (কাজী আব্দুল ওদুধ) এক প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় লিখেই ফেলেছিলেন যে, এদেশী মুসলমানরা হচ্ছে 'হিন্দু-মুসলমানী'।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯।

মুসলমানদের বাঙালিত্ব

মুসলমানদের ওপর বাঙ্গালীত্বের নামে হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়ার পরিণাম কিন্তু শুভ হয়নি। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন :

www.pathagar.com

"হিন্দুদের বিকাশ হবে হিন্দুত্বের ভিতর দিয়ে বাঙালীর বিকাশ হবে বাঙালীত্বের ভিতর দিয়ে। বেশ তাহলে মুসলমানের বিকাশ হবে কিসের মধ্য দিয়ে? সে যে হিন্দু নয় সেটা তো সুস্পষ্ট, কিন্তু সেও তো বাঙালী। তার বাঙালীত্ব কি একটু স্বতন্ত্র নয়? অবিকল হিন্দু ধাচের? বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে গেলে সে তো প্রতিবাদ করবেই, সেতো বলবেই "আমরা বাঙালী নই, আমরা মুসলমান।" কথাটা আমি যেমন মুসলমানের মুখে শুনেছি তেমনি হিন্দুর মুখেও শুনেছি, "ওরা মুসলমান অথবা বাঙালী।" এটা তো আমাদেরই স্বখ্যাত দলিল। ইংরেজের কাটা খাল নয়। খালটা বাড়তে বাড়তে পদ্মানদীর চেয়েও প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে।"

অন্নদাশঙ্কর রায়
'প্রবন্ধ সমগ্র', তৃতীয় খন্ড
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩ পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল ছিলনা

আশ্চর্য্য পাকিস্তান হাসিলের পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতে নজরুল ইসলামের কোন নাম গন্ধ ছিল না। সব হিন্দু। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও শিক্ষামন্ত্রী) আবুল ফজল লিখেছেন :

"এর মধ্যে আমি করে বসলাম এক বোকামী। পাকিস্তান হয়েছে অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ঘটেনি কোন রদবদল। পাকিস্তানে মুসলমানরা স্বভাবতই এখন নিজেদের জীবনের কিছুটা প্রতিফলন পাঠ্য তালিকায়ও দেখতে চায়। কিন্তু তা হয়নি, উল্টো নতুন করে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ প্রবন্ধ" আর ঐ গ্রন্থের এমন সব রচনাগুলোও যাতে লেখক মুসলমান আর মুসলিম ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট কটুকথা বলেছেন– এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজের মনোভাব কারো অজানা থাকার কথা নয়। ডকটর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তখন বাংলা বিভাগের সুপারনোমরি অধ্যাপক (পাকাপাকি অধ্যাপকও হতে পারেন) তাকে এ সম্পর্কে আমি একখানা ব্যক্তিগত চিঠি লিখে অনুরোধ জানালাম– মুসলমান আবেগ অনুভূতি ধ্যানধারণা আর রুচিতে যেসব রচনা আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে, তা এখন পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ

www.pathagar.com

দেয়াই উচিত। আর উচিত এখন থেকে মুসলমান লেখকদের কিছু কিছু বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা। তা হলেই পাকিস্তান হাসিলের সঙ্গে রক্ষিত হবে সংগতি আর মুসলমানদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনা পাবে কিছুটা তৃপ্তি। আমার এ লেখার পর না, আমার লেখার জন্য নয়, ডনের সম্পাদকীয়ের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এবার কিছু কিছু রদবদল শুরু হলো কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন, জসীমউদ্দীন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় নজরুলেরও ছিল না পাত্তা।"

আবুল ফজল
'রেখাচিত্র' পৃষ্ঠা ৩০৮-৩১১।

মুসলিম গায়কদের হীনমণ্যতা

সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমদ আক্ষেপ করে বলেছেন :

"একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আধুনিক মুসলমান গায়কদের মধ্যে ইসলামী গান গাওয়ার রেওয়াজটা উঠে গেছে। যে ইসলামী গানের রসধারা পান করে ঘরে ঘরে বাংলার মুসলমান সঙ্গীতমনা হয়ে উঠেছে। ক'বছরে শিল্পীরা সেই ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ইসলামী গানকে একেবারে বর্জন করে বসবে, এটা ভাবতেও দু:খ হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যে কোনো গানের আসরে গায়ক গায়িকামাত্রই কোনো একখানা আধুনিক গানের পরেই গেয়ে উঠেছেন একখানা ভজন। আর আমাদের এখানকার শিল্পীরা ইসলামী গান গাওয়াটা যেন হীনমন্যতা মনে করে গান না।"

আব্বাস উদ্দীন আহমদ
'আমার শিল্পী জীবনের কথা',
প্রতিপক্ষ : ঢাকা : তৃতীয় সংখ্যা
জানুয়ারী ১৯১১ : পৃষ্ঠা ১০০-১০১।

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত 'নবজাতক' পত্রিকায় পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"আপনার গুরুদের যে এত বড়ো ঋষি উত্তর কালের ইতিহাসকি তা জানতো? সমস্ত ঘটনাটা যেন এক মন্ত্রঘটিত ব্যাপার– ঐন্ত্রজালিকের কান্ড বলে মনে হয়। আমাদের মাতৃভাষায় কী জাদু তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন

www.pathagar.com

যার শক্তিতে একটা গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল জীবন বাজি রেখে। অমন যে ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রুকুটিতাও তুচ্ছ হয়ে গেল।"

জেবতী ভূষণ ঘোষ
নবজাতক (কলকাতা)
'স্বাধীন বাংলাদেশ', সংখ্যা-অষ্টম,
বর্ষ- তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭৮।

জাতীয় সংগীত

বাংলাদেশর জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মন্তব্য হলো :

"বাংলাদেশের জাতীয়তা আজ ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলা" জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ইতিহাসের এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা যে একই কবির রচিত দুটি সঙ্গীত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত।"

বিবেকানন্দ মুখপাধ্যায়
বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, নবজাতক (কলকাতা)
স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা- অষ্টম
বর্ষ- তৃতীয় ও চতুর্থ, সংখ্যা-১৩৭৮।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের পরিচয়

কংগ্রেস অখন্ড ভারত চেয়েছিল। মুসলীম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি দাবী করে ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে। মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন জিন্না সাহেব। কংগ্রেস নেতা ছিলেন সূর্যসেন। পূর্নেন্দু দস্তিদার লিখেন :

"সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন। অস্তাগার লুণ্ঠনে তার প্রধান সহযোগী অম্বিকা চক্রবর্তী চট্টগ্রাম কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেসের মনোনয়নে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। অপর চারজন সহযোগী নির্মল সেন, গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ডা: মহিম দাস এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডা: অখয় কুমার দস্তিদায় অস্তাগার লুণ্ঠনকালে অকুস্থলে হাজির ছিলেন না। তবে তারা এই বিষয়ে আগে থেকেই অবহিত ছিলেন এবং লুণ্ঠনকারীদের সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন।"

পূর্ণেন্দু দস্তিদার
'বীরকন্যা প্রীতিলতা', প্রকাশ ভবন, ঢাকা-১৩৭৭
পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

www.pathagar.com

সূর্যসেন-দলের আরও পরিচয়

"এখানে এ কথাটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না শ্রী সূর্য সেনের নেতৃত্বে তখনকার বৈপ্লবিক পার্টির একটা জিমন্যাসটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিপ্লবীরা নিয়মিতভাবে সমবেত হতেন। মুসলমানদের জন্য এই ক্লাবটি ছিল প্রবেশের জন্যে নিষিদ্ধ। কোন মুসলমানের জন্য এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া কালী মন্দিরে দেবী কালীর পূজা সম্পূর্ণ করে তার পাদপদ্ম স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ না করলে কেউই সেই বৈপ্লবিক দলের সদস্য হতে পারত না। দলের নেতা শ্রী সূর্যসেন তার দলের নবাগতদের ব্যক্তিগতভাবে কালী মন্দিরে একটি ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করাতো। এ জন্যই মুসলমান যুবকেরা চট্টগ্রামের মাদার বাড়ীতে স্থাপন করে তাদের নিজস্ব ক্লাব যা মাজার বাড়ীর ক্লাব নামে সাধারণে পরিচিত।" শ্রী সূর্যসেনের বিপ্লবী পার্টির অন্যতম সদস্য শ্রীমতী কুন্দ প্রভা সেন তার ১৭৬২ সালে প্রকাশিত "কারাস্মৃতি" নামক পুস্তকে এই সব তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং শ্রী সূর্যসেনের বিপ্লবী পার্টির অন্য এক সদস্য শ্রী পূর্ণেন্দু চন্ডিদাসের "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" নামক পুস্তকেও তার পুনরমোদন রয়েছে।"

এস এ সিদ্দিকী
'ভুলে যাওয়া ইতিহাস' চট্টগ্রাম, ১৯৭৫
পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫।

সূর্যসেন দলের শপথ

শ্রীমতী কুন্দাপ্রভা সেনগুপ্তা "কারাস্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন :

> "আমি পিছু পিছু চললাম, কিছুদূর গিয়ে একটি মন্দিরের কাছে দুজনে পৌছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাস্টারদা আর আমি ভিতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জালালেন। দেখলাম ভীষণ দর্শনা এক কালী মূর্তি। মাস্টারদা একহাত লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মায়ে সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা কর। ওখানে বেল পাতা আছে। আমি বুকের মাঝখানের চামড়া টেনে ধরে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত বের হলো, তা বেলপাতায় করে মাষ্টারদার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মায়ের চরণে দিয়ে বল জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, দেশের কাজ ছাড়ব না। আমি অসংকোচে মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে ঐ প্রতিজ্ঞা করলাম।"

www.pathagar.com

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মুসলমান-১

শ্রী বিশ্ববিশ্বাস রচিত "বিপ্লবী সূর্যসেন (মাস্টারদা)" গ্রন্থে ১০৮ থেকে ১১০ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

"ধলঘাটের গুপ্ত আড্ডায় কল্পনা ও প্রীতিলতাকে পেয়ে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পকিল্পনায় আবার হাত দিলেন সূর্যসেন। ধলঘাটের যুদ্ধের পর প্রীতিলতা কল্পনাকে নিয়ে কুটির আশ্রয়ে এলেন তিনি। তিন মাসের মধ্যে তাদের তৈরি করবার ভার দিলেন তিনি তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। এবার শুরু হলো কল্পনা ও প্রীতিলতার পলাতক জীবন। তারা টারগেটিং (লক্ষ্যভেদী) এক অস্ত্র চালনা শিক্ষা করেন তারকেশ্বরের নিকট। নির্জন সমুদ্রতীরে হতো এ শিক্ষা। তিনমাস পর। সূর্যসেন এখন কাট্টালীর আস্তানায়। জৈষ্ঠপুরা গ্রামের কুটির আশ্রয় ছেড়ে তিনি এসেছেন কাট্টালীর আস্তানায়। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের তারিখ স্থির হলো ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ শনিবার রাত্রি ১০টা। অধিনায়িকা বিংশতিবষীয়া বালিকা রাণী-প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা। প্রীতিলতার পুরুষ বেশ সামরিক পোষাক, খাখি পায়জামা, সার্ট পরিধানে মাথায় মেলিটারি টুপি। সঙ্গে রিভালভার, সঙ্গী গ্রাম্য মুসলমানদের পোশাক পরিহিত মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালী দে, শান্তি চক্রবর্তী প্রফুল্ল দাস। ক্লাবের দশ গজ দূর শায়িতা প্রীতিলতা। তিনি বললেন :

বিশ্বের ঘুম আমার চোখ দুটিকে আচ্ছন্ন করেছে। আমি পটাশিয়াম খেয়েছি। আমার এই আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে যাও, মাস্টারদাকে প্রণাম দিও। তোমাদের জন্য রইলো এই জীবনের শেষ শুভেচ্ছা। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। মিলিটারী লরীর সন্ধানে আরো এগিয়ে আসছে। মহন্দ্র চৌধুরী প্রীতিলতার রিভলবার নিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। পড়ে রইল ঘামের উপর প্রীতিলতার মৃতদেহ।

প্রীতিলতার দেহ তল্লাশী করে পাওয়া গেল পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান, ইন্ডিয়ান রিপালিকান আর্মির নোটিশ, শ্রীকৃষ্ণের ছবি, রামকৃষ্ণের ছবি, প্রবন্ধ ও স্বীয় কার্যভারের বিবৃতি।"

"কি কারণে বলা যায় না, অস্তাগার লুণ্ঠনের জন্য বিপ্লবীরা ১৮ ই এপ্রিল দিনটি বাছিয়া লইয়াছিল পরবর্তী দুই দিন চট্টগ্রামে মুসলমানদের কয়েকটি সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ছিল। তন্মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ

www.pathagar.com

স্যার সাফায়াৎ আহমদ খান। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলের মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন ড: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। .... এদিকে উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের দল ধূম স্টেশনের নিকট রেল লাইনের ফিস প্লেট অপসারিত করিয়া একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করে। কিন্তু ইহাতে ট্রেনখানির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবু ড: শাফায়াত আহমদ জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া কলকাতা হতে আগত মেল ট্রেনখানি কয়েক ঘন্টা দেরিতে পরদিন চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছে।.....

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ
'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম'
পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মুসলমান-২

"মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদের মাথায় ছিল তুর্কী টুপি, গায়ে বিশেষ রকমের ব্যাজ, সম্মেনের পর পরই আরম্ভ হলো বিপ্লবীদের অভিযান, আর অভিযান শেষে বিপ্লবীদের পালাবার পথে দেখা গেলো, সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদের ব্যবহৃত অনুরূপ তুর্কী টুপি ও বিশেষ করমের ব্যাজ। তাতে আপাতত দৃষ্টিতে সহজেই মনে হতে পারে, অস্তাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঐ কনফারেন্স কর্মীরা। সরকারের কাছেও তাই মনে হয়েছিল।"

এম এ সিদ্দিকী
'ভুলে যাওয়া ইতিহাস'
চট্টগ্রাম ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১১১-১১২।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মুসলমান-৩

এই কনফারেন্সের যৌথ সম্মেলন কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল তরুন উকিল এ.এম মাফাখখার (সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলীর শ্বশুর) তার "স্মৃতির মিনার"-এ (মুনশী প্রকাশনী, ঢাকা-১৩৯১) লিখেছেন :

"অস্তাগার লুণ্ঠনের সময় বিদ্রোহীগণ যে ইউনিফরম পরেছিল তা আমাদের স্বেচ্ছা-সেবকদের ইউনিফরমেরই অনুরূপ ছিল। তাদের পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাতেও কয়েকটি ইউনিফরম পাওয়া গিয়েছিল। ফলে আমার ও তার

www.pathagar.com

কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: উইলকিন সনের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ করতে সক্ষম হই।"

অনুশীলন দলের অর্থ সংগ্রহ

শ্রী সুপ্রকাশ রায় রচিত "ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেন, 'অনুশীলন' দলের প্রতিজ্ঞায় পত্রের ঙ'র ১ ধারায় লেখা ছিল :

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎকর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতিলব্ধ অর্থের এক কপর্দকও আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদের পরিচালকের হস্তে অর্পন করিবো। আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবো।"

সূর্যসেনের একটি হত্যা কর্মসূচী

শ্রী বিনু বিশ্বাস রচিত বিপ্লবী সূর্যসেন (মাস্টারদা) গ্রন্থের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে :

"আমানুল্লাহর হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সূর্যসেন। এর জন্য তিনি নবদীক্ষিত বিপ্লবী চৌদ্দ বছরের কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্যকে নির্বাচন করলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান হরিপদ টোলের ছাত্র মাত্র চৌদ্দ বছরের বালক, সূর্যসেন ঐ বালকের সহিত অল্প পরিচয়ে এর ভিতরে এক অতলস্পর্শী হৃদয়ের সন্ধান পান, তিনি বুঝলেন এই ব্রাহ্মণ বালক তুলনাহীন আত্মিক শক্তিবলে বলীয়ান। গৌরকান্তি এই সরল শিশু সকল সন্দেহের অতীত। (১৯৭১ সালে ৩০শে অক্টোবর।)

নিজাম পল্টন খেলার মাঠে ফাইনাল খেলার বিজয়ী দলকে পুরস্কার দানের অনুষ্ঠানে। আজ এই সভায় উপস্থিত জেলা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার এবং গোয়েন্দা পুলিশের বড় কর্তা খান বাহাদুর আমানুল্লা। সভা শেষ। গোয়েন্দা কর্তা আমানুল্লা ফটকে কতিপয় ভদ্র লোকের সহিত আলাপ করেন। অস্ত্রধারী দেহরক্ষী পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এমন সময় 'গুড়ুম', 'গুড়ুম' চারটি গুলীর শব্দ। মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল আমানুল্লাহ রক্তাপুত প্রাণহীন

www.pathagar.com

দেহ। ভিড়ের মধ্যে ধরা পড়লেন চৌদ্দ বছরের বয়সের কিশোর হরিপদ ভট্টাচার্য হাতে টোটা ভরা বিভলবার।"

মুজিব নগর সম্পর্কে শেখ মুজিব

শেখ মুজিব কিন্তু মুজিব নগরের নামই শুনতে পারতেন না। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ এম.পি, মরহুম এম. এ হোছাইন লিখেছেন :

"দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ৭৪ সনে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত সতেরই এপ্রিল, সেদিন প্রবাসী বংলাদেশ সরকার কুষ্টিয়ার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেছিল ৩ তারিখটি বার বার এসেছিল। এ দিনটি স্বাধীন বাংলার মানুষ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে খুবই পবিত্র দিন বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু শেখ সাহেবের জীবিতকালে ঐ স্থানে তিনি নিজে তো কোন বছরই যাননি এমনকি পার্টির কাউকে যেতেও দেননি। ঐ দিনকে স্মরণ করে কোন আলোচনা অনুষ্ঠানও হতে দেননি।"

এম এ মোহাইমেন
'ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর'।

শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন

শেখ মুজিব তাজউদ্দিনের রেষারেষির শুরু তাদের ছাত্রজীবন থেকে। শেখ মুজিব করতেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আর তাজউদ্দিন করতেন অসাম্প্রায়িক রাজনীতি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদর উদ্দীন লিখেছেন:

"তাছাড়া আরও গুরত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, ঢাকার কামরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মাদ তোয়াহা, তাজুদ্দীন আহমদ, আলি আহমাদ প্রমুখ যারা তখন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি গঠনেরচেষ্টা করেছিলেন তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেখ মুজিব ছাত্র রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের সাথে একজোট হয়েই মুসলিম ছাত্রলীগ গঠণ করেছেন। শুধু তাই নয়। পরবর্তীকালে তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিহার করতে অক্ষম হয়ে মুসলীম ছাত্রলীগ এবং পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী মুসলিম গীগের নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একজন হয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে নিমজ্জিত থেকেছিলেন ....।"

বদরুদ্দিন উমর
ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ২৯।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন প্রাপ্য সম্মান পাননি

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবির "ইতিহাসে উপেক্ষিত মুজিব নগর সরকার" শীর্ষক নিবন্ধে তাজউদ্দিন আহমদ সম্পর্কে লিখেছেন :

"যুদ্ধকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারতকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বি এস এফ-এর উধর্ষ্তন কর্মকর্তা তাজউদ্দিন আহমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে। শ্রী চট্টোপাধ্যায় আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বলেছেন, সেই সময় তাজউদ্দিন আহমদের প্রচন্ড কর্মব্যস্ত ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের বহু কথা, তিনি বলেছেন, প্রতিদিন তাজউদ্দিন ষোলো থেকে আঠারো ঘন্টা কাজ করতেন? থাকতেন আট নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ির একটি ঘরে, যে বাড়িটি ছিল মুজিবনগর সরকারের সদর দফতর, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মব্যস্ততা তাঁর ভারতীয় নিরাপত্তা প্রধানের জন্য বোঝা হয়ে দাড়িয়েছিল। শরবিন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর না হয় নাওয়া খাওয়ার সময় নেই কিন্তু আমাদের তো ঘর সংসার আছে, তিনি যতক্ষণ জেগে থাকতেন কাজ করতেন, ততক্ষণ আমারও বাড়ি যাওয়ার সুযোগ ছিল না।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিন আহমেদ পুরো সময়টা আট নম্বর থিয়েটার রোডে একা থাকতেন, তাঁর পরিবার থাকতো অন্যত্র। স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের দু:সময়েও তাদের দেখার সময় ছিল না প্রধানমন্ত্রীর। ঈদের দিনও পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সময় হয়নি তাঁর। একবার তাঁর পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছিল। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন তাজউদ্দিনকে তার মরণাপন্ন পুত্রকে দেখতে যাওয়ার জন্য। তাজউদ্দিন বলেছিলেন, আপনারা তো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, আমার সময় কোথায়। আমাকে শরদিন্দু বাবু বলেছেন, আমি করজোড়ে মিনতি করে তাকে বলেছেলাম, স্যার জীবন দু:খ থেকে যাবে শরদিন্দু বাবুর প্রচন্ড পীড়াপীড়িতে তাজউদ্দিন তার মরণাপন্ন পুত্রকে দশ মিনিটের জন্য দেখতে গিয়েছিলেন।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তাজউদ্দিনের মাত্র দুই প্রস্থ পোশাক ছিল। এক প্রস্থ ময়লা হলে নিজের হাতে ধুয়ে অপর প্রস্থ পরতেন। মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর এই কৃচ্ছতা কর্মব্যস্ততা এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতৃত্ব ভারতের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে যে সব

www.pathagar.com

সরকারী কর্মকর্তা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তাঁদের সকলের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো।"

শাহরিয়ার কবির
'ইতিহাসে উপেক্ষিত মুজিবনগর সরকার'
দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, শনিবার ১৭ এপ্রিল ১৯৯৯।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখে তাজউদ্দিন ও শেখ মুজিব

"যে তাজউদ্দিন সাহেব ছিলেন প্রথম বাংলাদেশ সরকার গড়ার প্রথম স্থপতি, যাঁর দেশত্ববোধ নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেই তাজউদ্দিন সাহেবকে শেখ মুজিব নিজে বরখাস্ত করলেন, তাই-ই বা কে কল্পনা করেছিল? যে গণতন্ত্রের নামে শেখ সাহেব সারা জীবন গলা ফাটালেন, শেষে তিনি নিজেই হত্যা করতে গেলেন সেই গণতন্ত্রকে।"

সুনীল গন্দাপাধ্যায়
'পূর্ব-পশ্চিম' দ্বিতীয় খণ্ড,
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৫৭০।

রহস্যপূর্ণ মুজিব বাহিনী

মেজর জেনারেল উবান লিখেছেন :

"The provisional government of Bangladesh which essentially meant the Prime Minister Mr Tajuddin some how did not see eye with Mujeeb Bahini leaders and treated every case of their complaints as fribolous. Colonel Osmany took his orders from his own government and though outwardly friendly to these leaders, did not relish the idea of their running seperate Bahini called Mujeeb Bahini, which was not under his over all command. Gereral Aurora of the eastern command who was ultimately responsible for co-ordinating the whole operation was also

www.pathagar.com

unhappy since Mujib Bahini was not put directly under his command this dispite the fact that I had assured him as a soldier in command of Mujib Bahini that the Bahini would carry out all the tasles given by him for cxecution within Bangladesh teritory; and that I world remain in constant touch with general Auroua to keep him posted with the results. He was not satisfied, since I myself was not being put under his direct command. Gcneral Aurora faild to keep him posted with the results. He was not satisfied, since myself was command. General Aurora failed to understand the reasons fou this peculiar command structure inspite of my best efforts at explanation."

S. S. Uban
'Pahantoms of Chittagong'
PP. 31-32.

বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা মুসলমানরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ তার "বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

"বাংলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান তাই বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান সুবাদারে প্রতিপোষণ পেয়ে, কেবল হিন্দুরাই বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। মুসলমানরাও তাদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন, এবং মধ্য যুগের বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেবধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্য রসের পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য দানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা, সবরকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানব রসাশ্রিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিক প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বজাতিবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুন্নত গ্রহণের ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে

www.pathagar.com

ছয়'শ বছরেও তা পুরা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় "বিশুদ্ধ সাহিত্য" প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন হিন্দু লেখকগণ তখনও দেবতা ও অতিমানর্য জাতির মোহমুক্ত হতে পারেননি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বেশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস বাঞ্ছাই সে জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা বা বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে জীবনে ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায় সংঘাতময় বিচিত্র্য দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।"

আহমদ শরীফ
'বাঙালীও বাঙালা সাহিত্য'
ঢাকা, ডিসেম্বর ১১৭৮, পৃ : ১৮৫।

অবিভক্ত বাংলার বিধান সভায় মুসলমানরাই প্রথম খাটি বাঙালী

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

"সেই অবিব্যক্ত বাংলার বিধানসভার নবনির্বাচিত মুসলমান সদস্যরাই ছিলেন প্রথম খাঁটি বাঙালী। এর আগে রাজনীতিতে আসতেন শুধু বড় বড় জমিদার উকিল ব্যারিষ্টার বা রায় বাহাদুর খান বাহাদুররা। তাদের পোষাক হয় সাহেবী বা চোগা চাপকান। মুখের ভাষা সব সময় ইংরেজী। নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিরা বিধান পরিষদে নিয়ে এলেন বাংলাভাষা। লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবি পরে আসতেও তাদের দ্বিধা নেই, পশ্চিম বাংলার দিকে মুসলমানরা তো ধুতিও পরে নিয়মিত। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বাংলা ভাষায় পেশ করতে লাগলেন। তখন নিয়ম ছিল কোন সদস্য বাংলা বক্তৃতা করলে তা রেকর্ড করা হতো না, বক্তব্যেও সারাংশ ইংরেজীতে তর্জমা করে দিতে হতো। তবু সই তবু তারা বাংলা বলবেনই। বাঙালী হিন্দু নেতারা ততদিনে খদ্দরের ধুতি ইংরেজীর ফোয়ারা ফোটান। কে, কী বললেন সেটাই বড় কথা নয়। কে কত জোড়ালো ইংরেজীর তুবড়ি ছোটাতে পারেন সেটাই যেন গর্বের বিষয়। হিন্দু নেতাদের মধ্যে এরকম একটা হিনমন্যতা যে সর্বসমক্ষে বাংলা বললে লোকে যদি ভাবে লোকটা ইংরেজী জানে না। শিক্ষিত মুসলমানদেরও বালাই নেই যারা ইংরেজী ভাল বলতে পারেন, যেরকম খুলনার সদস্য জালালুদ্দিন হাসেমী ইংরেজী বাংলা

www.pathagar.com

দু ভাষাতেই সমান ভালো বক্তা, তারাও ইংরেজী ছেড়ে প্রায়ই শুরু করতেন বাংলায়। স্বয়ং ফজলুল হক ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকের চেয়েই উঁচুতে তিনি মাঝে মাঝেই ইংরেজীর বদলে শুধু বাংলা নয়, একেবারে খাঁটি বরিশালী বাংলা ভাষায় কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না।"

শুনীল গঙ্গোপধ্যায়
'পূর্ব পশ্চিম', প্রথম খন্ড
৩য় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৭
আনন্দ পাবলিসার্স লিমিটেড
কলকতা, পৃষ্ঠা নং-৯৭ ।

আলেমদের বিশুদ্ধ বাংলা ও সমাজ উন্নয়ন

ধর্মীয় নেতারা অর্থাৎ আলেম সম্প্রদায় পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে ছিলেন সচেষ্ট। সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজল (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী) লিখেছেন :

"আশ্চর্য যে যুগের মুসলিম আলেমদের অনেকেই ভালো বাংলা জানতেন অথচ তখন মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বাংলা ভাষায় এদের অনেকের দখল বেদখলে বিস্মিত হতে হয়। এরা যে শুধু বিশুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতা দিতেন তা নয়, লিখতেনও বিশুদ্ধ বাংলায়। এসব আলেমের কারো বাংলা, আরবী, ফার্সী, উর্দুর জগাখিচুরি ছিল না। শৈশবে যাদের বাংলা পড়ে আমরা মুগ্ধ হতাম নি:সন্দেহে তার মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁর নাম সর্বাগ্নে উল্লেখযোগ্য। আকরাম খাঁর ভাষা-সেভাষা তাঁর "মোস্তফা-চরিত্রে সমস্যা ও সমাধানে আর কোরানের ভাষ্যে রূপ পেয়েছে তা সে যুগের ক্লাসিক ধর্মী সুসংঘবদ্ধ গদ্যের এক চমৎকার নিদর্শন। মাওলানা ইসলামবাদীর গদ্য আরো সরল, সহজবোধ্য ও জনসাধারণের মুখের ভাষার কাছাকাছি ছিল। উত্তর বঙ্গের মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও ও কাফী দুই আলেম ভ্রাতাও সত্যন্ত বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনাময় গদ্য লিখতেন। সে যুগের আলেমরা কি করে এমন চমৎকার গদ্য আয়ত্ত করেছিলেন, তা ভাবলে আজও আমার আশ্চর্য ঠেকে। আরো আশ্চর্য ঠেকে যখন দেখি সে যুগের সব রকম সংস্থা সংগঠনের আরো সামাজিক উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা পরিকল্পনার পিছনে অনেক আলেমরাই রয়েছে সন্নিয় প্রেরণা ও সহযোগিতা।"

আবুল ফজল
রেখাচিত্র, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯।

www.pathagar.com

দুই বাংলার সম্পর্ক রহিত

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত "নবজাতক" প্রত্রিকায় অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী "দুই বাদ একটি তুলনা" শীর্ষের প্রবন্ধে লিখেছেন :

"১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ও তার পরের কয়েক দিনের ঘটনা স্মরণ করুন, যখন পূর্ববঙ্গের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের) রাজধানী ঢাকার কতিপয় যুবক তাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে পাকিস্তান সরকারী ফৌজের গুলীর সামনে নিঃশঙ্কচিত্তে বুক পেতে দাড়ায় ও আত্মাহুতি দেয়। এ দেশের ইতিহাসে এমন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এর আগে আর কখনো ঘটেনি। আমি পাঠকদের এর তাৎপর্য অনুধাবন কার দেখতে বলি। মানুষ আদর্শের জন্য চরম যে আত্মত্যাগ করতে পারে তা হলো আপনার প্রাণ দান। পূর্ব বঙ্গের ছাত্র-যুবকেরা এই চরম আত্মোৎসর্গই করেছিল এবং কী জন্যে? তাদের ক্ষেত্রে আদর্শটা কি ছিল? কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাড়নায় নয়, এমনকি কোনো সামাজিক অন্যায়ের প্রতি বিধানের মনোভাব থেকেও নয়, নিছক একটি সাংস্কৃতিক লক্ষ্য পূরনের জন্য পূর্ববঙ্গের ওই মরণজয়ী শহীদ যুবকেরা গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। মাতৃভাষাটি সম্মান রক্ষাই ছিল এই ক্ষেত্রে সেই সাংস্কৃতিক লক্ষ্য। দুই বাংলার মধ্যে তফাৎটা এতোই জল জ্যান্ত যে, আমার কখনও কখনও এই দুটি দেশকে পরস্পর সম্পর্ক রহিত বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। এতে হয়তো আমাদের আত্মাভিযানে যা লাগাতে পারে কিন্তু প্রকট সত্যের সামনে মাথা নত করে দাঁড়ানোটাই বিধেয়। পশ্চিবঙ্গবাসী আমাদের বরাবর এই আত্মপ্রসাদ যে আমরা একটি সমৃদ্ধ অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় এই ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রূপে আমরা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে আমাদের বিশিষ্ট অবদানের কথাটা সকলকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামধেয় অসামান্য প্রতিভার মানুষটি যে আমাদেরই মধ্যে জন্মেছিলেন সেই স্মরণীয় ঘটনাটি সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হই। যে জন মন্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের জন্ম হয়েছে তার কি সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের আর কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে? এ বিষয়ে আমাদের অভিমান এত প্রখর যে, কেউ যদি বাঙ্গালী অন্যবিধ অনগ্রসতার সমালোচনা করে কিছু বলে, ব্যবসায় বাণিজ্যে শিল্পোদ্যোমে

www.pathagar.com

ইত্যাদিতে আমাদের পিছিয়ে পড়ে থাকাটাকে দু:খের বিষয় মনে করে, অমনি আমরা কবিগুরুকে পুর:সর করে একরাশ কবি শিল্পী-নাট্যকার-গায়কের নাম সকলের চমৎকৃত চক্ষুর সামনে ঝুলিয়ে বেরিয়ে সেই সমালোচনাকে নিরসত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। যেন সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়ানা দেখালেই শত দোষ মাফ, যেন অতীত গৌরবের ডঙ্কা নিনাদ করলেই বর্তমানের সব বিচ্যুতি স্থলন হয়ে যায়। কিন্তু অতীত গৌরবে চিড়ে ভিজে না। যতোই অবাঞ্চিত হোক, এই অখন্ডনীয় সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে। পূর্ববঙ্গের ছাত্র-যুবকেরা সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার জন্য মাতৃভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আমাদের এখানকার ছাত্র-যুবকরা সেরকম কিছুই ঘটনাও নেতৃত্ব দিতে পারেনি। আত্মোৎসর্গ তো দূরস্থান, সংস্কৃতির বা ভাষা লড়াইয়ের কোন ত্যাগই কি তারা দেখাতে পেরেছে?"

নারায়ণ চৌধুরী
দুই বঙ্গ একটি তুলনা
নবজাতক (কলকাতা)
স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা-অষ্টম
বর্ষ-তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা-১৩৭৮
পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯।

হিন্দুরা মুসলমানদের হিন্দুত্বের মধ্যে লীন দেখতে চায়

"হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস কারিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসেবেও, হিন্দুদের প্রজা হিসেবেও। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে হিন্দুরা চাহিত অর্থ আর্য-অনার্য-শক-হুন যেভাবে মহাভারতের সাগরের তীরে 'নীল' হইয়াছিল, মুসলমানেরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে নীল হইয়া যাক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না। হিন্দু মুসলমান হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দুসভার জনতার মত ছিল না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।"

আবুল মনসুর আহমদ
"আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর"
ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯।

www.pathagar.com

ওরা মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বানাতে চায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমান থিওরী মুসলমানকে প্রভাবিত করে হীনমন্য মুসলমান নিজেকে হিন্দু মনে করা শুরু করে। এ সম্পর্কে উপমহাদেশের স্বনামধন্য সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের (দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদক) লিখেছেন :

"বস্তুত : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর তথা হিন্দুত্বের পরিপোষক বিষয়সমূহ চালু করে বুঝাবার এই চেষ্টা চলেছিল যে, এসবই হলো বাঙ্গালী ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য কাজেই হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও এসবের আপত্তি করার কিছুই নেই। কিছু সংখ্যক তরলমতি তরুণদের মনে এ প্রচারণার প্রভাব পরে নাই। এ কথা বলতে পারি না। তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতীতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা হিন্দু-মুসলমান।"

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এই হিন্দু-মুসলাম সৃষ্টির চেষ্টাই অব্যাহত গতিতে শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে। মুসলমান তরুণদের একশ্রেণী এ প্রচারণায় এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে এদেরই গুরুস্থানীয় জৈনক চিন্তাশীল মুসলমান অধ্যাপক (কাজী আব্দুল ওদুধ) এক প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় লিখেই ফেলেছিলেন যে এ দেশী মুসলমানরা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
'অতীত দিনের স্মৃতি'
ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯।

পাঠ্যসূচী হিন্দু কাহিনীতে ভরপুর ছিল

উপরোক্ত উদ্ধৃতির 'বস্তুত' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর উক্তিটির প্রেক্ষিত তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

"আজকাল বিদ্যালয়াদিতে যে সকল সাহিত্য ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত হইতেছে, তাহা হিন্দুর দেব-দেবী মুনি-ঋষি সাধু-সন্ন্যাসী রাজা-মহারাজা বীর-বীরঙ্গনা ইত্যাদি উপাখ্যান ও জীবন-চরিত্র আদিতেই পরিপূর্ণ-হিন্দুর ধর্ম

www.pathagar.com

কর্ম ব্রত-সর্চ্চনা আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মহাত্ম্য বর্ণনাতেই সেইসব পাঠ্যগ্রন্থ অলঙ্কৃত। মুসলমানদের পয়গাম্বর-পীর অলি দরবেশ নবাব, বাদশাহ, পন্ডিত ব্যবস্থাপক বীর বরঙ্গনা আদির উপাখ্যান বা জীবন বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য-কর্তব্য ধর্মাধর্ম, ব্রত, উপাসনা, খয়রাত, যাকাত ইত্যাদির মহাত্মারাজির নামগন্ধও ঐ সকল পুস্তকে নেই, বরঞ্চ মুসলমান ধর্মেরও ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের ভাবই বর্ণিত আছে। ... প্রথম বর্ণ পরিচয় গল্প শ্যামের কথা হরির কাহিনী কৃষ্ণান চরিত্র ইত্যাদি পড়িতে থাকে। যদু-মধু শিব-ব্রহ্মা, রাম, হরি, ইত্যাদি নামেই পাঠ আরম্ভ হয়। কাজে কাজেই আমাদের সরলমতি কোমল প্রকৃতি শিশুগণ বিদ্যালয়ে পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস হয় এবং আমাদের জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাখ্যান ধর্ম কর্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ....

'ছাত্র জীবনের নৈতিক শিক্ষা'
মোহাম্মাদ ফকির উদ্দীন সরকার,
যামানা, ২য় ভাগ
২য় সংখ্যা, জ্যেষ্ঠ ১৩১৬।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও হিন্দুধর্ম এক ছিল

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শারদীয় দেশ ১৪০৫ সংখ্যায় পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সত্ত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :

"১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম চটাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। নাম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ এবং এই বিদ্যালয়ের চরিত্র সহজেই আন্দাজ করে নেয়া। যার আদর্শ হলো প্রাচীন ভারতের তপোবন। শিক্ষকের গুরু, ছাত্ররা ঋষি কনার, তপোবন নয় চিরকালের সত্য এ আদর্শ যে মোটেও কালাতিক্রান্ত নয়, অবিলম্বে এ কালের জীর্ণ ভারতবর্ষকে উদ্ভিগ্ন করে এক মহাজীবনের আবির্ভাব হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দু মাত্র সংশয় ছিল না। তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্ব ভারতীয় হওয়া সম্ভব নয় বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয় ত রবীন্দ্রনাথের অন্তত তখন মনে হয়নি। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি অল্প বিস্তর গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে অনেক পরে তপোবনের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয় তিনি নিজেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আপাতত : বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়কার কথাই বলি।

www.pathagar.com

নিয়মাবলিতে বলা হল "ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করতে চাই।" অনতিকাল পরে দেখা গেল, এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ আর হিন্দু ধর্ম এক হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যালয়ের জীবন চর্চায় প্রাচীন ভারত দেখতে দেখতে হিন্দু ভারত হয়ে উঠল। হিন্দু ধর্মের বর্ণাঢ্য ছটা মন্ডলের সম্মোহনে কমে রবীন্দ্রনাথ একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের সংহিতায় অনুশাসন। বর্নাশ্রম নির্দিষ্ট ভেদাভেদ, ব্রাহ্মন্য গরিমা সবই ঢুকে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা করলেন অব্রাহ্মণ শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রণম্য নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়
"রবীন্দ্র মননে হিন্দু ধর্ম"
শারদীয় দেশ ১৪০৫
কলকাতা পৃষ্ঠা ৩০৩।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে অন্নদা শংকর

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ শ্রী অন্নদাশংকর রায়ও স্বীকার করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ভেতরের স্বতন্ত্র্যটা অত্যন্ত দৃঢ়মূল। হিন্দুও মুসলমান দু'জন দুই মেরুতে অবস্থিত। এদের মিলন অসম্ভব। তিনি লিখেছেন :

"হিন্দুর বিকাশ হবে হিন্দুত্বের ভিতর দিয়ে, বাঙালী বিকাল হবে বাঙালীত্বের ভিতর দিয়ে। বেশ, তাহলে মুসলমানের বিকাশ হবে কিসের ভিতর দিয়ে? সে যে হিন্দু নয় সেটা তো সুস্পষ্ট, কিন্তু সে তো বাঙালী। তার বাঙালীত্ব কি একটু স্বতন্ত্র নয়? অবিকল হিন্দু ধাচের? বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে গেলে সে তো প্রতিবাদ করবেই, সে তো বলবেই, আমরা বাঙালী নই আমরা মুসলমান।" কথাটা আমি যেমন মুসলমানের মুখে শুনেছি তেমনি হিন্দুর মুখেও শুনেছি, "ওরা মুসলমান আমরা বাঙালী।" এটা তো আমাদেরই স্বঘাত দলিল। ইংরেজের কাটা খাল নয়। খালটা বাড়তে বাড়তে পদ্মা নদীর চেয়েও প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে।"

অন্নদাশঙ্কর রায়
'প্রবন্ধ সমগ্র' তৃতীয় খন্ড
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩ পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪।

www.pathagar.com

খালেদ মোশাররফের বিপ্লব

"১৯৭৫ সালের আগষ্টের রাজনৈতি পটপরিবর্তনের পর বেতন বোর্ডের প্রশ্ন আবারও সামনে আসে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক সরকারের সময় এ নিয়ে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। কারণ মোশতাক সরকার কতগুলো মৌলিক বিষয়ে, যেমন– একদল বিলোপ সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ সংশোধন রক্ষীবাহিনী বাতিল এবং পিও-৯ (যার মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই যে কোন ব্যক্তিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যেত) বাতিল করল। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তাঁর কার্যে রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করার কাজ যা তিনি পারেনি। মাত্র ৮০ দিন ক্ষমতায় ছিল। তরুণ সেনা অফিসার ফারুক রশীদ ডালিম এরাই ছিলেন বঙ্গভবনের মূল শক্তি। কিন্তু তারা যেহেতু সেনাবাহিনীর মূল ধারার বাইরে ছিলেন সে জন্য এক শ্রেণীর অফিসারের মধ্যে দারুন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চেইন অব কমান্ড রেস্টোর না হওয়ায় তারা তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেলারেল জিয়াউ রহমানের উপর রুষ্ট হলেন। এর মধ্যে অবশ্য একদল অফিসার ১৫ আগস্টের ঘটনা মেনে নিতে পারেননি তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন সুযোগ এসেও গেলে ৩ নভেম্বর সকাল বেলা বাসা থেকে দেখলাম আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ছে, একটু অস্বাভাবিকই মনে হলো। একটু পরে প্রেসক্লাবে গিয়ে শুনলাম কাউন্টার ক্যু হয়েছে। কে করলেন, কার কি অবস্থা কিছুই বোঝা গেল না সহজে। দুপুর নাগাদ শুনলাম বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে খন্দকার মোশতাক ও ফারুক রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সারা ঢাকা শহরে থমথমে ভাব। রেডিও টেলিভিশনেও কোন খবর নেই। দেশটা কে নিয়ন্ত্রন করছে? পরদিন ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশববিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি বড় মিছিল বের হলো আওয়ামী বাকশালীদের নেতৃত্বে। ছাত্ররাও যোগ দিল। মিছিল চলল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের দিকে। আমি রিপোর্টার হিসেবে মিছিলটি অনুসরণ করলাম। হঠাৎ দেখি শিপিং কর্পোরেশনের জনসংযোগ ম্যানেজার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রকিব উদ্দীন বাচ্চু গাড়ী নিয়ে ঘুরছে। তার গাড়ীতে উঠে পরলাম। ফলো করতে লাগলাম মিছিল। শেখ মুজিবের পক্ষে আওয়াজ উঠল। মিছিল যখন ৩২ নম্বরের মাথায় তন দেখলাম সাদা শাড়ী পরা এক শৌম্যদর্শন বৃদ্ধা রয়েছেন মিছিলে খোজ নিয়ে জানলাম তিনি বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মা। তারা বিদ্রোহ করেছে, কি তাদের উদ্দেশ্য জনগণ বুঝে ফেললেন। আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা যোগ দিয়েছেন এ কথা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। গুঞ্জন

www.pathagar.com

উঠল বাকশাল শাসন আবার ফিরে আসবে। চার তারিখ সকালে শোনা গেল জেলখানায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে সন্ধ্যার পর রহিম সাহেব অবজারভার থেকে আমার বাসায় ফোন করলেন। রাত তখন প্রায় ন'টা। তিনি আদেশ করলেন, অফিসে যেতে গেলাম, রহিম সাহেব বললেন চলেন বঙ্গভবনে যাই। কি ঘটেছে দেখি। কিছুটা ভয় পেলাম। যাবো কি যাবো না ভাবছি। ভাবতে ভাবতেই গাড়িতে উঠেগেলাম। রহিম সাহেব খন্দকার মোশতাকে প্রেস সেক্রেটারী তাজুল ইসলামের মাধ্যমে সব ঠিক করলেন। রাত তখন দশটা। বঙ্গভবনে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখা পেলাম কয়েকজন তরুন সেনা অফিসারের তারা আমাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন সব স্বাভাবিক। আপনারা নির্ভয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বঙ্গভবনে আমরা কিন্তু একটা থমথমে ভাব লক্ষ্য করলাম। ঢুকেই বাঁ দিকে দেখি সেনাবহিনীর অফিসার সব দাঁড়িয়ে। এদর মধ্যে রয়েছেন বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, বিমান বাহিনী প্রধান তাওয়াব ও অন্যরা। সঙ্গে উত্তাপটি টের পেলাম। শুনলাম উপরে কেবিনেট মিটিং চলছে। খুব হৈ চৈ শোনা গেলো। এম এইচ খান খালেদ মোশাররফকে লক্ষ্য করে বললেন, 'খালেদ, প্লিজ সেভ, দ্য সিচ্যুয়েশন।" খালেদ মোশাররফ নির্বিকার দাঁড়িয়ে। তিনি কিছুই বললেন না। এরপর সময় দ্রম্নত বয়ে চললো। আমরা প্রেস সেক্রেটারীর ঘরে বসলাম কি হয় শোনার জন্য। এমন সময় হঠাৎ দৌড়া দৌড়ি শুরু হয়ে গেলো। কে যেন বললেন, বঙ্গভবনের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যে যেখানে আছে। সেখানেই থাকবে। প্রেস সেক্রেটারীর ঘরের দরজা খুলতেই দেখা গেল ভারী অস্ত্র শাস্ত্রসহ সেনা অফিসার ও জোরানরা পজিশন নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। কে যেন বললো কুমিল্লা থেকে খালেদ মোশাররফের বিরোধী সেনাদল আসছে। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাজুল ইসলামের ডাক পড়লো বাইরে। তিনি গেলেন। ভিতরে আমরা তিনজন সাংবাদিক। রহিম সাহেব। গোলাম তাহাবুর এবং আমি। এছাড়াও রয়েছে তদানীন্তন প্রধান তথ্য অফিসার সাংবাদিক মরহুম শামসুল হুদা এবং আরও কিছু সরকারী কর্মকর্তা। তাজুল ইসলাম ফিরে এলেন। এসেই রেডিওতে ফোন করলেন। বললেন, এখনই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষাণা হবে। আমরা কি ঘটছে উপরতলায়। তবে এটুকু দেখেছি কয়েকজন মন্ত্রী খুবই নার্ভাস কেবলই উপর নীচ করছেন। একজন তো তার একান্ত সচিবকে বললেন, প্লিজ টেক কেয়ার অব মাই ফ্যামিলি।' তাজুল

www.pathagar.com

সাহেব আবার উপরে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন একটি কাগজ হাতে করে। রেডিওকে খবরটি দিলেন। কাফী খানের কণ্ঠে ভেসে এলো সে ঘোষণা। ছোট খবর কিন্তু ৩ নভেম্বর থেকে যে অস্পষ্টতা শুরু হয় এ ঘোষনায় তার অবসান ঘটে। পরিষ্কার হয়ে যায় কে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। ঘোষণা দেয়া হলো।" বিগ্রেডিয়ার খালেক মোশাররফকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করা হলো।" আর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অপসাধন করা হলো।" এই ঘোষণার সাথে সাথে বহুভবনের পরিবেশ একটু হালকা বোধ হলো। সেনাবাহিনী যে পজিশন নিয়েছিল তা তুলে নেয়া হলো। রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান ও মিঃ তাওয়াব খালেদ মোশাররফকে জেনারেলের ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। খুব খুশি তিনি। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর এক অফিসার কয়েক জোয়ানসহ প্রেস সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকলেন। সবার হাতে দু'তিনটি করে অস্ত্র। মেশিনগান, বিলবার এসব। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম, অফিসারটি ঘরে ঢুকেই একটি নাতিদীঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি ইংরেজীতে বললেন : "You all are CSP officers. You please co-operate with us. We have brought about a change and ended politics of killing. We are taking care of the killer president Khandaker Mostaque. Four leaders have been killed in the jail." একথা বলে তিন আমাদের বললেন "Follow me" মনে হলো সবাই যাচ্ছে। আমি পিছনের দিকে ছিলাম। আস্তে আস্ত বললাম, All are not CSP officers here. There are some journalists too. তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। একজনকে ইশারায় ডাকলেন বললেন," আসুন আমার সাথে।" তিনি হলেন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী মোমেন উদ্দিনের একান্ত সচিব জামাল উদ্দিন। তিনি গেলেন। মিনিট কয়েকপর ফিরে এলেন। খুব হাসি হাসি ভাব মুখে। কিছুক্ষণ আগে মহাবিপদের সময় এই লোকটিই বাসায় ফোন করে আর স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি খুব বিপদে আছি, মাকে দোয়া করতে বলো।" এখন তিনি খুব খুশী আর চঞ্চল। তাজুল ইসলামকে একটা ফাইল দিতে বললেন। আমরা জানতে চাচ্ছিলাম কি ঘটেছে। মনে হলো একটু আগের বিপদের সাথী জামাল সাহেব এখন আর আমাদের চেনেন না। আমাদের দিকে না তাকিয়েই বললেন : "I have been appointed private recretary to General khaled Mosharraf."

যা হোক তাকে বললাম, ভাই, আমাদের যাওয়ার একটু ব্যবস্থা করতে

www.pathagar.com

পারেন কি? কোন জবাব নেই? গুঞ্জন শুনলাম প্রধান বিচারপতিকে রাতেই বঙ্গভবনে আনা হবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করানো হবে। সব বড় অফিসারকে ডাকা হলো বঙ্গভবনে। আইজি প্রিজনকেও আনা হলো। ইতিমধ্যে জেল কিলিং তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। এরই মধ্যে গম্ভীর ও থমথমে মুখে ফিরে এলেন জামাল সাহেব। বললাম, কি হলো ব্রাদার? তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "I have been dismissed" কেন? কারণ যে ঘোষণা খালেদ মোশাররফ জেনারেল এবং সেনাবাহিনী প্রধান হবেন সেটির মূল কপি খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।..... পরের দিন প্রধান বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হলো। একই সাথে তিনি হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ৫ তারিখ বিকাল বেলা তার শপথ অনুষ্ঠান। বঙ্গভবনে সবাই এলেন। যেখানে সবচেয়ে ব্যস্ত ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ সমর সেন। সমর সেন বাংলাদেশে খুব পরিচিত নাম। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি। তার কর্মব্যস্ততা গোটা পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে সন্দিহান করে তুলল। ৬ তারিখ সারাদিন খুব গুজব চলল। জিয়াউর রহমান কোথায় কেউ জানেন না। তিনি কি বন্দী? ইতিমধ্যে ১৫ আগস্টের ঘটনার সাথে জড়িত অফিসারদের একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারা কোথায় যাবেন কেউ জানেন না বা পরে অবশ্য তারা লিবিয়ায় আশ্রয় নেন।"

রিয়াজ উদ্দিন আহমদ
'সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন'
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩/১০/৯০।

৭ই নভেম্বর সম্পর্কে সন্তোষ গুপ্ত

"জেনারেল খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান করার পর দুদিন গত হলেও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার টেলিভিশনে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ভাষ দিলেন না। ফলে অভ্যুত্থান সম্পর্কে দেশে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। জেলের হত্যাকান্ডের খবর দেশবাসী জেনে যায় সব মিলিয়ে ভারতীয় চক্রান্তের হাত রয়েছে ৩ নবেম্বরের অভ্যুত্থাপনের পিছনে এটি গুজব অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন এদিকে কর্ণেল তাহের তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে সৈন্যদের উত্তেজিত করতে থাকেন। জাসদের বিলি

www.pathagar.com

করা প্রচার পত্রে খালেদ মোশাররফকে দেশদ্রোহী ও ভারতের দালাল আখ্যা দেয়া হয়। মুসলিম লীগের প্রচার পত্রে বলা হয় যে খালেদের এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য হলো বাকশালের পুনরুত্থান। কর্ণেল তাহেরের একটি প্রচার পত্রে সৈনিকদের ১২ দফা দাবীর কথা উল্লেখ রয়েছে। ৬ নভেম্বর গভীর রাতে ৭ (নভেম্বর) সৈনিকদের বিদ্রোহ শুরু হয়। রাত আনুমানিক ২টার দিকে সৈনিকরা ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে আসে।" (গণতন্ত্রের বিপন্ন ধারায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী মেজর নাসির উদ্দিন। পৃ : ১৪৭)

সন্তোষ গুপ্ত
চার জাতীয় নেতা : আমাদের ইতিহাস চেতনার বিভাজন রেখা
দৈনিক জনকণ্ঠ : ঢাকা : বুধবার ৩ নভেম্বর ১৯৯৯।

অনুশীলন যুগে মন্দির ও মুসলমান

রমনা কালী মন্দিরে মুসলমান যুবকদের বলি দেয়া হতো। এই নরবলি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

"মোতাহার সাহেব ছাত্রটিকে বললেন, তোমাদের মন্দিরে কি আমরা যেতে পারি? আমরা যে মুসলমান।

ছেলেটি জিভ কেটে বলেছিল, স্যার আপনি আমার শিক্ষক, গুরুদেব। আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কোনো অসুবিধা হবে না।

মোতাহার হোসেনের এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। বাল্যকাল থেকেই তিনি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। তার নিজের কোন সংস্কার নেই। তার স্ত্রী যেতে চান না, তবু তিনি বললেন, চলো চলো, বাচ্চাদের নিয়ে চলো।

রেসকোর্সের মাঠে রমনা কালী বাড়ীটি অনেকদিনের পুরোনো। লোকে বালে, একসময়ে সেখানে নরবলি হতো। মুসলমান ছেলেমেয়েরা সে কালী বাড়ীর ধার কাছ দিয়েও যায় না। দিনের বেলাতেই তাদের গা ছমছম করে। মোতাহার সাহেবের স্ত্রী তার দু'টি বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চললেন দুরু দুরু বুকে। মোতাহার সাহেব এবং তার ছাত্রটি গল্প করতে করতে যাচেছ আগে আগে। কালীবাড়ীর কাছে পৌঁছে মোতাহার সাহেব রইলেন বাইরে পুরষদের সঙ্গে। তার স্ত্রীকে বাচ্চাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হলে ভিতরে। মন্দীরের ভিতরটা অন্ধকার সেখানে জ্বলছে একটা প্রদীপ। ওরা অবশ্য মন্দিরের মধ্যে গেলেন না। পাশের অন্দর মহলে দোতলায় শাত

www.pathagar.com

গেছে খাওয়া দাওয়া হচেছ। তার পাশ দিয়ে তাদের এনে বসানো হলো একটা খালি ঘরে। একটু পরে এনে বসানো হলো একটা খালি ঘরে। একটু পরে এক বিশালাকায় মহিলা এলেন ওদের সঙ্গে আলাপ করতে। তার পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী। কপালে ও সিঁথিতে সিদুর ল্যাপা মুখখানা হাসি হাসি। প্রথমে তিনি বাচ্চা মেয়ে দুটিকে আদর করলেন, তারপর মোতাহার সাহেবের স্ত্রীর হাত ধরে সস্নেহে একথা সেকথা বলতে বলতে এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন। হ্যা মা, তোমরা কী জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

যেই শুনলো মুসলমান অমনি তার চোখ কপালে উঠে গেলো। সেই বিশালবপু নিয়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলেন ওরে কী সর্বনাশ হলো। স্লেচ্ছ এনে ঢুকিয়েছে মন্দিরে। হায় হায় কী হবে সবাই যে নির্বংশ হবো।

যারা খেতে বসেছিল তাদের সামনে থেকে পাতাগুলো সরিয়ে নিতে নিতে বলতে লাগলেন খাসনি, খাসনি। মহাপাপ হবে। সবাই পুকুরে স্নান করে আয়।

তারপর শুরু হয়ে গেল মাহগণ্ডগোল। একদল নেমে যাচ্ছে, অন্য দল উঠে আসছে ওপরে। এরই মাঝখানে এক অসহায় মহিলা তার দু'টি বাচ্চাকে নিয়ে বেরুবার পথ পাচ্ছে না। মেয়ে দ'টি ভয়ে কাঁদতে শুরু করছে।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
'পূর্ব পশ্চিম', প্রথম খন্ড
তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৭
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯ পৃষ্ঠা ১৯৪।

বিজেপি ও হিন্দুরাষ্ট্র

১৯৯০ সালে বিজেপির একছত্র নেতা লালকৃষ্ণ আদভানীর নেতৃত্বে যে বিশাল রথযাত্রা হয় সেটা দেখে সেই বছর ৩০ অক্টোবর আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'টাইম' ম্যাগাজিন মন্তব্য করেছিল :

"The day ended short of an all out triampla of rama, but it was a symbolic victory to ereate what they call Hindu Rastra."

১৯৯৩ সালের ১৩ নভেম্বর সংখ্যায় টাইম ম্যাগাজিনে বলা হয় :

"The BJP wants a Hindu nation where all Indians would be

www.pathagar.com

expected to revere Rama and his ideals as the exence of Indian nationalism."

ইলাসট্রেটেড উইকলী অব ইন্ডিয়া ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৪ সংখ্যায় একজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী লিখেছিলেন :

"বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃবৃন্দ কাগজে কলমে বলছেন যে, হিন্দুরাই একমাত্র জনগোষ্ঠী যারা ভারতকে মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুদের শক্তিশালী করার নামই জাতীয় সংহতি। কাজেই তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার। আক্রমণ করো এবং হিন্দুদের জন্য পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ভূমি পুনরুদ্ধার করো।"

জনকণ্ঠ ও পুরস্কার সূচী

উল্লেখ্য, শিল্প, সাহিত্য, সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুণী ও প্রতিভাবানদের জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে গেস্নাব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারের সদস্য প্রতিষ্ঠাতা 'দৈনিক জনকণ্ঠ' এ সম্মানসূচক পুরস্কার চালু করেছে। প্রথমবার 'গুণীজন' ও 'প্রতিভা' দুটি বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তি। গুণীজন সম্মাননা পেয়েছেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী (শিক্ষকতা), কবি মরহুম আতাউর রহমান (কাব্য), সফিউদ্দিন আহমদ (সাংবাদিকতা), রানী সরকার (অভিনয়), মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি (মুক্তিযুদ্ধ), ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া (ছড়াসাহিত্য) এবং শিশু সাহিত্যিক রশিদ সিনহা (সাহিত্য)।

অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত ৯ জন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে স্বর্ণপদক ক্রেস্ট এবং এককালীন অর্থ পুরস্কারের চেক গ্রহণ করেন। কবি মরহুম আতাউর রহমানের 'পদক' ও ক্রেস্ট নেন তার কন্যা স্বাতী রহমান। 'গুনীজন' ও 'প্রতিভা সম্মাননার অর্থমূল্য হচ্ছে যথাক্রমে লাখ টাকা ও ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া সম্মাননা প্রাপ্তরা আজীবন মাসিক ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। তাদের বর্তমানে উপার্জনক্ষম সন্তান না থাকলে স্ত্রীরা আজীবন মাসে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। তবে উপার্জনক্ষম সন্তান থাকলে স্ত্রী আজীবন প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা করে পাবেন।

"বিপ্লবী বিনোদ চৌধুরী সম্মাননা পেয়েছেন শিক্ষকতার জন্য। আপন প্রতিক্রিয়া জানাতে এসে তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা দেন

www.pathagar.com

সম্মাননায় অর্থ ২৫ হাজার টাকা এবং পূর্বের আরও দুটি সম্মাননার অর্থ সব মিলিয়ে ৫০ হাজার টাকা তিনি দান করতে চান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর গুরু বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের স্মৃতি রক্ষার কাজে জয়ের নিমিত্তে। আর নিজের যে ক্ষুদ্র সংসার যা স্ত্রীর অল্প মধুর ভাস্যে অভ্যস্ত হয়ে চালিয়ে নিয়ে আসছেন এতদিন তা এবার নিশ্চিত চালিয়ে নিতে পারবেন জনকণ্ঠের মাসিক পাঁচ হাজার টাকার সম্মানীতে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী বিনোদ বিহারী স্কুল জিবনেই মাস্টারদা সূর্যসেনের দীক্ষা গোপন বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর জন্ম ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারী চট্টগ্রামের উত্তর ভূমি গ্রামে। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন বর্ণাঢ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। জালালাবাদ যুদ্ধে শত্রুর গুলীতে আহত হন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেন পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন ১৯৪৮ সালে। তবে জীবিকার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন শিক্ষকতায়।"

দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা ৩ অক্টোবার ৯৯
সূর্যসেন বাঙায় হয়ে উঠলেন
সূর্যসেনের সহযোগী শ্রী পূর্ণেন্দু দস্তিগার
"স্বাধীনতা সংগ্রাম চট্টগ্রাম" গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমর "সাম্প্রদায়িকতা" গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠন এমন কি কংগ্রেসের এক শক্তিশালী অংশ পর্যন্ত বিভোর হলো রামরাজত্বের স্বপ্নে। এ জটিলতার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আর সত্য অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষ রইল না। বিকৃত রূপ ধারণ করে তা পরিণত হলো সাম্প্রদায়িকতায়।"

বিপ্লবী জিতেন ঘোষ গান্ধী সম্পর্কে

বাংলার বিপ্লবী বীর শ্রী জিতেন ঘোষ সুদীর্ঘ ৩৫ বছর জেলে ছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে লিখেছেন :

"মহাত্মাজী তার প্রার্থনা বৈঠক প্রার্থনা অন্তে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতেন। সেখানে তিনি রাজনীতি আলোচনা করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল

www.pathagar.com

পুরাকালের রামরাজ্যের মতোই একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা, সেখানে শোষক ও শোষিত দুই থাকবে তবে শোষণের মুখে থাকবে কিছুটা চিঠির প্রলেপ।"

জিতেন ঘোষ
গরাদের আড়াল থেকে
ঢাকা ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৬৯।

সূর্যসেনের পরিচয়

সূর্যসেনের দলে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অবশ্য পাঠ ছিল। তারা নিজেদেরকে আনন্দমঠ বর্ণিত 'সন্তান' মনে করতেন। উগ্র হিন্দু ছিলেন, তারা কংগ্রেস সদস্যও ছিলেন :

"সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তার প্রধান সহযোগী অম্বিকা চক্রবর্তী চট্টগ্রাম কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মনোনয়নে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। আর চারজন সহযোগী নির্মল সেন, গনেষ ঘোষ, অভসিংহ লোকনাথ বল চট্টগাম জেলা কংগ্রেসের নির্বাহী কমটির সদস্য ছিলেন। জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ডা: মহিমদাস এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা: অজয়কুমার দস্তিদার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকালে অকুস্থলে হাজির ছিলেন না। তবে তাঁরা এই বিষয়ে আগে থেকেই অবহিত ছিলেন এবং লুণ্ঠনকারীদের সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন : এই জেলা কংগ্রেস কমিটি বাদীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসুক নেতৃত্বের সমর্থক ছিল।"

পূর্ণেন্দু দস্তিদার, বীরকন্যা প্রীতিলতা,
প্রকাশ ভবন, ঢাকা ১৩৭৭ পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বললেন 'তথাকথিত বাংলাদেশ'

তথাকর্থিত বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রাক্তন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে "কিছু স্মৃতিকথা" শীর্ষক প্রতিবেদক লিখেছেন :

"এক সমরকৌশলীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ভারতের ভূরাজনৈতিক স্ট্রাটেজির স্বার্থে নীরদ চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেননি। বাংলাদেশকে তথাকথিত বাংলাদেশ বা মুসলমানদের বাংলাদেশ বলে তিনি একবার এদেশে বিতর্কিত হন। এতে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার কোনো

www.pathagar.com

কারণ আমি দেখি না। এমন দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি হিন্দু সমাজে বহুদিন ধরে পরিলক্ষিত হয়। মনের কথা সত্য ভাবে কেউ প্রকাশ করলে তার কণ্ঠরোধের প্রয়াস নিদারুণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।"

দৈনিক প্রথম আলো
ঢাকা শুক্রবার ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে নীরদ চন্দ্র

১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ব্রাজিলের সাও পাওলো থেকে ফেরার পথে অক্সফোর্ডে নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তখন নীরদ বাবু বেশ কিছু চমকপ্রদ কথা বলেছিলেন, তার কিছু কিছু তিনি তার প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। যথা :

"তিনি বললেন ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা সব সময় দ্বিতিয় শ্রেণীর শক্তির প্রতি আস্থা রেখেছে তার পক্ষে অনুকম্পা প্রকাশ করেছে। এক অদ্ভুত হীনমন্যতায় তারা এক সময় ফ্রান্স ও বর্তমানে রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে কথা বলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। তিনি পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর প্রশংসা করলেন। তাঁর ধারণা, পাকিস্তানীরা যদি তাদের সব শক্তি দিয়ে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতো, তবে কলকাতার পতন হওয়া বিচিত্র ছিল না এবং পাক-ভারতের দ্বন্দ্ব ভিন্নমুখে প্রবাহিত হতে পারতো।"

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার এক নিবন্ধের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

"ভারতকে তাহার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অটুট রাখিতেই হইবে, সে জন্য যদি তাহার তাখণ্ডতা ধক্ষংসকারী শক্তির পিছু ধাওয়া করিতে পাকিস্তান বাংলাদেশ, ভূটান বা নেপালে প্রবেশ করিতে হয়, তবে তাহাই সই। প্রতিবেশীরাও জানুক প্রতিবেশীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মূল্য কী।"

'বাংলাদেশ' নামকরণ

জনাব হাবিবুর রহমানও একটি চমচকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন :

"১৯৭২ সালে আমাদের দেশের বাংলাদেশ নামকরণে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ একাধিক ইতিহাসবিদ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনৈতিকদের প্রতিবাদের কথা বিবেচনা করা উচিত বলে তারা তাদের অভিমত দেন।"

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আনন্দবাজার

১১ আগস্ট ১৯৯৯ সংখ্যায় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে দাবী করা হয়েছে :

"কিন্তু দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন সেখানে জড়িত যেখানে কোন আপোষও তো করা চলে না। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শক্তি যদি বাংলাদেশে আশ্রয় পায় বরং বাংলাদেশ সরকার যদি তাদের ভারতের হাতে তুলিয়া দিতে অক্ষম হয়, তবে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবস্থা লইতে হইবে।"

কথকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী :

১৯৪৬ সালে কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন :

"সংবাদপত্রের কাজ জনমতকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়া অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন না করা, জনসাধারণ যাতে গুজবে কান না দেয় কিংবা প্রতিহিংসায় বশে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার মতো অবিমৃষ্যকারীতার পরিচয় না দেয়, তার জন্য সর্বাবস্থায় জনগণকে শান্ত ও সংযত থাকবার পরামর্শ দেওয়া। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকালে মানবিকতার সৎ সাহসের আত্মত্যাগের যে সমস্ত প্রশংসনীয় ঘটনা ঘটে সেগুলিকে সকলের গোচরে আনার উদ্দেশ্যে সু-প্রচারের ব্যবস্থা করা। সরকার ও অন্যান্য ক্ষমতাবান পক্ষ সবাইকে নিরপেক্ষ থাকতে বলা ইত্যাদি। কিন্তু কলকাতার সব কটি সংবাদপত্র না হলেও দু'একটি সংবাদপত্র সেই সময় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে পূর্বোক্ত কৃত্যসমূহের বিপরীত ভূমিকা বলা যায়। আমি একটি বিশেষ পত্রিকার কথা মনে করেছি। ঐ বাজারী পত্রিকার ভূমিকাটাই ঐ সময়ে সবচেয়ে আপত্তিকর ছিল। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদ ফলাও করে ছাপা অথবা চেপে যাওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে আর কোনো পত্রিকার তুলনাই চলতে পারে না। এ ভিন্ন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিত্য উস্কানি তো ছিলই। অথচ এই ধরণের পত্র-

www.pathagar.com

পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যারা কাজ করেন তারা সকলেই বুদ্ধিজীবী স্তরের লোক। তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের অসাড়তার সহজগ্রাহ্য যুক্তি মেলে না।"

নারায়ণ চৌধুরী
মিলন সাধনা
নবজাতক (কলকাতা), নবম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা ১৩৭৯-৮০।

বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য প্রশ্নে শেখ মুজিব ও ওসমানি

ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক অরুণ ভট্টাচার্য "ডেটলাইন মুজিবনগর" গ্রন্থে লিখেছেন :

"To cite an example when Mrs. Gandhi announced the total withdrawal of the Indian Army, which was already being phased out by 25th March 1972, Sheikh Mujibur Rahman persanally requested her to leave behind at least a brigade of the Indian Army in Bangladesh. But Mujibs Defense Minister colonel M. A. G. Osmani was against it and Mujib had to overrule his decision and later relieve him from the post of chief of staff. But Mrs. Gandhi was wise and pulled out the Indian armed forccs from Bangladesh well before the deadline stipulated mutually."

Arun Bhattacharjce
'Dateline Mujibnagar',
Vikas Publishing House
P.T. Ltd, Delhi, 1973, P.199.

ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস

দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০ জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যার সাময়িকিতে "ইতিহাস তৃণমূল পর্যায়ে" শীর্ষক এক সচিত্র সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে অধ্যাপক মুনতাসির মামুন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রতি বিষোদগার করেছেন। প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যমণি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মধ্যে গান্ধী, নেহেরু, মাউন্ট ব্যাটেন, লিয়াকত আলী, সূর্যসেন, প্রীতিলতার ছবি থাকলেও মোহাম্মদ আলী জিন্নার কোন ছবি নেই। ছবিতে গান্ধী, নেহেরুর চেয়েও

www.pathagar.com

বড় করে দেখানো হয়েছে সূর্যসেন ও প্রীতিলতাকে "ইতিহাস তৃণমূল পর্যায়ে" প্রতিবেদনে অধ্যাপক মুনতাসির মামুন লিখেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পুরনো ছাত্র ছাত্রীরা যাদের অনেকে এখন শিক্ষকতা করছে কলেজে কাজে বা এমনি দেখা করতে আসে বিভাগে। গত এক দশক একটি কথাই শুনে আসছি তাদের মুখে কলেজগুলোতে ইতিহাসে ছাত্র আসে না।" 'সব কলেজে ইসলামের ইতিহাস আছে অথচ ইতিহাস নেই' ইত্যাদি। এবং সর্বশেষ আবেদন আপনারা কিছু করুন।'

ব্যক্তিগতভাবে এ দ্বন্দ্বে আমার বিশ্বাস নেই। কারণ ইসলামের ইতিহাস ইতিহাসেরই অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে এমন যে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুললেই 'ইসলাম বিপন্ন' বলে চিৎকার শুরু হবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী যথাযথ মন্তব্য করেছেন। তার মন্তব্যের খানিকটা আমি উদ্ধৃত করছি, দীর্ঘ হলেও কারণ তিনিই একমাত্র কিন্ডারগার্ডেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইতিহাস পাঠ্যক্রম নিয়ে ১০০ পাতার একটি বই লিখেছেন। যার নাম বাংলাদেশের ইতিহাস পঠন-পাঠন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস বিভাগটির ধারণা ধার করে আনা হয়। ধার করে আনার যুক্তি ছিল বোধ হয় এ রকম যে, পাকিস্তান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচিত। কিন্তু পাটোয়ারীর ভাষায় ইতিমধ্যেই দ্রুন্নত বিষয়টি কলেজ পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ইতিহাস শিক্ষায় ইসলামের ইতিহাস প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ধারা নাকি ইসলামের ইতিহাস শিক্ষায় ইতিহাস মৃতপ্রায় একটি দেহমাত্র, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে যে সকল পত্র এবং বিষয়বস্তু এখানে অধ্যায়ন করা হয় তার জন্য ইতিহাসের যে মৌলিক ধারণা থাকা বাঞ্চনীয় ছিল তা খুব যথার্থভাবে দেয়া সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় না। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং বেশকিছু কলেজে আরবি ও ইসলামিক স্ট্রাডিজ বিভাগ চালু রয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উক্ত বিভাগটি বই ইসলাম ধর্মের দর্শনচিন্তা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার কথা। কেননা আরবী ভাষা শিক্ষার সাথে ইসলাম ধর্মের চিন্তা ও গবেষণা খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ বিভাগের একটি সম্প্রসারিত রূপ হতে পারত ইসলামের ইতিহাস চর্চা কিন্তু তা না করে আমাদের দেশে ইতিহাসের বিকল্প হিসেবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নাম দিয়ে যে সকল পত্র ও বিষয়বস্তু জড়ানো হয়ে থাকে তার

www.pathagar.com

যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ ইসলামের ইতিহাসকে খাটো করা নয়; বরং এটির স্থান যথার্থ জায়গায় আছে কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা। ....."

ভারতে মুসলিম চাকুরী-বাকুরী

১৯৭৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত "পলিটিক্যাল আইডেনটটি ইন সাউথ এশিয়া" গ্রন্থে অধ্যাপক ডেভিড টেইলর এবং অধ্যাপক ম্যালকম ইয়াপ দেশ ভাগের পর ভারতীয় মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শোচনীয় অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেন :

"This is principally becouse of a feeling among them that they have become second class cifizens since partition. It is pointed out that the priviledges of the community have been snatched away; reservation in the services has been abolished, adult franchise and joint election have replaced seperate and limited electorates the zemindari system which have benifited a mumber of Muslims has been done away with. There is large scale unemploymant among the Muslims. In some states recruitment of Muslim to the police was stopped under ministerial orders on the plea that they had been over represented in the part the evacue property law was used to deprive Muslims of their property on a wide scale."

David Taylor and Malcolm Yapp,
Political Identity is South Asia,
London : 1998, P. 115-116.

দিলীপ কুমারের পুরস্কার নিয়ে সমস্যা

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৫ জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যায় "দিলীপ কুমার ও ফ্যাসিবাদ যে কেউ বিপন্ন হতে পারে" শীর্ষক এক সচিত্র সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে কলকাতায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে অর্থনীতির অধ্যাপক ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অনুপ সিংহ লিখেছেন :

"দেশপ্রেম সমস্যা রূপে দেখা দেয় যখন তার মানে হয়ে ওঠে বিদেশের

www.pathagar.com

প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা। এর থেকে জন্ম নেয় এক ধরণের ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতা। তুমি ঠিক আমার মত নও অতএব তুমি আমার শত্রু এটাই একজন মানুষকে বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি। ফ্যাসিবাদের এ এক সুপরিচিত চেহারা। বিভেদের বিষয় ছড়ানো তার কাজ। "লাইন অব কন্ট্রোল"-এর দু'পারেই তার বিচরণ, চেহারায় আশ্চর্য মিল।

এই সন্দেহ ও ঘৃণার মনোভাব থেকেই বাল ঠাকরে ও তার দল দিলীপকুমারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে নিশান-ই ইমতিয়াজ পুরস্কার ফেরত দিয়ে দেবার জন্য। পাকিস্তান এই পুরস্কার প্রদান করেছিল দু'দেশের মানুষের শান্তি ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধিতে দিলীপ কুমারের প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি স্বরূপ; স্বদেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকলে কেন দিলীপ কুমারের মতন একজন অসাধারণ শিল্পী, অনুভবশীল মানুষ ও সচেতন নাগরিক দু'দেশের মানুষের মধ্যে বৃহত্তর সম্পর্কের পথ প্রসার করবেন? এই পুরস্কার তাঁর দেশ প্রেমেরই বড় পরিচয়। কেননা তার মানুষের প্রতি ভালবাসা বিদেশী চোখেও ধরা পড়েছে। বালঠাকরের মতাদর্শী ও রাজনৈতিক কৌশল দেশের সমান বৃদ্ধি করতে পেরেছে কিনা জানা নেই।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে শুধু শিরসেনার কথাই তুলছি কেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল একই দাবী রেখেছে অথবা শিবসেনার দাবী সমর্থন করেছে। এমনকি কংগ্রেসের মতন শত বার্ষিক পুরাতন দলও এই ব্যাপারে মেতে ওঠেছে। সর্বভারতীয় স্তরের নেতারা কেউ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেননি যে এই দাবী অযৌক্তিক, অবাঞ্ছিত, অণ্যায়, দিলীপ কুমারের নিজের শহরের সিনেমা জগতের বড় বড় প্রগতিশীল শিল্পীরা প্রায় সবাই নীরব। আবার অনেকেই বলেছেন (প্রধানমন্ত্রীসহ) 'এটা দিলীপ কুমারের ব্যক্তিগত সমস্যা এবং তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তই এর সমাধান, করতে পারবে। দায়িত্ব দিলীপ কুমারের, তাঁর দেশপ্রেম প্রমাণ করার।'

আসলে এইভাবে ব্যক্তিগত সমস্যা বলে পুরো ব্যাপারটা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলার মধ্যে একটা কৌশল আছে। কিন্তু প্রকারান্তরে এতে ওই অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেয়া হল নাকি? আর দিলীপ কুমার তো তাঁর ব্যক্তিগত পুরস্কার নিয়ে জনারন্যে প্রচার করতে বের হয়নি, শিবসেনা এবং তার সহধর্মীরাই তাঁকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অপমান করেছেন। সেই অপমান তো শুধু তার অপমান নয়। মানবিকতার অপমান সভ্যতার অপমান। তার দায় সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই বইতে হবে।

www.pathagar.com

অর্ধশতাব্দী ঘুরে গেল আমাদের দু'দেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে। পাকিস্তান আজও গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো না। এটা দু:খজনক ব্যাপার। তার চেয়েও বেশি দু:খজনক ভারতে ঘটা কিছু ঘটনা যার সর্বশেষ উদাহরণ দিলীপকুমার অধ্যায়।"

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক কুল দ্বীপ নায়ার "ইন্ডয়া আফটার নেহরু" গ্রন্থে লিখেছেন :

"Instances of Hindu-Muslim rioting had increased. In the privious decade the number of communal incidents had gone up. In fact the intensity of rioting first in Gujrat and later in Moharastra suggested that a concerted affort to solve the problem was lacking."

Kuldip Nayar,
India Affer Nehru,
Vikas Pablishing Pvt. Ltd.
New Delhi : 1975, P. 84.

নীরদ চৌধুরী বললেন আলবিরুনী ঠিক

আন্তর্জাতিক খ্যাতির ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত "দি অটোবায়োগ্রাফী অব এ্যান আননোন ইন্ডয়ান" গ্রন্থের ৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"I was shocked when I read Alberuni's account of Hindu exenephobia for the first time, for I had been nurtured in the myth of Hindu tolerance and catholicity. But subsequent reading and inquiry has convinced me that alberuni was substantially right.

The hatred of the Hindu is directed against all men who are not fellow Hindus or theoritically, blood Kins although the does not hate rival dogmas. The antagonism of all Politicising religions on the other hand is for unorthodox dogma and not for men as such."

www.pathagar.com

বসন্ত চ্যাটার্জি বললেন 'বাঙালী ভদ্রলোক' কারা

১৯৭৩ সালে ভারতের দিল্লী থেকে প্রকাশিত "ইনসাড বাংলাদেশ টুডে" গ্রন্থে ভারতের বিশিষ্ট বসন্ত চ্যাটার্জি বাঙ্গালীর সে সংজ্ঞা তা তুলে ধরা হলো :

> "The Bengali Bhadralok Society composed mainly three well known high castes of Bangal, namely the Brahmine. The Vidayas and the Kayathas. The Vidayas are special castes of Bangali Hindus and are generally regarded as halt Brahmins being entitled to discharge the function of priesthood. The Kayasthas on the other hand though technically shudras in Bangal have always been a prosperous and influential community becouse of their attachment to learning and government service through eyes. So they are also conunted members of other subcastes may also be admitted to this enclusive society through their knowledge and welth over a few generations. But the crucial point is that all there people must be necessarily be Aryanised Hindu for being included in the Bangali Bhadaralok class. In other coords, no low castes Animastic Hundu, tribal or mussalman a member of some other denomination can ever be regarded Bengali, however naturally he may speak the language or whatever his social status or bearing."

Basant Chatherjee
Inside Bangladesh today
Chand & Co.
New Delhi, 1973, P-147.

বেরুবাড়ী ভারতকে দেয়া নিয়ে পার্লামেন্টে বক্তৃতা

বেরুবাড়ীর পথ ধরে বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া বিচিত্র কিছু নয়। ১৬ মে ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বলে বেরুবাড়ীর ২ দশমিক ৬৪ বর্গমাইল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আসালং এর বাংলাদেশী ভূখন্ড ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ তারিখে প্রথম জাতীয় সংসদে তৃতীয় সংশোধনী সংসদে পাস করার সময় সংসদের ৬ জন বিরোধী সদস্য প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করেন। ময়নুদ্দিন আহমদ মানিক প্রথম জাতীয় সংসদে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত তদানীন্তন জাসদ দলীয় সংসদ সদস্য। তিনি উপনির্বাচনে বিজয়ী হন। তিনি বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে জাতীয় সংসদে যে বক্তৃতা দেন তা তুলে ধরা হলো :

"জনাব স্পীকার আজকে শাসনতন্ত্রের ২ নম্বর অনুচ্ছেদের যে সংশোধনী আনা হয়েছে এই সংশোধনী আনার আগে, আমি মনে করি যে, জনতার রায় নেয়া উচিত ছিল। কারণ, এই শাসনতন্ত্র তৈরি করার আগে জনতার রায় নেয়া হয়েছিল। আজকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তা জনতার রায় উপেক্ষা করে আনা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে র‍্যাডক্লিফা রোয়োদাদে নূন-নেহেরু চুক্তি অনুসারে যে ভাগলপুর রেল লাইন, বেলোনিয়া এলাকা ছিল এইসব এলাকা তদানীন্তন পাকিস্তান তথা, পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে, শুধু বেরুবাড়ীই নয় যে বেরুবাড়ী নিয়ে অনেকদিন ধরে বিতর্ক চলছে- সে বেরুবাড়ী নূন নেহেরু চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের হওয়া উচিত ছিল এবং সেই সময় সেই পাকিস্তানের কথা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং সেই এলাকা পাকিস্তানের তথা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসাবে ছিল, সেই এলাকাকে জনতার রায়কে উপেক্ষা, জনমতকে উপেক্ষা ভারতের কাছে হস্তান্তর করার জন্য সংশোধনী আনা হয়েছে। এই জন্য আমি মনে করি আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের যে Human Right Charter-এ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দেয়া হয়েছে। যেটা লংঘন করা হয়েছে। কারণ, আমরা পৃথিবীর সংগ্রামে ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখবো কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান কোন দেশের সার্বভৌম এলাকা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে দেয় নাই। বরং এক ইঞ্জি জমির অধিকার রক্ষা করার জন্য তাদের লড়াই করতে হয়েছে।

বেরুবাড়ী অধিকার রক্ষার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তানে বহু সংগ্রাম হয়েছে এবং এর পেছনে সারা দেশের মানুষের সদিচ্ছা ছিল। সেটা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকে লংঘন করে আজ সেই বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর হচ্ছে।

তাই আতাউর রহমান সাহেব বলেছেন যে জনতার রায় আগে নেয়া উচিত ছিল। কারণ যে জনতার রায় নিয়ে এই পার্লামেন্ট গঠিত সেই সার্বভৌম পার্লামেন্টে আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি। সেই জনতার রায়কে উপেক্ষা

www.pathagar.com

করে আমাদের বেরুবাড়ীর স্বাধীন পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে কী করে ভারতের কাছে ছেড়ে দেয়া যায় এটা চিন্তা করতেও লজ্জা হয়।

জনাব স্পীকার সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে যে লাঠিটিলা, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা এবং আরও কিছু অংশ আমাদের বাংলাদেশের অংশ হিসেবে আসছে। কিন্তু এই সমস্ত এলাকা সব সময়ই পাকিস্তানের এলাকা ছিল এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব এ সমস্ত অঞ্চল বাংলাদেশকে ছেড়ে দিয়েছে এটা বলা সমপূর্ণরূপে ভুল এবং এটা যদি বলা হয় তাহলে এটা এদেশের মানুষের যাদের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি তাদের রায়ের প্রতি উপেক্ষা করা হবে।

জনাব স্পীকার, আমাদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সমস্ত এলাকা ভারতের কাছে ছেড়ে দেয়ার জন্য আজকে যদি পরিষদে ঐ সংশোধনী পাস হয় তাহলে আমি বলবো যে শেখ মুজিবর রহমান এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি দ্বারা অতীতের ব্যাডক্লিফ রোয়েদাদ এবং নূন-নেহেরু চুক্তিকে লংঘন করা হচ্ছে। তারা যে চুক্তি করেছিলেন তা করেছিলেন এ দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য, এদেশের স্বাধীনতার জন্য, এদেশের প্রতিটি পবিত্র ইঞ্চি ভূমি যাতে মানুষের অধিকারে থাকে তার জন্য। সেই নূন-নেহেরু চুক্তি এবং র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদকে লংঘন করা হবে।

জনাব স্পীকার সাহেব, বেরুবাড়ীর উপর আমি বার বার এজন্য জোর দিচ্ছি যে এই বেরুবাড়ী সমস্যা নিয়ে ভারতে অনেক মামলা হয়েছে এবং সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিলো যে এটা তৎকালীন পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই রায় থাকা সত্ত্বেও অপরদিকে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের (এখানকার বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়া হয়)।

অতএব আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দেয়ার জন্য যে আইনটা সংশোধন করা হচ্ছে এ আইনটা সংশোধন করার কোন অধিকার আমাদের নেই। কারণ এ অধিকার একমাত্র জনতাই দিতে পারে এবং সেই অধিকার অর্জন করার আগে আমি মনে করি, এই আইনটাকে সংশোধন করার আগে জনাব স্পীকার, আজকে এই যে সংশোধনী আনা হয়েছে, এর ফলে ১৫টি বিতর্কিত এলাকার মধ্যে বেশির ভাগই দেখা যাচ্ছে যে ভারতের কাছে হস্ত ান্তর করা হচ্ছে এবং এটার কম অংশই আমাদের কাছে আসছে। যে

www.pathagar.com

অংশগুলো আমাদের কাছে অর্থাৎ আমাদের দিকে ছিল, সেই অংশগুলো সম্বন্ধে আবার বলা হচ্ছে যে, আমাদের দিকে আসছে।

তাই আমি মনে করি, যে অংশগুলো এবং যে নদীর উপর দিয়ে বরাবর লাইন টেনে ভারতকে দিয়ে দেয়ার জন্য যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেটা পান করার আগে জনতার রায় নেয়া উচিত ছিল। আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী যে অঞ্চল হস্তান্তর করতে হবে বিশেষ করে সেই অঞ্চলের জন্য জনতার রায়ের প্রয়োজন আছে। তাদের সার্বভৌম অধিকার আছে এই রায় দেখার জনাব স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদ বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে দেশকে রক্ষা করা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তাই কোন দেশের কোন অংশ যদি কোন বিদেশের কাছে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে এই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এটা বলার অধিকার আছে যে, জনতার রায় অবশ্যই নিতে হবে কাল, জনতার রায় অবশ্যম্ভাবী। আজকে আমরা যারা এমপি আছি, মন্ত্রী আছি, প্রধানমন্ত্রী আছি, অতীতে আমরা ছিলাম, বর্তমানে আমরা যা আছি ভবিষ্যতে হয়ত তা থাকবো না। কিন্তু দেশ থাকবে, জনগণ থাকবে, জনতা থাকবে। আজকে যদি আমরা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করি, যদি পার্লামেন্টে বসে আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা না বলি, তাহলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা এখানে বসে অন্যায়ের স্বপক্ষে কথা বলেছি। যতদিন এই পার্লামেন্টের বিরোধী বেঞ্চে বসে আছি, ততদিন অন্যায়ের বিরদ্ধে আমাদের কণ্ঠ সোচ্চার থাকবে।

জনাব স্পীকার, সবচেয়ে দু:খের কথা এই যে জনতার রায় নিয়ে আজকে এই পার্লামেন্ট, সেই জনতাকে আমরা উপেক্ষা করছি। মোট কথা এর বাহিরে যে জনতা অর্থাৎ যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেই গ্রামের কৃষক-সেই কলকারখানায় শ্রমিক, রিকশা ওয়ালা, মেহনতী মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, সেই চাকরিজীবী যারা আছেন, আজকে আপনারা বলছেন তাদের রায় নেয়ার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, এই জনতার রায় না নিয়ে আমরা কি এমপি হতে পারতাম? আমরা প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হতে পারতাম? আমরা স্পীকার হতে পারতাম? আমরা কিছুই হতে পারতাম না। এই জনতার রায়কে উপেক্ষা করার জন্য আইয়ুব খান এহিয়া খানকে সরে যেতে হয়েছে। আজ গায়ের জোরে আমরা পার্লামেন্টকে রবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করার জন্য যদি আমরা জোর করে রায়

www.pathagar.com

দিয়ে সেই জনতার রায়কে উপেক্ষা করি, তাহলে সেই আইয়ুব খান, এহিয়া খানের পথেই আমাদের অনেককে গায়েব হয়ে যেতে হবে। যেভাবে অতীতের সরকার চলে গেছে, এই সরকারকেও সেই ভাবেই চলে যেতে হবে, পতন অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলতে হয়। এটা শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশে যান, বা আমাদের অনেক নেতা যখন বিদেশে যান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, আইন সম্মেলনে, সেখানে বলেন, আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি। ন্যায়ের সংগ্রামে আছি, বিশ্বের সেখানে মানবাধিকার নিয়ে সংগ্রাম হবে আর পক্ষে আছি। কিন্তু বেরুবাড়ীর লোক বা অন্যান্য অঞ্চলের মানুষগুলো কী এমন অপরাধ করেছে যে, তাদের মানবাধিকার থাকবে না তারা এ দেশের জন্য রক্ত দেয়া সত্ত্বেও? তাদের ঐ সুন্দর সবুজ লাল রক্ত রাঙানো শহিদের পতাকা ভারতের কাছে তুলে দেয়ায় কারও কোন অধিকার নেই আজকে হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই সংশোধনী বিল পাস করা হবে এবং শাসন তন্ত্রকে সংশোধন করা হবে। কিন্তু এটাই সত্য যে শাসনতন্ত্রকে যদি সমাধান করা হয় তবু আমি মনে করি, এ দেশের মানুষ সে, সংশোধনী মানবে না, মানতে পারে না। তাই জনাব স্পীকার সাহেব এই সংশোধনী বিল পাস করার আগে আমরা যারা এমপি আছি তাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন, আমরা যারা এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এ দেশের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমিকে আমাদের নিজেদের ভূমি মনে করে জনতার রায় নিয়ে ক্ষমতায় বসেছি, সেই জনতার রায়কে আমরা অসম্মান করবো না জনতার রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিবেকের দংশনে দংশিত হয়ে আমরা ন্যায়ের পথে রায় দিবো।

তাই জনাব স্পীকার সাহেব, আমি মনে করি, আমরা শুধু রবার স্ট্যাম্প হয়ে কাজ না করে সেটা সত্য, ন্যায় যেটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সেই মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা এই বিলটিকে জনমত যাচায়ের জন্য সেই জনতার আদালতে আমরা ছেড়ে দিতে চাই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যারা সহযোগী ভাই আছেন, তাদেরকে সেই জনতার রায়ের কাছে মাথা নত করার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।"

মুসলমানদের বাঙালী বলে মানা হতো না

এপার বাংলা ওপার বাংলার বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন মুসলমানরা বাঙালী পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তাদের বাঙালী স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তিনি লিখেছেন :

www.pathagar.com

"ওমা, ঐ ছেলেটা মুসলমান বুঝি? আমি তো ভেবেছিলুম, ও বাঙালী!"

জীবনে এই কথাটা অনেকবারই অনেক জায়গায় শুনতে হয়েছে মামুনকে কিন্তু বিনয়েন্দ্রর মা যখন আচমকা বলে উঠে ছিলেন, তখন বাক্যটি শেলের মতন মামুনের বুকে বিধেছিল। আজও সেই ক্ষত পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। মামুনের চেহারা পোষাক, ভাষা, এমনকি ডাক নামটা শুনেও বিনরেন্দ্রর মা বুঝতে পারেননি যে, ঐ ছেলেটি মুসলমান।

একদিন মামুন এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে গিয়ে বিনয়েন্দ্রকে বলেছিল, তোর মাকে বল সবাইকে ভাগ করে দিতে, কাল আমাদের শবে বরাত পরব ছিল....। তাই শুনেই বিনয়েন্দ্রর মা তার দেবী প্রতিমার মতন সুন্দর মুখখানিতে সুগভীর বিস্ময় ফুটিয়ে বলেছিলেন ওমা, ঐ ছেলেটা মুসলমান নাকি, আমি তো ভেবেছিলুম ও বাঙালী।

কথাটা শুনা মাত্র বিনয়েন্দ্রর মায়ের মুখখানিকে মনে হয়েছিল কালি মাচ্ছন্ন বীভৎস। চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে মামুন তিক্ততার সঙ্গে মনে মনে বলেছিলেন, মুসলমানরা বাঙালী নয়? তাহলে বাঙালী কে? মুসলমানরা তাহলে ভারতীয়ও নয়, তারা শুধু মুসলমান।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পূর্ব-পশ্চিম : প্রথম খন্ড
তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৭
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪।

ফরহাদ মাজহার বনাম অন্নদা শংকর

দৈনিক ভোরের কাগজে স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছবিসহ চার কলামব্যাপী সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে।

"যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যুমনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।"

এই অন্নদা শংকর রায় জাগ্রত এক বিবেকী কণ্ঠস্বর। এ শতাব্দীর সূচনা কাল থেকে বাঙালীর নানা সংকট সমস্রায় চড়াই উৎরাইয়ে তাঁর নির্ভীক ও

www.pathagar.com

স্পষ্ট উচ্চারণ আর রচনা দিয়ে বাঙালী মানুষকে নিয়ে গেছেন যৌক্তিক স্তরে। অসাম্প্রদায়িক, উদার ও প্রকৃতই মানবাতাবাদী এই প্রায় শতবর্ষী মনীষী যুক্ত ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। প্রত্যক্ষ করেছেন রাজনৈতিক সামাজিক শত ঘটনা সংঘাতকে। নিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে উদার মানবাতাবাদী সেক্যুলার ভূমিকা।

৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে ঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যা করলে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে তার কবিতার চরনেই মূর্ত হয়ে উঠে এক চিরন্তনী ট্রাজিক সুর, দ্যোতনা ও প্রতিবাদ তার কথা শুনতেই উপস্থিত হয়েছিলাম সম্প্রতি কলকাতায় তার আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউর বাসভবনে আমরা ক'জন শামীমুল হক শামীম, সৈয়দ শরীফ ও কলকাতা সংস্কৃতিকর্মী মানস্য কীর্তনীয়া।

ফরহাদ মজহার আপনার ঐ বক্তব্য উল্লেখ করে তার লেখায় বললেন– আপনি বলেছেন, আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে বেড়াটা রয়েছে সেটা কৃত্রিম বেড়া? সেটা কেমন?

- অন্নদাশঙ্কর : কৃত্রিম নয়তো কি? একই বাড়ীর দুটো ভাগ।
- কৃত্রিম মানে কি এই যে এই বেড়া একদিন থাকবে না?
- অন্নদাশঙ্কর : হিলি চিনো হিলি? এটা ভারত বাংলাদেশে দু'দেশের মধ্যেই আছে। হিলিতে এমনও বাড়ী আছে যার রান্নাঘর যদি হয় ভারতে তবে শোবার ঘর পড়েছে বাংলাদেশে।
- কিন্তু ফরহাদ মজহারের কথাটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কৃত্রিম নয়। সেটা রাইট, মানে ঠিক।'
- অন্নদাশঙ্কর : স্বাধীনতা হয়ে গেছে বলেই কি এটা কৃত্রিম বেড়া নয়? আমি বলেছি বলেই যে কৃত্রিম তা নয়, বেড়াটা কৃত্রিম।
- লাস্ট অফ অল আপনার সম্পর্কে তাঁর এ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে, অন্নদা বাবুর রচনা শৈলী আমি খুবই পছন্দ করি, কিন্তু তার রাজনীতি দুই বাংলার বুদ্ধির জন্য মঙ্গলজনক কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। মজহার আরো বলেছেন, কলকাতার আধুনিক ও উদার হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ও রাজনীতি বোঝার জন্য অন্নদা বাবুর লেখা পাঠ করা খুবই দরকার। তার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি। কিন্তু তিনি আগামী দিনে দুই বাংলায় মৈত্রী

www.pathagar.com

গড়ে তোলার জন্য আদর্শস্থানীয় নন। সে বিষয়েও সচেতন থাকা দরকার।

- অন্নদাশঙ্কর : পাগল। তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অজয় জেলায় কদমখালী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে বিরাট মেলা। লাখ লাখ লোক আসে উভয় পার থেকে। তো এই যে লাখ লাখ দু'পারের বাঙালীর সমাবেশ বা আগমণ এটা কিভাবে হয়। এই যে বেড়া এটা কৃত্রিম নয়তো কি?

- তাহলে এই যে বিভাজন রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে, এটাই কি অর্থাৎ রাজনীতিই কি সব কিছু নিয়ন্ত্রণের মূলে?

- অন্নদাশঙ্কর : না না আমাদের সংস্কৃতি এক, ভাষা এক, সঙ্গীত এক, এটা থাকবে।

'৪৭-এ অবিভক্ত বাংলা কেন হলনা

উল্লেখ্য, দেশ ভাগের (১৯৪৭) সময় বাংলার হিন্দুরা বাংলা ভাগ করে পৃথক হিন্দুরাজ্য করেছিল। তখন মুসলিম নেতৃবৃন্দ অবশ্য অবিভক্ত বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কলকাতায় মর্নিং নিউজ-এ ৩০শে এপ্রিল ৪৭ সংখ্যার প্রদেশিক মুসলিমলীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশেমের নিম্নোক্ত আবেদনটি প্রকাশিত হয়:

"সময় যখন এসেছে সত্যকে দিনের আলোক উদ্ভাসিত করতেই হবে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগ সন্ধানী নেতৃত্বের মোহে ক্লিষ্ট মানসিকতায় বশবর্তী হওয়া পতিতাবৃত্তি বই কিছু নয়। এই সেদিন ১৯০৫ সালেও বাংলাই ছিল ভারতের চিন্তানায়ক, সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও সাফল্যজনকভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো এই বাংলা। কি দুভাগ্য, সেই বাংলা আজ চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়া এবং পথ নির্দেশের জন্য ভিন্নদেশী বীরকূলের মুখাপেক্ষী। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, বাংলার যে হিন্দু সমাজ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাসচন্দ্র বসুর মতো পুরুষ সিংহের জন্ম দিয়েছিল সে হিন্দু সমাজে আজ হল কি?"

অবিভক্ত বাংলা বিষয়ে সিরাজউদ্দিন

শহীদ বুদ্ধিজীবী সিরাজউদ্দীন হোসেন (১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের কার্য

www.pathagar.com

নির্বাহী সম্পাদক) অবিভক্ত বাংলা বিরোধী হিন্দু সমাজের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন :

"দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৬-এর ৯ই এপ্রিল, আর তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে দেশের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তির সহযোগিতায় বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি রচনার উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৪৭ এর ৫ই এপ্রিল তারিখে এই হিন্দু সম্মেলনে আরো যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাতে বলা হয় : বঙ্গভঙ্গ দাবীর সমর্থনে প্রচণ্ড প্রচারকার্য চালাবার জন্য (সে বছরই) ৩০শে জুনের মধ্যে এক লাখ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও প্রতিটি জেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামে স্থানীয় কমিটি স্থাপন করা হয়। সীমানা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠণ করা হবে; সীমানা নির্ধারণ কমিশন নিয়োগের জন্য গণপরিষদের কাছে আবেদন করা হবে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই নতুন প্রদেশ সৃষ্টির জন্য অন্তবর্তীকালীন সরকার ও কেবিনেট মিশনের কাছে দাবী পেশ করা হবে; প্রয়োজনবোধে নতুন প্রদেশভুক্ত হিন্দু পরিষদ সদস্যদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আইন পরিষদ গঠণ করা হবে এবং নতুন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ব্যবস্থাদি পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক ইউনিয়নে হিন্দুস্থান জাতীয় রক্ষীবাহিনী (ন্যাশনাল গার্ড) বা হিন্দুস্তান রাষ্ট্রীয় মেলা নাম দিয়ে মিলিশিয়া গঠণেরও আহক্ষান জানান হয় এবং সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করে দুইটি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনেরদাবী উত্থাপন করা হয়।"

বাংলা ভাগ সম্পর্কে হিন্দু মহাসভা নেতা সাভারকার বলেন :

"অখন্ড হিন্দুস্থানের ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা বানচাল করতে হলে হিন্দুদের সর্বাগ্রে পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদে উদ্যোগী হতে হবে। প্রথমত পশ্চিমবঙ্গে একটি হিন্দু প্রদেশ পত্তন, দ্বিতীয়ত যে কোন মূল্যে আসাম থেকে মুসলিম অধিবাসীদের বিতাড়ণ করে দুইটি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারা এবং তৃতীয়ত পূর্ব পাঞ্জাবে একটি হিন্দু শিখ প্রদেশ প্রতিষ্ঠাই হবে এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রথম কাজ।"

www.pathagar.com

২১ ও দেশ ভাগ বিষয়ে কবির চৌধুরী

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী জাতির সামনে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন :

"বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল দু'টি ঘটনা হলো ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধই চূড়ান্ত ঘটনা, তবে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের হাত ধরে আমরা এগিয়ে গিয়েছি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের দিকে। ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরক প্রতিবাদী চরিত্রটি ধরা পড়লো ১৯৫২ সালের একুশ তারিখে। যদিও আন্দোলন একটু একটু করে ধুমায়িত হতে শুধু করেছিল ১৯৪৮ সালেই অলীক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই। ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাঙালী তার মাতৃভাষা বাংলাতে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার জন্য রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে অভূতপূর্ব আন্দোলন করে। বাঙ্গালীর দাবী ছিলো খুবই যুক্তিসঙ্গত এক'শ ভাগ গণতান্ত্রিক এ অঞ্চলের মানুষ ছিলো সেদিনের পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তাদের মাতৃভাষা বাংলা পক্ষান্তরে উর্দুভাষী পাকিস্তানীর সংখ্যা ছিলো নিতান্তই অপ্রতুল। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষ কথা বলতো পাঞ্জাবী কিংবা হিন্দি কিংবা পুশতু কিংবা অন্য কোন স্থানীয় ভাষায়। তাছাড়া বাংলা ছিলো হাজার বছরের ঐতিহ্যপুষ্ট একটি সমৃদ্ধ ভাষা। শুধু পাকিস্তানী স্বৈরশাসকরা বাঙালীর উপর উর্দু ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছিলো সেদিন, নিতান্ত শক্তির দম্ভে, উপনিবেশিক শোষনের স্বার্থ, বাঙালীর ভাষা ও সার্বিক সংস্কৃতিকে ধক্ষংস করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। ৫২-এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বর্বর পাক সরকারের ১৪৪ ধারা লংঘন করে বাঙালী বীর ছাত্রনেতা ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' গণবিদারী এই শ্লোগান দেয় পুলিশের রক্তচক্ষু ও বুলেট বেনোয়েটকে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে। পুলিশ নিরস্ত্র শান্তি পূর্ণ প্রতিবাদী মিছিলের ওপর গুলী চালায়, কয়েকটি তাজা প্রাণ ঝরে পড়ে তারপর থেকে আমরা প্রতিবছর একুশ ফেব্রুয়ারি তারিখটি ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করি। ভাষা আন্দোলনে প্রাণ উৎসর্গ করা বীরদের মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্য আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং এদেশকে একটি প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশরূপে গড়ে তোলার শপথ নিই। ..... ৪৭-এ উপমহাদেশের বিভক্তির

www.pathagar.com

মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল ছিলো পশ্চাদমুখী সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও সংকীর্ণ ধর্মীয় আবেগ। সে সময় বাঙালী মুসলমানও সে আবেগের বিভ্রান্ত শিকার হয় এটা উপলব্ধি করেননি যে শুধু ধর্মকে অবলম্বন করে একটি জাতি রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না।....

২১ আমাদের সবার চিত্তে যে মূল্য বোধগুলো জাগিয়ে তুলেছিলো। আজ সেসব ধক্ষংস করতে উদ্যত হয়েছে মৌলবাদী ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহ। তালেবানী সন্ত্রাস উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এই সময়ে ২১ শের কাছ থেকেই আমাদের প্রেরণা নিয়ে কঠিন লড়াইতে নামতে হবে। মৌলবাদী ধর্মান্ধ, তালেবানী সন্ত্রাসী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে এবং একুশের মধ্যে সংশয়াতীতভাবে সে প্রেরণা যোগাবার শক্তি আছে।"

কবীর চৌধুরী
একুশে ও ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা
দৈনিক জনকণ্ঠ
অমর একুশের বিশেষ সংখ্যা
২১ শে ফেব্রুয়ারি ৯৯।

কবীর চৌধুরী ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে

পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সম্পাদিত 'সংগ্রাম ও সংহতি' গ্রন্থে অধ্যাপক কবির চৌধুরী ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তার সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

"শান্তিবাদী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন অতর্কিত সশস্ত্র আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্তান পাক-ভারতের সেপ্টেম্বর যুদ্ধ তার উপর চাপিয়েছিলো, তখন পাকিস্তান অপূর্ব শৌর্য ও বীরত্বের সঙ্গে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে। সকল রণাঙ্গনে শত্রু পিছু হটে গেছে এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বরণ করেছে। অবশ্য পাকিস্তানের দিক থেকে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। সব সমস্যার মূল সেখানে অর্থাৎ জন্ম ও কাশ্মীর জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যতোদিন পর্যন্ত বাস্তব ব্যবস্থায় কার্যকরী না হয় ততোদিন পর্যন্ত, ততোদিন পর্যন্ত পাকিস্তান এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রত্যাশা করতে পারে না। তার অতীত ইতিহাস দিয়ে বিচার করলে

www.pathagar.com

এ সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়ে আছে যে, হিন্দুস্তানের মতো জঘন্যতম প্রতিবেশী কল্পনা করাও দুষ্কর।.....

আমাদের অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের ধন দুনিয়ার ইসলামী ঐতিহ্য আমাদের এতোদিন বহু অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে ভবিষ্যতেও যোগাবে। কিন্তু আমাদের অভিপ্রেত ও অবাঞ্চিত হলেও এই বিগত যুদ্ধে আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব সামরীক বীরত্ব গাঁথার ঐতিহ্য সৃষ্টির পথে প্রথম দেশজ মালামাল যোগালো। সংখ্যাগুরু হিন্দুস্তানের সামরিক বিপর্যয় ও সখ্যালঘু পাকিস্তানের শক্তিসত্তার অবিসংবাদিত পরিচয় শুধু এশিয়ার নয় আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি চরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর জন্য সব প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র, যার অপার অনুগ্রহেই আমাদের সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধ সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।.....

সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্তানের নির্লজ্জ হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সারা পাকিস্তান পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক বজ্রকঠিন ঐক্যবন্ধনে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হলো। নিজেদের অভ্যন্তরীণ প্রশ্নের সকল রকম তুচ্ছ বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয়ে সারা জাতি হিন্দুস্তানের বর্বর আক্রমণ প্রতিহত করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে জীপন পণ করে রুখে দাঁড়ালো। ঘাইবার থেকে কর্ণফুলী পর্যন্ত সর্বত্র দেখা গেলো এক আশ্চর্য মৈত্রীর বন্ধন যে বন্ধনের পশ্চাতের মূল সূত্রটি অত্যন্ত সহজ অথচ ইস্পাতের মতো কঠিন। তাহলো আমরা পাকিস্তানী আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মাতৃভূমি। এই দেশের সেবায় আমরা সর্বস্ব দান করতে শুধু প্রস্তুত এই উন্মুখ। সেই উন্মুখ একাগ্রতা ও জ্বলন্ত উদ্দীপনার সাক্ষ্য গত কয়েক সপ্তাহের ইতিহাসের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তার সাক্ষ্য রয়েছে বীর শহীদ মেজর খাদেম হোসেন, মেজর আজিজ ভাট্টির শাহাদাতবরণ করার মধ্যে তার সাক্ষ্য রয়েছে খুলনার স্কুলের কিশোর বালকের টিফিনের খরচ বাচিয়ে সেই টাকা যুদ্ধ তহবিলে দান করার মধ্যে। পুরাঙ্গনা বধূদের গায়ের গহনা খুলে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে তা যুদ্ধ প্রচুর প্রচেষ্টার সাহায্য বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে, সত্তর বছরের বৃদ্ধের আহত পাকিস্তানী সৈনিকের প্রয়োজন সেটার উদ্দেশ্যে নিজের রক্ত দান করার দুর্বার আকাঙ্খায়।

এক আশ্চর্য সংহতি ও ঐক্য দেশের সর্বস্তরের মানুষকে আজ উদ্দীপিত করেছে। শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শিল্পপতি, শ্রমিক, চাষী, ব্যবসায়ী পর্যন্ত সবাই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়ে দেশের ডাকে গভীর ব্যগ্রতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন : কোন রকম সরকারী নির্দেশের

www.pathagar.com

জন্যে তারা অপেক্ষা করেননি। নিজেরাই নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করে সৃষ্টিশীল গঠণমূলক কাজে ঝাপিয়ে পড়েছেন। যে নবচেতনার স্রোতধারা দেশে প্রবাহিত হলো তারই ফসল হিসাবে সৃষ্টি হলো কত নতুন গান, কবিতা, নাটক ও অন্যান্য রচনা।...

কবীর চৌধুরী,
যুদ্ধ ও আমাদের চেতনা,
সংগ্রাম ও সংহতি,
পাকিস্তান পাবলিকেশন
ঢাকা, পৃষ্ঠা ২০৭-২১০।

গাফফার চৌধুরী ও দেশ বিভাগ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবদুল গাফফার চৌধুরী "দ্বিজাতিতত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখলেন :

"১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তান নামে একটি তথাকথিত ধর্মরাজ্যের মৃত্যু ঘটেছে। এটাকে কেবল একটা ধর্মরাষ্ট্রের মৃত্যু বলা হলে ঠিক বলা হবে না, এটা একটা অবাস্তব থিয়োরি বা তত্ত্বেরও অপঘাত মৃত্যু। অপঘাত মৃত্যু বললাম এজন্যে যে, এই রাষ্ট্রটির এবং তার ভিত্তি হিসেবে এই অবাস্তব তত্ত্বটিরও স্বাভাবিক পরিণতি ছিল মৃত্যু।... মধ্য যুগে যে ঘড়ির কাঁটা অচল হয়ে গেছে, তাকে সচল করার জন্যই যেন বর্তমান যুগে পাকিস্তানের জন্ম। দম দেওয়া ঘড়ির কাঁটা আর কতদিন চলবে? তাই পুরো চব্বিশটি বছর পায় হওয়ার আগেই ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঘড়ির দম ফুরিয়ে গেছে। কাঁটা অচল হয়ে গেছে।"

আবদুল গাফফার চৌধুরী
দ্বিজাতিতত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু
রক্তাক্ত বাংলা
মুক্তধারা পৃষ্ঠা ২৩৭ ও ২৩৯।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আহমদ শরীফ

বাংলাদেশের প্রগতিবাদীদের পুরোধা সদ্য পর লোকগত অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন :

"কিন্তু শিয়ালদহ জমিদারী এলাকায় সেখানে প্রায় সকল রায়তই ছিল মুসলমান, সেখানে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করা কিম্বা একতরফাভাবে খাজনা

www.pathagar.com

বসিয়ে মুসলিম প্রজাদের প্রতিরোধের মুখে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের গ্রামে হিন্দু (নমশূদ্র) প্রজাপত্তন নিশ্চয়ই কোনও উদার অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বহন করে না।"

ডঃ আহমদ শরীফ, রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ণ,
বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক উত্তরাধিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৩।

হিন্দু সমাজ সম্পর্কে

"এই সময় হিন্দুদের মধ্যে সমুদ্র যাত্রাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন আন্দোলন দেখা দেয়। ইংরেজদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে বহুসংখ্যক ভারতবাসী সমুদ্র পাড়ি দিতে আরম্ভ করেন। উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ রাজকার্যের উপযোগী হবার জন্য উচ্চাকাঙ্খী ভারতীয়দের ইংল্যান্ড না গিয়ে কোনো উপায় ছিল না। দেশীয় খৃস্টান, পার্সি বা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে সমুদ্র যাত্রা স্বাভাবিক ছিল, হিন্দু সমাজও এনিয়ে কোনো কলরব করেনি। কিন্তু ক্রমে হিন্দু পরিবারের সন্তানগণও যখন ঐহিক সমৃদ্ধি আকর্ষণে যুগোপাভিমুখী হতে লাগল, তখনই লোকাচারপ্রিয় গোঁড়া হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বিলাতগামী সন্তানদের বাধা দেওয়া, ত্যাজ্যপুত্র করা, বিলাত ফেরতদের মস্তকমুন্ডন, গোময়াদিভক্ষণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করানো নিয়ে হিন্দু সমাজ তখন খুবই চঞ্চল।"

প্রশান্ত কুমারলাল, রবিজীবনী
তৃতীয় খণ্ড : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৪, পৃষ্ঠা ২০৯।

থিয়েটার দেখতে আবুল ফজল হিন্দু-মুসলমান সংকটে

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবুল ফজল (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি) ক্ষুদ্রাকৃতি গৌরবর্ণের সৌম্যকান্তি চেহারা, ছবিতে প্রমাণ হয় নেহায়েত ভদ্র সন্তান, তবু ধূতি না পরে পাজামা পরেছিলেন বলেন, তার প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছিল তিনি লিখেছেন :

www.pathagar.com

"আমরা কি এক নাটক দেখতে যাচ্ছি মনো-মোহন থিয়েটারে মঈন উদ্দীন, আমি আর মঈন উদ্দীনের স্ত্রী রহিমা খানম। আমার পরনে পাজামা মঈন উদ্দীনের ধূতি মঈন উদ্দীনের স্ত্রী বাঙালী মেয়ের ধূতির শারী, ঐ পোশাকে বাঙালী মেয়েকে হিন্দু মুসলমান ভাগ করে চিনে নেয়া প্রায় অসম্ভব বল্লেই চলে। আবার রহিমা খানম করপোরেশন প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করতেন বলে চলাফেরা আর কাপড় চোপড়েও একটু আধুনিক বইকি। যে রাস্তা ধরে তিনজন হেঁটে যাচ্ছিলাম সেটা যৌধ করি হিন্দু প্রধান এলাকা-চারদিক থেকে সবাই আমাদের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কয়েকজন আমাদের পিছু নিলো। দেখতে দেখতে জনতার সংখ্যা বেড়ে উঠলো। থিয়েটারের কাছাকাছি এসে পৌছতেই কয়েকজন তরুণ আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো : এ মেয়েটি কে আপনার কোত্থেকে নিয়ে আসছেন? মঈন উদ্দীন উত্তর দিলো কেন? বাড়ী থেকে। ওরা বিশ্বাস করে না পথও ছাড়ে না ওদের বিশ্বাস আমাদের সঙ্গিনীটি হিন্দু মেয়ে ওকে আমরা ফুসলিয়ে কিম্বা এ দিন-দুপুরে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার পরনে যখন পায়জামা রয়েছে ধূতি পরলেও সঙ্গীটিও মুসলমান না হয়ে যায় না। আর দুই মুসলমান মিলে একটা নিরীহ হিন্দু মেয়েকে যে আমরা ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি এ সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিত। মহা ফ্যাসাদ আমরা যতই বলি আমরা মুসলমান, মেয়েটিও শুধু যে মুসলমান তা নয়। আমাদের একজনের বিবাহিত স্ত্রীও, তবুও ওদের অবিশ্বাস বেড়ে যায়। জনতার হৈ চৈ শুনে নিকটবর্তী মনোমোহন থিয়েটার থেকে অনেকে বেরিয়ে এলেন। তার মধ্যে মঈন উদ্দীনের বন্ধু খলিলুর রহমানও ছিলেন। তার আমন্ত্রণেই আমরা থিয়েটার দেখতে আসছিলাম। আমাদের দেরি দেখে তিনি সস্ত্রীক থিয়েটারে ঢুকে পড়েছিলেন আগে। তিনি কাছাকাছি থাকতেন বলে স্থানীয় অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি জনতাকে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে বল্লেন : এরা আমার পরিচিত আর বন্ধু, এরা মুসলমান, ইনি মঈন উদ্দীনকে দেখিয়ে বলেন, তার স্ত্রী, নির্ভেজাল মুসলমান মেয়ে। জনতার হাত থেকে এভাবে রক্ষা পেয়েছিলাম সেদিন।"

আবুল ফজল : রেখাচিত্র : ২১২-২৩১৩।

সেকালে পাঠ্য

"আজকাল বিদ্যালয়াদিতে সে সকল সাহিত্য ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত

www.pathagar.com

হইতেছে, তাহা হিন্দুর দেব দেবী, মুণি ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, রাজা-মহারাজা, বীর-বীরাঙ্গনা ইত্যাদির উপাখ্যান ও জীবন চরিত্র। আদিতেই পরিপূর্ণ হিন্দু ধর্ম-কর্ম, ব্রত-অর্চনা, আচার ব্যবহার ইত্যাদির মহাত্ম্য বর্ণনাতেই সেইবার পাঠ্যগ্রন্থ অলংকৃত। মুসলমানের পয়গম্বর, পীর, অলি দরবেশ, নবাব, বাদশাহ, পন্ডিত, ব্যবস্থাপক, বীর বীরঙ্গনা, আদির উপাখ্যান বা জীবন বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য কর্তব্য ধর্মা-ধর্ম, ব্রত-উপাসনা, খয়রাত-যাকাত ইত্যাদি মহাত্ম্যরাজির নাম গন্ধও ঐ সকল পুস্তকে নাই, বরঞ্চ মুসলমান ধর্মের ও ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের ভাবই বর্ণিত আছে।.....

প্রথম বর্ণ পরিচয়কাল হইতেই আমাদের বালকগণ রামের গল্প, ম্যামের কথা, হরির কাহিনী, কৃষ্ণের চরিত্র ইত্যাদি পড়িতে থাকে। যদু-মধু, শিব-ব্রহ্মা, রাম-হরি ইত্যাদি নামেই পাঠ আরম্ভ হয়। কাজে কাজেই আমাদের সরলমতি কোমলপ্রকৃতি শিশুগণ বিদ্যালয়ে পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাখ্যান ধর্ম-কর্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।"

ছাত্র জীবনে নৈতিক শিক্ষা
মোহাম্মদ ফকির উদ্দীন সরকার বাসনা
২য় ভাগ, ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

শেখ মুজিব ও অন্নদার একটা লেখা

আওয়ামী লীগ সরকারের নিকট অন্নদা শংকর কেন গ্রহণযোগ্য তা অন্নদা শংকর রায় রচিত 'নব্বুই পেরিয়ে' বইটির ৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায়। খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দানের সময় তিনি বহু কথা বলেন। এক প্রশ্নের জবাবে বলেন : আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপরিবার নিহত হবার খবর শুনে আপনার মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল? বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার আজো হচ্ছে না, আপনি কিভাবে নিচ্ছেন এই ব্যাপারটি?

অ: শ: রায় : (২/৩ মিনিট নির্বাক থাকলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল) আমাদের জাতীয় দিবস ছিল সেদিন আনন্দ বাজার অফিসে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। দুপুর ২/৩ টার দিকে আনন্দবাজার সম্পাদক স্বপরিবারে শেখ মুজিবকে হত্যা করার সংবাদ জানান আমাকে। আমি প্রথমে বিশ্বাস

www.pathagar.com

করিনি। বাসায় ফিরে এলাম 'কাঁদো প্রিয় দেশ' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখলাম। প্রবন্ধটি 'দেশ' এ পাঠালাম। কিন্তু সাগরময় ঘোষ প্রবন্ধটি না ছেপে ফেরত দিল, কেন ছাপালে না সাগরময়কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু চাপাতে নিষেধ করেছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলাম। চিঠি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত শঙ্কর রায় আমাকে ফোন করে তাঁর অফিসে যেতে বললেন। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বললেন, আপনার এই লেখা ছাপা হলে বাংলাদেশ থেকে এক কোটি হিন্দু এখানে চলে আসবে তখন অবস্থা কি দাড়াবে ভেবে দেখুন। আমি তাকে বলাম, একজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আমি তো শুধু সেই কথাই লিখেছি এটা তো কোন রাজনৈতক লেখা নয়। লেখাটি ছাপা হলে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাই চলে আসবে এটা কেমন কথা। তখন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আপনার লেখাটি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। কিছুদিন পর ইন্দিরা গান্ধীর একটি চিঠি এলো তিনিও লেখাটি না ছাপানোর জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন। 'কাদো প্রিয় দেশ' কোন পত্রিকায় আর ছাপা হলো না। এর কিছু দিন পর একজন প্রকাশক প্রবন্ধটি বই আকারে ছাপানোর প্রস্তাব দিরে আমি আরো কিছু প্রবন্ধ এক সঙ্গে করে প্রকাশককে ছাপতে দিই।

আমি চাই বাংলাদেশে শেখ মুজিব হত্যার বিচার হোক এবং বাংলাদেশের জন্যই এই হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া খুবই প্রয়োজন। আমি আরো চাই ঢাকাতে তার স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হোক। গান্ধীজীর জন্য যেমন দিল্লীর রাজঘাটে স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়েছে। শেখ মুজিব হত্যার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আমি বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতার হত্যাকান্ডের বিচার চাই।"

অন্নদা বাংলাদেশকে বেইজ্জত করলেন

বিজয় উৎসবের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে পশ্চিম থেকে শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাংলাদেশে এনেছিলেন। সে সময় বাংলাদেশ যে ইজ্জত দিয়েছিলো তা তিনি তার স্বদেশেও পাননি। ফিরে গিয়ে তার এক লেখায় বাংলাদেশকে তিনি এমন বেইজ্জত করলেন যা তাঁর মত এক মনীষীর কাছে আশা করা যায়নি। "বাঙালি হিন্দু বাংলাদেশে পরবঙ্গী" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"ছেলেটির পুরো নাম মনে নেই। পদবী বড়াল। গোপালগঞ্জ সহকুমায়

www.pathagar.com

বাড়ী। শান্তিনিকেতনে আমার বাড়িতে আসে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে, নিরাপত্তার জন্য চলে এসেছি। আমার মামা এখানে থাকেন। সালটা ১৯৬৪। হয়রত বলে চুরি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কি এদেশে থেকে যাবে?' সে বলল 'না বাবু এ দেশটা নরক, ওদেশটা স্বর্গ। আমি সুবিধে বুঝলেই ফিরে যাব।' কথায় কথায় একথা ওকথা বলল, 'সে যাক হিন্দু এদেশে চলে আসেনি। এখানে এসেছে যারা, প্রত্যেকেই নিজের বাড়িতে একজনকে রেখে এসেছে।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কেমন করে যাবে। তোমার তো পাসপোর্ট ভিসা নেই।' সে বলল, 'ওসব আপনার লাগবে, আমার লাগবে না। বাজারে দালাল আছে। তাকে টাকা দিলেই সে পার করে দেবে।' কিছুদিন পরে তাকে আর দেখতে পেলুম না। বুঝতে পারলুম সে দেশে ফিরে গেছে।

আমি পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দু'জায়গাতেই কাজ করেছি। খাওয়াদাওয়ার দিক থেকে পূর্ববঙ্গ সেরা। ঔরঙ্গজেব নাকি বলেছিলেন বাংলাদেশ একটা নরক, কিন্তু সেখানে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে দু'জনের ধারণা দুরকম হলেও মোটামুটি এটা ঠিক যে খাওয়া দাওয়ার সুখ পূর্ববঙ্গেই বেশি। কোন দু:খে তাহলে হিন্দুরা অমন দেশ ছেড়ে চলে আসে? সেটা আসলে দেহের নয় মনের, তারা মনে করে যে পশ্চিমবঙ্গেই তারা নিরাপদ, পূর্ববঙ্গে নয়। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশ।

বড়ালের সঙ্গে কথাবার্তার বেশ কিছু কাল পর পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়। হিন্দুরা আশা করেছিল, এখন থেকে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হলো। তখন থেকে সবাই বাঙালী, সকলেই বঙ্গভাষী সকলের সমান অধিকার, সকলের সমান মর্যাদা। কিন্তু বছর পাঁচেক পর দেখা গেল যে বাঙালি মুসলমানরা যত না বাঙালি তার চেয়ে বেশি মুসলমান। তাদের ধর্মভ্রাতারা কেউ থাকে মরক্কোতে, কেউ নাইজেরিয়ায়, কেউ সৌদি আরাবিয়ায় কেউ ইরানে, কেউ মালয়েশিয়ায়, কেউ ইন্দোনেশিয়ায়। ধর্মভ্রাতারাই ভাষাভ্রাতাদের চেয়ে আপন। তবে বিহারি মুসলমানরা ব্যতিক্রম। তারা উর্দুভাষী বলে অনাত্মীয়, বাংলাদেশে একটা আইডেনটিটি সংকট চলছে। দেশের নাম বাংলাদেশ, ভাষার নাম বাংলা অথচ রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম। এর তাৎপর্য হলো ইসলাম যাদের ধর্ম নয় তারা বাঙালি হলেও তাদের অধিকার ও মর্যাদা মুসলমানের সমান নয়। তাহলে কেমন করে কোনও হিন্দু তার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদের ভবিষ্যৎ ভেবে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

মাটিতে শিকড় গাড়বে? তারা তো যেকোনও সময়ই ছিন্নমূল হতে পারে। রাষ্ট্র বাংলাদেশের হিন্দুকে বৈমাত্রের সন্তানের মত মনে করছে আর হিন্দুও রাষ্ট্রকে তার বিমাতা মনে করছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও সে দেশ থেকে হিন্দু চলে আসছে। কতক হিন্দু আসছে নিরাপত্তার অভাবে, কতক আসছে আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে, কতক হিন্দু ওপারেও সম্পত্তি রাখতে চায়, এপারেও সম্পত্তি করতে চায়। কতক হিন্দু আসছে আর যাচ্ছে, যাচ্ছে আর আসছে, কতক হিন্দু একটা নতুন ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে, তার নাম মাল পাচার, মানুষ পাচার। কতক হিন্দু রাজনীতিবিদদের ভোট প্ররোচনায় অকারণে আসছে, রাজনীতিবিদদের ভোট বৃদ্ধি করছে। কতক হিন্দু বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। যারা সেতুবন্ধনে কাজ করছে তাদের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

মোট কথা এপার বাংলা আর ওপার বাংলা দুপারেই বাঙালি বাস করলেও তাদের মধ্যে না আছে একতা, না সহমর্মিতা। এক পক্ষের দু:খে অপর পক্ষ দু:খিত হয় না এক পক্ষের সুখে অন্য পক্ষ সুখী হয় না। সব হিন্দু চলে আসবে না ঠিকই। কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা ওপারে দিনকে দিন কমতেই থাকবে। ইতিমধ্যেই হিন্দুরা শতকরা উনিশ থেকে শতকরা এগারোতে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে তাদের মনে একটা অসহায় ভাব জন্মাচ্ছে। একথাও আমার কানে এল যে হিন্দুকে মুসলমান করা কোন কোন স্থানে চলছে। মৌলবাদীরা নাকি বলছে তারা শতকরা তিনজন মাত্র হিন্দুকে রাখবে। আর সবাইকে মুসলমান করবে কিংবা দেশ ছাড়া করবে। মৌলবাদিদের ধারণা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু পারছিনে। তার কারণ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে মৌলবাদীদের দাপট বেশি। যতদিন না মৌলবাদীদের চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের দাপট বেশি হচ্ছে ততদিন বাংলাদেশের হিন্দুরা ভয়ে ভয়েই থাকবে ও থাকতে না পারলে সীমান্ত পার হবে। এটা একটা অসমান্য অধ্যায়। আমরা কেউ জোর করে বলতে পারছিনে যে, দু'হাজার খ্রীষ্টাব্দের পর আর একজনও হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়বে না।

বহু শতাব্দী বাদে মৌলবাদীরা পেয়েছে দার-উল ইসলাম। বাংলাদেশ যদি দার-উল ইসলাম নাম না হয় তাহলে তাদের বহু শতাব্দীর প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে। তারা বাংলাদেশকে দার-উল ইসলাম করবেই। তাদের সঙ্গে আপোষ

www.pathagar.com

অসম্ভব। যেমন অসম্ভব ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে। আপোষ-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই বিরোধ আসলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নয়, এটা আখেরে বাংলাদেশ বনাম দার-উল ইসলামের বিরোধ। বাংলাদেশ বলতে প্রগতিশীল বাঙালী মুসলমানকেও বোঝায়, কেবল হিন্দুকে নয় বা খৃষ্টানকেও নয় বা বৌদ্ধকে নয়। বল পরীক্ষায় প্রগতিশীল মুসলমানরা হারবে না জিতবে তা কেউ বলতে পারে না। বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দু নিজ বাসভূমে পরবাসী। তবে এটাও মানতে হবে যে, তারাও যত না বাঙালি তার চেয়ে বেশি হিন্দু।"

অন্নদাশঙ্কর রায়, নব্বই পেরিয়ে
দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-১৩
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

অন্নদার যে নাটক লিখা হয়নি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখনই কলকাতা আসতেন তখনই বালীগঞ্জে অন্নদা শঙ্কর রায়ের বাড়ীতে গিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তার হৃদ্যতা। রবীন্দ্রনাথ তাকে নাটক লিখতে বলতেন। "নব্বই পেরিয়ে" গ্রন্থেই "প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন :

"গুরুদেব আমাকে একটা লেখা লিখতে বলেছিলেন সে আর হয়ে উঠলো না। মহাভারতে কৃষ্ণ মারা যাবার পর তাঁর ষোল হাজার স্ত্রীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার সময় অর্জুনকে পরাভূত করে দস্যুরা। কৃষ্ণের স্ত্রীদের নিয়ে পালিয়ে যায় ওই দস্যুরা। কিন্তু কৃষ্ণের স্ত্রীরা দস্যুদের সঙ্গে যাবার সময় খুব আনন্দ পেয়েছিল। কারণ গুরুদেব বলেন, ওই দস্যুরা ছিল ছদ্মবেশী প্রেমিক। এই কাহিনীটি নিয়ে তিনি আমাকে একটি নাটক লিখতে বলেন। আমি বললুম আপনি এই আনন্দের খবর কোথায় পেলেন? উনি বললেন, মহা ভারতেই। ফিরে এসে মহাভারত খুলে দেখি, সত্যিই কৃষ্ণের স্ত্রীরা দস্যুদের দ্বারা অপহরণের সময় এদের কেউ কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ছদ্মবেশী প্রেমিক কিনা সে সম্বন্ধে মহাভারত নীরব।"

অন্নদাশঙ্কর রায়,
নব্বুই পেরিয়ে
পৃষ্ঠা ৭৭।

www.pathagar.com

আবুল মনসুর দুই বাংলার ভাষা সম্পর্কে

অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গকে বলা হতো খামার বাংলা আর পশ্চিমবঙ্গ টাওয়ার বাংলা, আবুল মনসুর আহমদ 'আত্মকথা' গ্রন্থের মনিব ও 'চাকরের ভাষা' অধ্যায় (পৃষ্ঠা ৩১৪-৩১৫) লিখেছেন :

> তারা পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষা দেন বই-এর চাকর বাকর শ্রেণীর চরিত্রের মুখে। ভদ্র লোক চরিত্রের সবাই "বিশুদ্ধ আর্য উচ্চারণ" কলকাতার কথ্য ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিম বাংলার কথা ভাষা যে ভদ্র শালীন ও শ্রুতিমধুর এটা এমফাসাইস করিবার মতলবেই যেন চাকর বাকরের মুখেও যতটুকুও পূর্ব-বাংলার 'কনভার্সেশনাল' বাংলাকে বিদ্রূপ করার সূচীন্তিত মতলবেই ঐটুকুই করা হয়। পশ্চিম বাংলার 'ভদ্রতা' ও পূর্ব বাংলার 'অভদ্রতা' আন্ডারলাইন করার জন্য আরও উপায় ইতিমধ্যে বাহির হইয়াছে। অশিক্ষিত কৃষক, অর্ধশিক্ষিত ইংরাজী না জানা ব্যবসায়ী কারবারী ও আরবী-ফারসী জানা মৌলবী-বাপ-দাদারা ও ইংরেজী শিক্ষিত কলেজ পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রী ও দারোগা ডেপুটিদের মধ্যেকার ডায়লগের বেলাও ওদের মুখ দিয়া পূর্ববাংলা ও এদের মুখ দিয়া পশ্চিম বাংলা অসংকোচে বলাইতেছেন। এই নাট্যকার ঔপন্যাসিকরা ভাল করিয়াই সমঝাইতেছেন যে, খোদ পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশেও) পূর্ববাংলার কথ্য ভাষাটা অসভ্য লোকের ও পশ্চিম বাংলার কথা ভাষাটাই ভদ্রলোকের ভাষা।"

সেই কালে স্কুলের ধর্ম-কর্মে বৈষম্য

অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ অথচ ইংরেজ রাজ আনুকূল্যে এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছিল সর্বেসবা। শিক্ষাঙ্গনে স্বরস্বতী পুজা হতো, কিন্তু মিলাদ মাহ্ফিল হতে পারতো না। সেই দোর্দন্ত প্রতাপ হিন্দুদের সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ আত্মকথা গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> "এই সময় হিন্দু ছেলেরা স্বরস্বতী পূজা করিল। আমার সহপাঠীদের একজনের নাম ছিল আব্দুর রহমান। হিন্দুদের স্বরস্বতী পূজায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুসলমান ছাত্রদের একটা কিছু ধর্মকাজ করা নিতান্ত উচিত। আব্দুর

www.pathagar.com

রহমানের এই যুক্তিতে আমি আকৃষ্ট হইলাম। দুই বন্ধুতে মিলিয়া আমরা তৎকালীন মুসলমান ছাত্রদের নেতা দশম শ্রেণীর শরফুদ্দিন আহমদ (পরবর্তীকালে খান বাহাদুর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাবলিক প্রসিকিউটর ও আই পরিষদের মেম্বার) সাহেবের কাছে পরামর্শের জন্য গেলাম। তিনি আমাদের বলিলেন স্কুলে মিলাদ পড়াইবার চেষ্টা তারা বহুদিন ধরিয়া বহুবার করিয়াছেন। লিখিত দরখাস্ত দিয়াছেন হেডমাস্টার বাবু চিন্তাহরণ মজুমদার ও সেক্রেটারী বাবু অঘোর বন্ধু গুহের সহিত দেখা করিয়াছেন। কেন ফল হয় নাই। স্কুলে মুসলমানদের ধর্মকাজ করিলে হিন্দু ছাত্রদের ধর্মপ্রাণে আঘাত লাগিবে, এই যুক্তিতে কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্ত অনুরোধ উপরোধই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

১৯৪১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারী রিপোর্টে দেখা যায় মোমেনশাহীতে মুসলমানের সংখ্যা হলো শতকরা ৭৭.৪ জন আর হিন্দুরা ২১.৪ জন। সিকি ভাগেরও কম সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণে আঘাত লাগবে বলে মুসলমানরা তাদের ধর্ম-কর্ম করার অনুমতি পেল না। হিন্দুরা নির্বিবাদে তাদের ধর্ম পালন করতে পারতো। মুসলমানের ধর্মপ্রাণে আঘাত প্রাপ্তি গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিশ্বাস করুণ বা না করুন হিন্দুর মিষ্টির দোকানে মুসলমান প্রবেশ করতে পারতো না 'আত্মকথা' গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় আবুল মনসুর আহমদ এই সত্যটুকু তুলে ধরেছেন : লিখেছেন :

"ময়মনসিংহ শহরে পড়িতে আসিয়া যখন দেখিলাম, হিন্দু মিঠাইর দোকানে মুসলমান খরিদারকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, তখন মিঠাই খাওয়ার লোভ অতি কষ্টে নিবারণ করিলাম।"

হিন্দুরা মুসলমানদের কাছে কি চায়

"আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" গ্রন্থের ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

"হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস করিয়াছে হিন্দুদের রাজা হিসাবেও হিন্দুদের প্রজা হিসাবেও। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দু মুসলমান সামাজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে, হিন্দুরা চাহিত 'আর্য-অনার্য, শক, হুন' যেভাবে 'মহাভারতের সাগরতীরে' 'লীন' হইয়াছিল, মুসলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক।

www.pathagar.com

তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, হিন্দু-মুসলমান হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু সভার 'জনতার' মত ছিল না, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।"

মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার বিস্তার

'আত্মকতা' গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠায় এই অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় :

"বন্ধু-বান্ধবের কাছে শুনিতাম, কলিকাতার বেশ্যারাও মুসলমান খরিদ্দার গ্রহণ করে না। পরে এই কথার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিলাম যে মুসলমান খরিদ্দারদিগকে হিন্দু বেশে অর্থাৎ ধুতি পড়িয়া বেশ্যা বাড়িতে যাইতে হয়। প্রথমে হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের গভীরতাও ব্যাপকতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, হিন্দুদের মুসলিম ঘৃণা বেশ্যাদের মধ্যে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে?..... দিন রাত পাপের মধ্যে ডুবিয়া আছে যে বেশ্যারা তারা পর্যন্ত মুসলমানকে ঘৃণা করে? কথাটা সত্য তার প্রমাণ নিজের চোখেই দেখিতাম। যেসব মুসলমান বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোক কার্য বা চাকুরি উপলক্ষ্যে দিনের বেলা কোট প্যান্ট পাঞ্জাবী পাজামা পড়িয়া থাকতেন, তাদের দেখিতাম সন্ধ্যার পর ফিনফিনে ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া এসেন্স লাগাইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাদের অনেকের মুখেই এই স্বীকারোক্তি পাইতাম যে পাঞ্জাবী পাজামা পরিয়া গেলে বেশ্যারা বসিতে দিবে না বলিয়াই তারা ঐ পোশাকে যাইতেছেন।"

বাংলাদেশের কালচার 'এগ্রিকালচার'

'আত্মকথার' ৩১৭-৩১৮ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করা হয়েছে :

"টাওয়ার বাংলা হইতেও বলা হয় : তোমাদের আবার কালচার কি? তোমাদের তো একটি মাত্র কালচার, সেটা এগ্রিকালচার কাজেই ওটা নিয়াই থাক, ভদ্রলোকের হেসেলে ঢুকিবার চেষ্টা করিও না।" তবু আমাদের 'বিদগ্ধ'দের হুশ হয় না। কারণ তাদের মন মস্তিষ্ক সত্যই টাওয়ারের কালচারের অগ্নিতাপে বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এরা 'মুসলমান' হইলেও 'ভদ্রলোক'।"

www.pathagar.com

আহমদ ছফা বলেন : কোলকাতার পুরস্কার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আউটার পোষ্ট

কলকাতায় 'আনন্দ পুরস্কার' (এক লাখ ভারতীয় রূপী) প্রাপ্ত বাংলাদেশী 'বিদগ্ধ' জন সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ ছফার মন্তব্য :

"তারপরেও দু:খের কথা হলো আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গুরুপ্রতিম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গড়াতে হচ্ছে, প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। ড: আনিসুজ্জামানকে যদি কোনো গ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার দেয়া হতো, তথাপি একটা সান্তনা ছিল, নরেনদা মানে নরেন বিশ্বাসের সঙ্গে যৌথভাবে একটা ক্যাসেট তৈরি করার জন্য এই পুরস্কার দিয়েছে। নরেণদা আমার বন্ধু এবং অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী। তথাপি আমি বলবো একটি ভালো ক্যাসেট হয়নি। আমি তো আর নিজে নিজে বেড়ে উঠিনি। আমার শিক্ষকেরা আমাকে তৈরি করেছেন। আমার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে তার জন্য আমার শিক্ষকদের কাছেই আমি ঋণী, ড: আহমদ শরীফ আমার এমনি এক শিক্ষক। তসলিমার প্রশ্নে ভারতীয় অবস্থান তিনি সমর্থন করেছেন এবং ভারতীয়রা তাকে ডিলিট নাকি একটা দিয়েছে। তারপর থেকে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নাজুক হয়ে পড়েছে। আনন্দের কথা হলো তার পরিবার পরিজনের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক আমার রয়েছে। শামসুর রহমান সাহেবকেও আনন্দ পুরস্কার দেয়া হয়েছে এবং ক'দিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিটও দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি তসলিমার ব্যাপারে তারা ভারতীয়দের সমর্থন করেছেন বলেই তাদের পুরস্কার শিরোপা প্রদান করা হচ্ছে। একথা যখন আমি বলি উনারা সকলে এক যোগে প্রচার করতে থাকেন, আহমদ ছফা মৌলবাদী হয়ে গেছে। আমি সারা জীবনে মাত্র তিনজন জামায়াতে ইসলামীর লোককে চিনি। আমার বিশ্বাস, দেশে নতুন চিন্তার চর্চা করার সাহস এবং ইচ্ছা তাদের নেই এবং সে জন্য কলকাতার প্রতি একটা অনুরাগমূলক দাসত্বের মনোভাব পোষণ করেন সে কারণে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম এবং গভীর গ্লানিবোধ রয়েছে। তারা নিজেদের লজ্জা ঢাকার জন্য আমাকে মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেন। তাদের পুরস্কার শিরোপা ইত্যাদি প্রদান করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আউটার পোস্ট হিসেবে দাড় করাচ্ছেন এ কথাটি তারা কি বুঝতে পারেন? কলকাতাকে কি লোকের অভাব আছে? অন্নদা শংকরকে কি ডিলিট দিয়েছে? সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে? বুদ্ধদেব বসুকে? বিষ্ণু দে'কে? জীবনান্দদাস ট্রামের তলায় পড়ে মারা গিয়েছিলেন

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে খবরটাও প্রকাশ হয়নি। আমার মতে জীবনান্দ দাসের পরে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবি বিনয় মজুমদার। তিনি পাগল হয়ে গেছেন ওরা তার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছে। আমি দর্শক পত্রিকার সম্পাদক দেব কুমার বসুর অফিসে বিনয় মজুমদারের প্রায় বিশটি অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি দেখে দেখে এসেছি। আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিকদের সম্মান শিরোপ দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথ প্রশস্ত করেছে, একথাটি আমাদের এরা বুঝতে পারেন।"

আহমদ ছফা বললেন : র‍্যামন পাবলিশার্স
২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা : পৃষ্ঠা ৬১।

ওদের গলার আওয়াজ বেড়েছে

বাংলাদেশ আসলে ভারতের এইসব এজেন্টদের গলার আওয়াজ ও কলমের জোর বাড়িয়েছে। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ আমাদের বহু পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন :

"একদল পাকিস্তানে আসলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টিক স্বাতন্ত্র্য মানিতেন না। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টিকে তারা অখন্ড পাকিস্তানী কৃষ্টির অংশ মনে করিতেন। অপর দল যারা পাকিস্তানী আমলেও পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষ্টি সাহিত্যকে পশ্চিমবাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিতেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় তাদের গলার আওয়াজ ও কলমের জোর বাড়িয়াছে।"

আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা
ঢাকা, ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ৩১৭।

অন্নদার একটি উক্তি হিন্দু সমাজ নিয়ে

ঢাকায় অধ্যাপক ড: আহমদ শরীফের মন্তব্যের পাশাপাশি কলকাতায় শ্রী অন্নদা শংকর রায়ের একটি মন্তব্য :

"মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, যে মানুষ হিন্দু থাকতে 'দাস্যমুখে হাস্যমুখ বিনীত ষোড়কর ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে উন্নত মম শির বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির। হিন্দু সমাজে যে কয়জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তারাই কেবল ওকথা বলতে পারেন।

www.pathagar.com

জনসাধারণকেও মন্ত্র উচ্চারণ করতে দিতে সমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রণাম করতে করতে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।"

অন্নদা শংকর রায় : প্রবন্ধ সমগ্র
প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩,
কার্তিক ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ১৫৯।

নাটকে সাম্প্রদায়িকতা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে একটি পাঠকের কাহিনী সংক্ষেপ :

"দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন যখন দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন, তখন সেবাবের রানা লক্ষণসিংহ তাহার কুল-দেবতা চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির হইতে এক কপট আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন যে 'সরোজ কুসুম সম' তাহার পরিবারের কোনও রমণীকে দেবীর সম্মুখে বলি না দিলে এবং তাহার দ্বাদশপুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত না হলে চিতোর আলাউদ্দিনের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে না। মন্দিরে এক মুসলমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বৈরবাচার্য এই নাম লইয়া পৌরহিত্য কার্যে নিযুক্ত ছিল। সে নিজেই এই কপট দৈবা বাণী করিয়াছিল। কিন্তু রানা লক্ষণসিংহ ইহা বিশ্বাস করিয়া নিজের কন্যা সরোজিনীকে দেবীর সম্মুখে বলি দিয়া চিতোর নিকণ্টক করিতে চাহিলেন। সরোজিনীর প্রণয়ীর নাম বিজয় সিংহ, তাহার সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহের কথাও প্রায় স্থির হইয়াছিল, নানা কারণে বিবাহের কার্যে বিলম্ব হইতেছিল। বিজয় সিংহ ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন।

এই বিষয় লইয়া লক্ষণ সিংহের মহিষী বিজয় সিংহের সহায়তায় সরোজিনীর নিরাপত্তার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সরোজিনী যখন জানিতে পারিলেন যে এই বিষয় লইয়া বিজয় সিংহের সাথে তাহার পিতা লক্ষণ সিংহের বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে এইজন্য তিনি তাহাকে বিজয় সিংহের হস্তে সমর্পণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তখন সরোজিনী নিজেই চতুর্ভুজার নিকট আত্মদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলির আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হইল, সেই মুহূর্তে বিজয়সিংহ সহসা, সদলবলে সেই মন্দির প্রাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়া সরোজিনীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া

www.pathagar.com

গেলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে আত্মকলহের সুযোগ লইয়া আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলেন। তাহাকে বাধা দিতে গিয়া রানা লক্ষণসিংহ তাহার দ্বাদশ পুত্রসহ নিহত হইলেন। বিজিয় সিংহও নিহত হইলেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনী ভ্রমে সরোজিনীকে যখন ধরিতে আসিলেন সেই মুহূর্তে সরোজিনী জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁণ দিয়া মৃত্যুবরণ করিল। অন্যান্য রাজপুত্র ললনাদিগের সহিত পদ্মিণী ইতিপূর্বেই সেই পথের অনুবর্তিনী দিয়াছিলেন।"

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৪০-৪১, কলকাতা।

মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা

এই নাটকের অভিনয় ভট্টাচার্য দর্শক চিত্তে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। অনেকে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠতো যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারতেন না। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড: শ্রী অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন :

বিশেষত : চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে সরলপ্রাণা কুসুম কোমলা সরোজিনীর হত্যার আয়োজনের দৃশ্য এত অধিক লোমহর্ষণকারী বিভীষিকার পরিপূর্ণ যে, দর্শকের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। "সরোজিনীর অভিনয়ের সময় এই দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।"

মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা-২

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদনী 'আমার অভিনয় জীবন' প্রবন্ধে এই দৃশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"কপট ব্রাহ্মণবেশধারী ভৈরবাচার্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যখন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যখন সেখানে ছুটে এসে বললেন, 'সব মিথ্যে সব মিথ্যে, ভৈরাবাচার্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান মুসলমানের চর। অমনি সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জন দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তারা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না; ফুটলাইড ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"

শ্রী অজীত কুমার ঘোষ
বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৫৫।

www.pathagar.com

মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতা-৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মজিরউদ্দিন "বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা" গ্রন্থে লিখেছেন :

"জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯১৫) কতক গুলি ঐতিহাসিক (?) নাটকে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান সম্পর্কে খানিকটা অকারণ অশোভন ও অনৈতিহাসিক ব্যাপার প্রকাশ করেছেন যাতে হিন্দু-মুসলমানগণ আহত হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। তার 'সরোজিনী' (১৮৭৫) ও 'অশ্রুমতি' (১৮৭৯) এই শ্রেণীর নাটক। সরোজিনীতে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ এবং তাকে বাধা দানের মাধ্যমে দেশপ্রেমের প্রচার করা হয়েছে। 'অশ্রুমতি'তে সেলিমের (আকবর পুত্র) পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ : ফরিদের পৃথ্বিরাজ হত্যা ও অশ্রুমতির বক্ষে ছুরিকাঘাত অনৈতিহাসিক। এ ধরণের কল্পনার সমসাময়িককালে হিন্দু-মানস মুসলমানদের উপর উত্তেজিত হইয়া ছিল স্বাভাবিক। সে সময় এমনিই হিন্দু মনে মুসলমান বিদ্বেষ সঞ্চিত হয়েছিল তদুপরি মঞ্চের উপর মুসলমান কর্তৃক হিন্দু হত্যার অভিনয় মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যার মাশুল মুসলমানকে দিতে হয়েছিল জীবনের নানা ক্ষেত্রে।"

মুহাম্মদ মজির উদ্দিন
বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা
নর্থবেঙ্গল পাবলিশার্স, নওগাঁ,
রাজশাহী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২৫।

সাহিত্যে মসজিদ বিদ্বেষ

নাটকের মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষ সঞ্চারিত করার কৌশল সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) লিখেছেন :

"বঙ্কিম চন্দ্র যেমন তাঁহার 'আনন্দ মঠের' ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর এক নিরক্ষর লুণ্ঠনকারী পশ্চিমা দস্যু দলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হইবার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বেই ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান হয়।

www.pathagar.com

এক শিক্ষিত বাঙালী সুর সাম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। এই সম্পর্কে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ তাহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন 'হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাঁথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।' এই উদ্দেশ্যই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথম কয়েকখানি নাটক রচনা করিলেন।"

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, এ মুখার্জী এন্ড জে প্রাঃ লিঃ
কলকাতা ১৯৬৮ইং পৃষ্ঠা : ২৯-৩০
উক্ত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

রামায়ণ, মহাভারতের নতুন সফর

১৯৮৯ ঢাকা সাপ্তাহিক পূর্বানী '১৪ জুন সংখ্যায় 'রামায়ন' 'মহাভারত' ঠেকাতে 'আনোয়ারা কী যথেষ্ঠ?' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের শীর্ষস্থানীয় চিত্রতারকা জুহি চাওলার ছবিসহ একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় নায়িকা বলেছিলেন :

"দূরদর্শনে রামায়ণ বা মহাভারত, এতে পুরান কাহিনীর বা মহাকাব্যের চরিত্রহানির কী আছে? আমার তো মনে হয় ভারতের আপামর জনসাধারণ টিভির মাধ্যমে আবার নতুন করে রামায়ন-মহাভারতে আবিষ্কার করার সুযোগ পেলেন। আমি আমার ভাগ্যের কাছে কৃতকার্য 'মহাভারত' টিভি সিরিয়াল-এ অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার জন্য। রামায়ন-এ যারা অভিনয় করেছেন তাদের অনেকের মুখেই শুনেছি এই সিরিয়ালে অভিনয় করতে করতে তাদের জীবন ধারা, জীবনবোধ, বিশ্বাস, সবকিছুও পাল্টে গেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এই প্রাচীন মহাকাব্য বা পুরানের মূল্য কোনভাবে হ্রাস করছে না। বরং ঘরে ঘরে টিভি রামায়ন-মহাভারতকে পৌছে দিচ্ছে।"

তপন শিকদারদের বাংলাদেশ

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে এবারে জয়ী হয়েছেন বিজেপির তপন শিকদার। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

www.pathagar.com

"বাংলাদেশ আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। কারণ আমার পুরনো দিনগুলো, জীবনের প্রথম সময়গুলো, সেখানেই পড়ে আছে। এই মাটিতেই আমার জন্ম, প্রথম পৃথিবীর আলো দেখা। যখন জন্মেছি সে জায়গা ছিল পূর্ব বাংলা, পরে হলো পূর্ব পাকিস্তান। এখন বাংলাদেশ। সেখানে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না। এখন নতুনের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে দিল্লী যেতে হবে, হয়তো মন্ত্রীও হতে হবে কিন্তু বাঙালীর কথা আমি ভুলব না।"

বিবেকান্দদের বাংলাদেশ

পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বিবেকান্দ মুখ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী মৈত্রয়ী দেবী সম্পাদিত নবজাতক পত্রিকায় লিখেছেন :

"আমি নিজেকে বাঙালী বলে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করি, আমি ভারতবর্ষের নাগরিক এবং ভারতীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালী হিসাবে আমার যে স্বাতন্ত্র্য সেটা আমি ভুলি কি করে এবং কি করে আমি ভুলে যাব যে, বাংলাদেশে আমার জন্ম, যে পদ্মা-মেঘনার সঙ্গে আমার বাড়ীর যোগ এবং যে বাংলা ভাষা বা মাতৃভাষার জঠরে জন্ম লাভ করেছি, সেটা আমার জন্মভূমির মত আমায় সমস্ত শিক্ষা চিন্তা ও কল্পনাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার বাঙালী জাতীয়তাকে ভুলতে পারি না। আমরা বাঙালী একথা তারস্বরে ঘোষণা করার মধ্যে আজ নতুন গর্ব ও গৌরব বোধ আছে।"

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বাংলাদেশ প্রসঙ্গ : নবজাতক
স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা, অষ্টম বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা ১৩৭৮ কলকাতা।

ঢাবি'তে অধ্যাপক অমিয় ভূষণের ভোট লাভ

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর ৭ই মার্চ ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ তুলে ধরা হলো :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্বাচন। ঢাকা, ৪ঠা মার্চ ১৯৫১ এই নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, প্রতিনিধি অধ্যাপক অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী নিজ সম্প্রদায়ের সর্বাধিক ভোটের প্রায় দ্বিগুণ ভোট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছেন।..... আরো

www.pathagar.com

প্রমাণিত হচ্ছে যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যা সমাজের 'সেরা সমাজ ঢাকা' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের মন আজ সাম্প্রদায়িকতার কলংক থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। সরকারী অফিসগুলোতে বাংলাভাষা ব্যবহারের দাবী এবং গুণী হিন্দু অধ্যাপকের সম্মান, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের অভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মহিমায় ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করে তোলার কামনারই অভিব্যক্তি।"

মৈত্রেয়ী দেবির মূল্যায়ণ

মৈত্রেয়ী দেবী (রবীন্দ্রনাথের প্রবীণ শিষ্য) সম্পাদিত নবজাত পত্রিকায় একটি সত্যটি অকপটে তুলে ধরা হয়েছে :

"বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমান বিশেষত : গ্রামকেন্দ্রিক মুসলমান সমাজ অনেকখানি এই ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিলেন যে, পাকিস্তান শুধুমাত্র তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, এক হিসেবে রক্ষা কর্তাও। পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপরই হিন্দুপ্রধান হিন্দুস্থানে তাদের অস্তিত্ব আজ সম্ভ্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ঘটনা এবং তার উৎপত্তিতে সম্প্রতি অনেকে আশ্বান্বিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমানের বিশেষত নারীদের উপর পাকিস্তানের সামরিক চক্র অদৃষ্টপূর্ব অমানবিক অত্যাচার পশ্চিমবঙ্গের বিমূঢ় বিভ্রান্ত মুসলমানদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করবে। আর কিছু না হোক, অন্তত তাদের এই শিক্ষা দেযে যে, স্বজাতিবৎসল মুসলমানের একমাত্র বন্ধু না হয়ে সর্বনাশ সাধনে অদ্বিতীয় শক্তিও হতে পারে। বলাবাহুল্য যে এমন আশা মহত্তর হলেও সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক যে নয়, তার প্রমাণ পশ্চিমবাংলার মুসলমান সমাজের ব্যাপক অংশের এই অদ্ভূত ধারণা যে, পাকিস্তানের বর্তমান বিপন্ন অবস্থার জন্য দায়ী পাকিস্তানের নির্বোধ শাসকচক্র ততোটা নয়, যতোটা বাংলাদেশের ধর্মভ্রষ্ট বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা। এই বুদ্ধিজীবীদেরই গৃহশত্রু বিভীষণের মত দীর্ঘদিন কাজে লাগিয়ে হিন্দুস্তান পাকিস্তানের বৃহদাংশকে পরোক্ষভাবে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন আনার চেষ্টায় হয়েছে সমর্থ।"

শেখ সাবের আলি
স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলার মুসলমান সমাজ
নবজাতক (কলকাতা) নববর্ষ
প্রথম সংখ্যা (শারদীয়) ১৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬।

www.pathagar.com

শহীদ নজীর

অধ্যাপক আবদুল গফুর শহীদ নজীর সম্পর্কে লিখেছেন :

"শহীদ নজীর একজন ছাত্র নেতা ছিলেন। কিন্তু ছাত্রনেতা বলতে আজকাল অনেক সময়ই যা বোঝায় তার বহু উধেক্ষ ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন আদর্শের সৈনিক, তার সমগ্র জীবন ছিল মানবতার সেবায় নিবেদিত।

ফেনী জেলার দক্ষিণ খালিপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৩২৪ সালের ৩রা চৈত্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন নজীর। পিতার দারিদ্রের কারণে প্রাইমারী স্কুলের পর থেকে নজীরকে নিজ চেষ্টায় পড়াশুনা চালাতে হয়। এই অবস্থায় ১৯৩৭ সালে নজীর বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। কলেজ জীবনেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে ফেনী কলেজ থেকে আইএ পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই নজীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অন্যতম কেন্দ্রীয় আকর্ষণে পরিণত হন। নজীর দুস্থ মানবতার সেবায় তথা সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের ক্রিয়াকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্মেলনে হিন্দু ছাত্রদের বন্দে মাতরম গান গাওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। টেনিস মাঠে দু'পক্ষের মধ্যে ইট ছোড়া ছুড়ি চলছিল। একদল হিন্দু ছেলে কাছে দাড়িয়ে এতে উৎসাহ দিচ্ছিল। ব্যাপারটি যাতে সহজে মিটমাট হয়ে যায় সে জন্য তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। নজীরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তারাও অন্তর থেকে অশান্তি চায় না। শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ যাবে না। কিন্তু তা হলো না। অতর্কিত তার পরে ছুরি বসিয়ে দেয়া হলো। ওঃ করে উঠে নজীর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মাত্র একদিন পূর্বে ছাত্রদের এক সংঘর্ষে কিছু ছাত্র আহত হয়। আহত হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয় নজীর তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং কী হিন্দু কি মুসলমান সকল ছাত্রই তার সেবা পেয়েছিল। মানবতার এমন এক উৎসর্গীকৃত সেবককে এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে গিয়ে প্রাণ দিতে হবে, এটা ছিল সবারই কল্পনার বাইরে।"

অধ্যাপক আবদুল গফুর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রথম শিকার শহীদ নজীর
দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

www.pathagar.com

শহীদ নজীর সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে বিবরণ দিয়েছেন তা হলো :

"সম্ভবত এটা ছিল মেয়েদের হোস্টেলের অভিষেক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সম্ভবত লিটন হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অনুষ্ঠানিক কর্মে ও পরিচর্যায় যারা নিযুক্ত ছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু। গেট সাজানো থেকে আরম্ভ করে প্রবেশ পথ, সভা কক্ষ এবং মঞ্চ সাজানো সবই হিন্দু মেয়েরা করেছিল। তাদের দেয়া আল্পনার মধ্যে স্বস্তিকার চিহ্ন ছিল। প্রবেশ পথের দু'পাশে মাটির হাড়ির ওপর সিঁদুর চর্চিত শুকনো নারকেল ছিল, মঞ্চটিও হিন্দু দেবীর পুজা চত্বরের মতো সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হবে তখন দুটি মুসলমান ছাত্র প্রবেশ তোরণ ও মঞ্চসজ্জা দেখে হল থেকে প্রতিবাদ করে বেড়িয়ে আসে। এদের দু'জনের একজন হলেন আছিয়া খাতুন আর একজন হচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের। এই প্রতিবাদের ফলে বাইরে অবস্থানরত মুসলমান ছেলেরা অভিষেক অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেবার চেষ্টা করে। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত হতে পেরেছিল কিনা আমার মনে নেই। কিন্তু প্রতিবাদ যে প্রবল এবং সুস্পষ্ট ছিল তা আমার মনে আছে। ঢাকার চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে যায় এবং মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। রাতে বিভিন্ন হলে আলোচনা হতে থাকে যে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। নজীর আহমদ সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরবর্তী ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেবেন এটাই ঠিক হয়। ছাত্রদের বুদ্ধি দেবার ক্ষেত্রে কবি জসীম উদ্দীনের সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। সিদ্ধান্ত হয় যে, পরের দিন মুসলমান ছেলেরা ক্লাবে যাবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও মিছিল করবে। আমরা ধারণাও করতে পারিনি যে, হিন্দু ছেলেরাও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। পরে শুনেছিলাম যে ইংরেজীর অধ্যাপক পিকে গুহর বাসভবনে নেতৃস্থানীয় ক'জন হিন্দু ছাত্র মিলিত হয়েছিল পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। পিকে গুহ আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাসভবনে যে সভা হয়েছিল তা আমি স্পষ্ট জানতাম না। আমি শুনেছিলাম কবি জসীমউদ্দীনের কাছ থেকে। যাই হোক, দুর্ঘটনা এল পরের দিন এবং এল প্রচণ্ডভাবে। সভা এবং মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। কিন্তু অকস্মাৎ হিন্দু ছেলেদের আক্রমণে সংঘর্ষ বাধে এবং নজীল আহমদ মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি চুরিকাবিদ্ধ হন। প্রথমে

www.pathagar.com

এই আঘাতটি কেউ গুরত্বের সাথে ভাবেনি। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ক্রমশ নজীর আহমদ দুর্বল হতে থাকেন এবং তখন মিটফোর্ড হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি জসীম উদ্দীন হাসপাতালে সর্বক্ষণ তার শয্যাপাশে ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে নজীর আহমদ মারা যান। তার মৃত্যুতে কবি জসীম উদ্দিনের হাহাকার ও আকুল কান্নাকে আমি কখনও ভুলব না।"

শহীদ নজীর সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এই ছাত্রনেতা সম্পর্কে 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

"সেখানে কর্মবীর নজীর আহমদের সাথেও আমার পরিচয় হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহলে তার গুণ ও সুখ্যাতির কথা তখন ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সুসম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা 'পাকিস্তান' এর ছিলেন তিনি পরিচালক, এর সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মজহারুল হক। কিছুদিন পরে নজীর আহমদের অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে সত্যই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের এক দাঙ্গা থামাতে গিয়েই তিনি ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। এখনো এই আত্মত্যাগী শহীদ কর্মবীরের করুণ মৃত্যুর কথা মনে পড়লে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করি।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
'অতীত দিনের স্মৃতি' পৃষ্ঠা ২৩২।

হিন্দু তাড়ানোর অপপ্রচার মুজিব আমলেও ছিল

"ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে" গ্রন্থে ১৯৭৩ সালে শ্রী বসন্ত চ্যাটার্জী লিখেছেন :

"In regard to the future these Hindu representatives did no't appear to be very optinistic. One view was that like Pakistanis the Mujib Governments policy to was to case out the Hindus in gradual stages. It was agreed that in Pakistan, at least there people needed the Hindus to maintain their majority but now after liberation even that necessity was over. Now of the Hindus are still here, that is because of the need for India's friendship. The day this need too is

www.pathagar.com

done away with, the Hindus will find themselves on the road to India. Only Sheikh Mujib, to some extent can resist this process, but he is surrounded by all kinds of Pakistani agents, communal fanatics and plain ruffians. Most of the Awami Legue's membership is composed of thugs, decoits, and cut throats and the poor Hindus are entirely at there mercy."

Basant Chatterjee,
Inside Bangladesh Today
S. Chand & Co.
New Delhi, 1973, P. 140-141.

মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব ও মুসলমান

বাংলায় মৃতপ্রায় মুসলমানদের সঞ্জীবিত করার মূলে মোহামেডান পার্টি ক্লাবের অবদান অসীম। এ সম্পর্কে খুব সম্রাট আরতাস উদ্দীন আহমদ তার "আমার শিল্পী জীবনের কথা" গ্রন্থে লিখেছেন :

"মোহামেডান স্পোটিং উপর্যুপুরী পাঁচ বছর লীগ বিজয়ী শিল্ড বিজয়ী। যারা বাংলার আকাশ-বাতাস তখন মোহামেডান স্পোটিং জিন্দাবাদ ধক্ষনিতে মুখরিত। এদের খেলায় জয়লাভের জন্য গ্রামে মুসলমানদের রোজা রাখতে দেখেছি। খেলা দেখবার জন্য দিনাজপুর, রংপুর বগুড়া থেকে দলে দলে মুসলমানরা আসত। বাংলার মুসলিমদের জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোটিংয়ের খেলার অবদান যে কত বিরাট ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাবেন না। কবি গোলাম মোস্তফা এই ইতিহাসকে রূপ দিলেন গানের ভাষায় "লীগ বিজয় না দিগবিজয়"। সে গান আমি রেকর্ড করলাম, বাংলার ঘরে ঘরে দিলাম রেকর্ডের মাধ্যমে মুসলিমের বিজয় বার্তা পৌছে।"

আব্বাস উদ্দীন আহমদ
আমার শিল্পী জীবনের কথা : পৃষ্ঠা ৮৩।

মোহামেডান স্পোটিং জাগরণের প্রতীক

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুল কালাম সামসুদ্দিন (বাঙ্গালী মুসলমানের প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র "দৈনিক আজাদ" এবং মাসিক "মোহাম্মাদীর" সম্পাদক) তার "অতীত দিনের স্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন :

www.pathagar.com

"মোহামেডান স্পোর্টিং দলই প্রথম এ প্রমাণ দিল যে, শুধু ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য হিসাবে নয়, দলগত ক্রীড়া দক্ষতায়ও এদেশীয় দল ইউরোপীয়দের ওপর টেক্কা দিতে পারে। মোহামেডান স্পোর্টিং শুধু ১৯০৪ সালেই নয় উক্ত সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর এক টানা ভাবে লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়। শুধু মাঝখানে ১৯৩৯ সালে আইএফ-এ কর্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিবাদে মোহামেডান স্পোর্টিং লীগ খেলা বর্জন করায় সে বছর অন্য টীম (মোহনবাগান) চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী বছর থেকে আবার লীগ চ্যাম্পিয়ন লীগ মোহামেডানের কুক্ষিগত হতে থাকে, শুধু লীগ চ্যাম্পিয়ন নয়, ১৯৩৬ সালে মোহামেডান দল আইএফ এ শীর্ষ জয় করে। আবার ১৯৪১ সালে লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ ও আই এফএ শীল্ড জয় ছাড়াও তারা বোম্বাই'র রোভার্স কাপ, সিমলার ডুরান্ড শীল্ড তথা দিল্লীর আবদুল গফুর কাপ লাভ করে। বস্তুত কলকাতার প্রথম বিভাগ লীগ খেলায় মোহামেডান দলের অভ্যুদয় ভারতীয় ফুটবলে ইউরোপীয় প্রাধান্য সমূলে ধক্ষংস করে দেয়। আগে এটা ছিল সত্যই কল্পনাতীত ব্যাপার।

এমন কল্পনাতীত ব্যাপার মোহামেডান স্পোর্টিং দল কর্তৃক বাস্তবায়িত হওয়ায় শুধু কলকাতায় নয়, সারা ভারতের ক্রীড়া জগতেই মোহামেডানের নামে জয়ধক্ষনি উত্থিত হলো। আর শুধু কলকাতার মুসলমান নয়, সারা বাংলার মুসলমানরাই মোহামেডান দলের এই বিজয়কে তাদের নব অভ্যুত্থানের (Renaissance) সূচনা বলে গ্রহণ করল। মোহামেডান দলের সামাদ, রশীদ রহমত, রহীম, আব্বাস, নাসিম, বাবু, মাসুম, জুম্মা খা, বাচ্চি খাঁ, নূরমোহাম্মদ (বড়) নূর মোহাম্মদ (ছট), সলীল প্রমুখ ফুটবল বীরদের নাম শুধু কলকাতায় নয় বাংলার সুদূর পল্লীর ক্রীড়া ক্ষেত্রেও তাদের নাম ক্রীড়ামোদীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। বস্তুত মোহামেডান স্পোর্টিং এর বিস্ময়কর বিজয় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে উত্তেজনা উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, এমনটি ইতিপূর্বে বহুদিন তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় নাই। ফলে বাংলার মুসলিম জাতীয় জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিং এর বিজয়বার্তা যে প্রভূত পরিমাণে সক্রিয় হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।"

আবুল কালাম শামসুদ্দিন
"অতীত দিনের স্মৃতি" পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দীন আহমদ তার 'বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী' গ্রন্থে একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন :

"এর মধ্যে একদিন খান বাহাদুর দেয়েমানী সাহেব আমাকে জানালেন যে, ডা: বিধান রায় মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব এর নাম বদল করতে বললেন। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাই ধর্মীয় নাম চলতে পারে না। তিনি আমাকে এ বিষয়টা ডা: রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে বলে গেলেন। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিভাবে কথাটা তোলা যায়। অনেক ভেবে চিন্তে আমি চীফ সেক্রেটারিকে একটা চিঠি লিখলাম মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য। চীফ সেক্রেটারী উত্তর দিলেন যে, কি বিষয়ে আমি কথা বলবো, তা পূর্বাহ্নে না জানালে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কারণ মুখ্যমন্ত্রী খুব ব্যস্ত। আমি বললাম যে, মোহামেডান স্পোটিং টিমের ব্যাপারে। উত্তর হলো যে, ঐ ব্যাপারটা সরকারের ঘরোয়া ব্যাপার। এর মধ্যে বিদেশের কোন কূটনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা সরকার করতে পারে না। আমি এরপর ডাক্তার রায়কে সরাসরি চিঠি লিখলাম। আমি লক্ষ্য করছি যে, 'লিয়াকত নেহরু' চুক্তির বরখেলাপ করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি জরুরী সাক্ষাৎপ্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলতে রাজী হলেন।....

মুখ্যমন্ত্রী সেটা স্বীকার করলেন না, অস্বীকারও করলেন না। তিনি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন এই বলে যে, মোহামেডান স্পোটিং নামের উপর তার নিজের কোন মানসিক বিদ্বেষ নেই। তবে কলকাতার সাধারণ লোক ঐ নামটার উপর যে বিদ্বেষ পোষণ করে তিনি সে কথা অস্বীকার করতে পারেন না। দশ বছর নামটার পরিবর্তন হয়নি তার কারণ মোহামেডান স্পোটিং এর গৌরবজ্জল ইতিহাস। 'মোহামেডান স্পোটিং' কলকাতার গৌরব, যেমন গৌরব 'মোহনবাগান' এবং অন্যান্য ফুটবল দল। কিন্তু সরকারের সমস্যা দেখা দিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ায়। মোহামেডান স্পোটিং এর খেলা থাকলেই যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অনিবার্য হয়ে উঠে। সুতরাং কলকাতার প্রায় অর্ধেক পুলিশ বাহিনী মাঠে মোতায়েন করে রাখতে হয়। তাতেও যে সব সময় ফল পাওয়া যায় তা বলতে পারি না। কারণ পুলিশ বাহিনীর সব লোকই যে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তা বিশ্বাস করা হচ্ছে না আমার। অথচ এভাবে একটা খেলার কতগুলো নিরীহ মানুষ অপঘাতে মৃত্যুবরণ করুক তা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক চাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি কলকাতার মুসলমান নেতাদের যা বলেছি তা ছাড়া অন্য কোন পথ আমার নিকট খোলা নেই।

www.pathagar.com

আমি বললাম, আপনার সমস্যা আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি। কিন্তু নাম বদলানো ছাড়া অন্য কোন পথ আপনার নিকট খোলা নেই এ যুক্তি আমি ঠিক গ্রহণ করতে পারছি না। আজ এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কারণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কাছে সরকারের ক্রমাগত নতিস্বীকার। 'ইসলামিয়া কলেজ'কে সেন্ট্রাল কলেজ বা মুসলিম চেম্বার অব কমার্সকে ওরিয়েন্টাল চেম্বার না করে প্রথম থেকেই যদি তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে জোর করে ইসলামী নাম পরিবর্তন করলেই সংখ্যালঘু মুসলমানদের আস্থা বা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য আদায় করা যাবে না তাহলে অবস্থা অন্য রকম হতে পারতো। সংখ্যালঘুর আস্থা ফিরিয়ে আনা সরকারের প্রধান কর্তব্য। পাকিস্তান হবার পরেও যদি এমন পদক্ষেপ নিতে হয় তাহলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী বিদেশীদের নিকট হাস্যকর মনে হওয়া সম্ভব।

এই দুই বাংলার সমস্যা আপনি যে সমাধান উপযুক্ত বলে মনে করেন তা আমরা গ্রহণ করলে জগন্নাথ হল বা জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য এমন বহু প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে সাময়িকভাবে নিরক্ষর লোকদের নিকট থেকে বাহবা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ফলে জাতি গঠণ হবে না এবং তাতে মানবতার বিরোধিতাই করা হবে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের পরীক্ষামূলক ভাবে লিয়াকত-নেহেরু প্যাকট প্রয়োগ করা প্রয়োজন। হিন্দুদের কোন রাস্তা বা টাউন হল অবশ্য তখনও আইউব খান আসেননি। তার সময়ে বরিশালে অশ্বনি কুমার হলকে আইউব খান হল নামকরণ করা হয়। বা কোন বিদ্যালয় বা মহা বিদ্যালয়ের নাম বদলানো হয়নি। সংখ্যালঘুর সংখ্যানুপাতে চাকরি, ছাত্র বৃত্তি প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা এক ভাগ চাকরি ছোট ও বড় তাদের জন্য সংরক্ষিত অথচ মুসলিম লীগের চেয়ে প্রগতিশীল কংগ্রেসের রাজনীতিবিদরা এখনো সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করতে সাহস পান না। এটা আমার অন্ত রকে পীড়া দেয়। হয়তো মুসলমান ছেলেমেয়েদের মুসলমানী নাম থাকার জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ বন্ধ হয়ে আছে। যতদিন না তারা তাদের নাম পরিবর্তন করতে রাজি হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন যে, আপনাদের ইসলামিক স্টেটে সংখ্যালঘুদের জন্যে আসন, চাকরি, বৃত্তি সংরক্ষিত হতে পারে যেহেতু তারা জিম্মি। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সেটি হবার জো নেই। আমাদের এখানে সর্ব ধর্মের সমান অধিকার। যে যে কাজের উপযুক্ত তাকে সে কাজেই বহাল করা হয়।' আমি বললাম, 'জিম্মি' কথাটার অর্থ ইসলামী

www.pathagar.com

সরকারীর অধীন বিশেষভাবে প্রতিপালিত গোষ্ঠী, পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার সার্বজনীন ভোট সরকার নির্বাচিত হয়। সেখানে হিন্দু মুসলমান সকল নাগরিকের ভোটের একই মূল্য। তাই আমরা কাউকে পালিত নাগরিক মনে করি না। তবে নেহুরু-লিয়াকত চুক্তি আমরা যেহেতু স্বাক্ষর করেছি তাই এর জীবনী শক্তিকে বাচিয়ে রাখতে চাই। তাই পূর্ব পাকিস্তানের কেবল মুনসেফ ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের চাকরি নয়, এমনকি হাইকোর্টের দুজন জর্জ রয়েছেন হিন্দু। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য রয়েছেন হিন্দু। ..... অথচ পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশ বছরে আট হাজারের উপর পুলিশ ভর্তি করা হয়েছে তার একজনও মুসলমান নয়। এ রকম চাকরির জন্য উপযুক্ত মুসলমান পাওয়া যায় না সে কথা বোধ হয় আপনি বলবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় কথা না বারাবার জন্যই বললেন যে, পূর্ব বঙ্গ থেকে বিতাড়িত লোকদের মনের অবস্থা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব না থাকলে আপাতত 'মোহামেডান স্পোর্টিং' এর নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে না। তিনি চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে আমাকে বলরেন যে, লিয়াকত-নেহরু চুক্তি সম্বন্ধে তিনি ভবিষ্যতে অন্য একদিন কথা বলবেন।"

কামরুদ্দীন আহমদ
বাংলার এক মধ্য বিত্তের আত্মকাহিনী
ঢাকা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৫।

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী

"দুই বঙ্গ একটি তুলনা" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"আমরা হিন্দুরা নাকি সাম্প্রদায়িক দ্বেষবিদ্বেষ বর্জিত, যত দোষ নাকি মুসলমানদেরই। তারাই নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুচিয়ে তোলে, আমরা হিন্দুরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাব। আমি তো দেখি তার উল্টো। হিন্দুরাই বেশি সাম্প্রদায়িকতাবাদী, তাদের কথায়, কাজে ব্যবহারে এ কথার প্রমাণ পদে পদে। ব্যতিক্রম, দৃষ্টান্ত বাদে প্রায় প্রতিটি হিন্দুর দেহে আচড় কাটলে দেখা যাবে ভিতরে একটি মুসলমান সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ আত্ম শ্রেষ্ঠত্বের চেতনায় ডগমগ সাম্প্রদায়িক মানুষের বাস। আপাতত পুরোনো ইতিহাসের মধ্যে যেতে চাই না কিন্তু একথা না বললেই নয় যে, স্বাধীনতাপূর্ব কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্বের উপর মহলে যদি সাম্প্রদায়িকতার আধিপত্য না থাকত তো মিঃ জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্মই হতো না। বস্তুত

www.pathagar.com

মিঃ জিন্নার জাতীয় নেতা থেকে সাম্প্রদায়িক নেতায় রূপান্তরটাই সম্ভব হতো না।"

নারায়ণ চৌধুরী,
দুই বঙ্গ - একটি তুলনা,
নবজাতক, ৮ম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭৮
কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০০।

মঞ্চে-নেপথ্যে প্রতিবাদ

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত উপ সম্পাদকীয় "মঞ্চে নেপথ্যে" কলামে মন্তব্য করা হয় :

আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ৩৬ জাতির ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানকে সুনজরে দেখিতেছেন না, সেটা বোধগম্য। তিনি একাধিক স্থানে বলিয়াছেন যে, উক্ত সম্মেলনকে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ শিবিরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিও অতি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রের কোন কোন মহল "ঐস্লামিক জরাক্রান্ত হইয়া বেড়ায় যেভাবে লাফালাফি আরম্ভ করিয়াছেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের নামে 'ইসলাম' শব্দটি যুক্ত থাকায় সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় নামটি লইয়াও যেরূপ উৎকট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছেন (১০ই ফেব্রুয়ারির 'স্টেটসম্যান; ১১ ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজার এবং উহাদের জবাবে ১৭ই ফেব্রুয়ারির 'জনপদ' এর উপসম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য) কেউ যদি উহার বিরুদ্ধে মুখ খুলেন তবে কি তাহা 'প্রীতির সম্পর্ক' খানিকর বিবেচিত হইবে?"

আবুল শামসুদ্দিন দেশ বিভাগ সম্পর্কে

উপমহাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবুল কালাম শামসুদ্দীন অতীত দিনের স্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন :

"পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম ভারতের দিকে মুক্তি কামনায় যে ব্যাপক আবেগ প্রত্যক্ষ করা গেছে এমনটি আর কখনো দেখা যায় নাই। ভারতের মুসলমানেরা যেনো দীর্ঘ দুইশত বৎসর পরাধীনতার লাঞ্ছনা সহ্য করার পর মুক্তির সোবহে সাদেকের আচল পেয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠল। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বিরূপ ব্যবহারে যারা ছিল মর্মপীড়িত, সংকুচিত,

www.pathagar.com

হীনমন্যতা যাদের মনে একরূপ স্থায়ী ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল, তারা যেন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে নিজ স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। তারা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আপন সত্তার স্বাতন্ত্র্যের জয় ঘোষণা করল। ওদিকে কংগ্রেস ও হিন্দু-নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। পাকিস্তান একটি অবাস্তব আইডিয়া মাত্র, এর বাস্তবায়নের সুদূর সম্ভাবনাও নাই, এমনি প্রচারণা জোরালো ভাষায় প্রকাশ করে তারা ভেবেছিলেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ গ্রহণ করতে সাহসী হবে না। কিন্তু মুসলীম লীগ তাই যখন গ্রহণ করে বসল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দ্বিতীয় রিপু জেগে উঠল। তারা তাদের 'প্রোপাগান্ডা মেশিন" (প্রচারযন্ত্র) অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর জোরালো করে তুললেন। ভারত কংগ্রেসী মুখপত্রগুলি জিন্না ও মুসলিম লীগের কুৎসা ও নিন্দা প্রচারে ভরে উঠল। কিন্তু এতে ফল বিপরীত হলো। এদের নিন্দা কুৎসা মুসলমানদের মনে সৃষ্টি করল সুদূর প্রতিক্রিয়া। শেরে বাংলা ফজলুল হক এ সময়ে কংগ্রেসী মিথ্যা প্রচারণায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘোষণা করেন : কংগ্রেসী প্রচারণায় যখন তার কাজের নিন্দা করা হয়, তখন যেনো মুসলমানরা মনে করে যে, তিনি ঠিক পথেই চলছেন, আর তাদের মুখে যখন তার প্রশংসার খই ফুটে উঠতে দেখা যাবে; তখন তিনি ভুল পথে চলেছেন বলেই মনে করতে হবে। হক সাহেবের ঐতিহাসিক ঘোষণা মুসলমান জনসাধারণের মনে বড়কম কার্যকরী হলো না।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
অতীত দিনের স্মৃতি
ঢাকা ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১৯৫।

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নবজাতক' পত্রিকায় অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী সাম্প্রদায়িকতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে লিখেছেন :

"পাঠকরা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার কথা স্মরণ করুন। ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে যখন দুই বাংলার একাধিক স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন জ্বলে উঠল, বিশেষ করে কলকাতা ও ঢাকা শহর ও তাদের সন্নিহিত অঞ্চলগুলো

www.pathagar.com

খুন, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ আর লুণ্ঠনের ব্যাপক বিভীষিকার ক্ষেত্র হয়ে উঠল। সেই সময় উভয় বঙ্গেই কিছু কিছু সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক মত্ততার ওই নিষ্ঠুর সন্ত্রাস দমণের জন্যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে সম্মুখে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এখানেও চিত্রের ভিন্নতা প্রকট। ঢাকা শহরে ও তার আশে পাশে বিপন্ন হিন্দু প্রতিবেশির জীবন রক্ষা করতে গিয়ে বেশ কয়েজন মুসলমান যুবক প্রাণ দিয়েছিলেন। আত্মৎসর্গকারীদের মধ্যে দু'একজন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। আর এখানে? এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আক্রান্ত বিপন্ন মুসলমান প্রতিবেশীর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে ক'জন হিন্দু প্রাণ দিয়েছিলেন? আমাদের জানা মতে একজন মাত্র। তাও তিনি বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কেউ নন, একজন হিন্দুস্থানী মেহনতি সম্প্রদায়ের মানুষ– তাও কলকাতার নয়, শ্রী রামপুরে কলকাতার সাংস্কৃতিক চেকনাইয়ের বলয়ের বহিভূত এলাকায় একটি মফ:স্বল শহরের। আমরা হিন্দুরা নাকি সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষবর্জিত। যত দোষ নাকি মুসলমানদেরই। তারাই নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুচিয়ে তোলে, আমরা হিন্দুরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাই। আমি তো দেখি তার উল্টো। হিন্দুরাই বেশি সাম্প্রদায়িকতাবাদী, তাদের কথায়, কাজে ব্যবহারে এ কথার প্রমাণ পদে পদে। ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বাদে প্রায় প্রতিটি হিন্দুর দেহে আচড় কাটলে দেখা যাবে ভিতরে একটি মুসলমান সমপর্কে বিদ্বেষপরায়ণ আত্মশ্রেষ্ঠত্বের চেতনায় ডগমগ নিপট সাম্প্রদায়িক মানুষের বাস। আপাততঃ পুরোনো ইতিহাসের মধ্যে যেতে চাই না, কিন্তু একথা না বললেই নয় যে স্বাধীনতাপূর্ব কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্বের উপর মহলে যদি সাম্প্রদায়িকতার আধিপত্য না থাকত তো মি: জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্মই হতো না, বস্তুত মি: জিন্নার জাতীয় নেতা থেকে সাম্প্রদায়িক নেতার রূপান্ত রটাই সম্ভব হতো না।"

নারায়ণ চৌধুরী,
দুই বঙ্গ–একটি তুলনা,
নবজাতক (কলকাতা),
স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা, অষ্টম বর্ষ
তৃতয়ি ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৮।

অতিত দাঙ্গার একটা স্মৃতি জিতেন ঘোষের

বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা জিতেন ঘোষ রচিত "জেল থেকে জেলে" দেখা যায় :

www.pathagar.com

"কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় রায়পুরা থানার আদিয়াবাদ ও রহিমাবাদ গ্রামে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে গেছে। এই দাঙ্গার দায়ে প্রায় ছ'-সাতশ' মুসলমানকে গ্রেফতার করে এই জেলেই রাখা হয়েছে, এই আসামীদের মধ্যে নিরীহ কৃষকের সংখ্যাই বেশি। এদের একজন একদিন আমাকে বলেছিলেন, দাঙ্গার সময় অর্থাৎ হিন্দু মহাজনদের বাড়ী গুলো যখন জ্বালিয়ে দেয় হচ্ছিল তখন অকুস্থলে কোন পুলিশ বা সৈন্যই দেখা যায়নি। দাঙ্গার আগুন যখন স্তিমিত হয়ে এসেছিল, তখনই এলো ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ আর সৈন্য। শুরু হয়ে গেল মুসলমানদের পাইকারী গ্রেফতার। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিয়ে ছেলেমেয়েদের ওপর চালালো নির্মম অত্যাচার। বাপের সামনে মেয়ে ও স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপর করল বলাৎকার। লুটে নিল সমস্ত মুসলমানের ঘরের ধান-চাল-সোনা-দানা। সে এক অমানুষিক পৈচাশিক দৃশ্য। আমাদের মধ্যে এখন বহু লোক আছেন যারা ঐ দাঙ্গার সময় হিন্দুদের নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন। ঐ দাঙ্গা থামাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেপাই পুলিশের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে তারাও রেহাই পেলেন না। এখন মুসলমানদের কাছ থেকে পাইকারী হারে আদায় করা হচ্ছে পিটানো ট্যাক্স অর্থাৎ পিউনিটিভ ট্যাক্স। আমি তো জোয়ান মর্দ মানুষ। আমার বিশ্বাস মানুষও ঐ নির্দয় ও বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শুনে লাফিয়ে উঠবে।'

আরেকজন বৃদ্ধ আপষের স্বরে বলেছিলেন, কি আর বলব বাবু সে বড় বুকফাটা দু:খেরই কথা। আমাদের গায়ের হিন্দুদের আমিই আশ্রয় দিয়েছিলাম, তাদের ওপর কোন অত্যাচার হতে দেইনি কিন্তু সেই হিন্দুদেরই সামনে পুলিশ সিপাই যখন আমার বাড়িতে তান্ডব নাচা নাচলো। আমায় গ্রেফতার করলো এবং মারধর করলো আমার ছেলেমেয়ের ওপর, তারা একবার সামান্যতম প্রতিবাদও জানালো না। একবারও বলল না যে, আমি এ রায়টে যোগ না দিয়ে তাদের ক্ষমা করেছি এ গায়ে রায়ট হতে দেইনি। আপনাকে আমরা প্রথম প্রথম ভয় করেই চলেছি। বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। কারণ আমরা দেখেছি কংগ্রেসী বাবুরা ঢাকা থেকে এসে পুলিশ-সিপাইয়ের এই অন্যায়, অত্যাচার ও গ্রেফতারকে কেবল সমর্থনই জানাননি, এ কাজে উৎসাহও দিয়েছেন। আল্লাহ্ জানেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আর বিশ্বাস ফিরে আসবে কিনা। শয়তান আজ হিন্দু-মুসলমানের কাধে ভর করেছে।"

জিতেন ঘোষ, 'জেল থেকে জেলে' পৃষ্ঠা ১৮০-১৮২।

www.pathagar.com

বিচারপতি কামাল উদ্দিনের অসাম্প্রদায়িকতা

"বিচারপতি কামাল উদ্দীন হোসেন বলেন, বাঙালী জাতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। একজন অসাম্প্রদায়িক বাংলাভাষী মানুষই হচ্ছেন বাঙ্গালী। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। তা না হলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র না হয়ে মুসলিমতন্ত্র হবে।"

জনকণ্ঠ ঢাকা, ৬ই আগস্ট ১৯৯৭।

জিতেন ঘোষের আর একটি অভিজ্ঞতা

উক্ত গ্রন্থের (জেল থেকে জেলে) ১৮২ পৃষ্ঠায় শ্রী জিতেন ঘোষ লিখেছেন :

"নোয়াখালী জেলার রহিমাবাদ-আদিয়াবাদের দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলো দেখে আমার বিবেক কিন্তু এই দাঙ্গাকে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলেই ঘৃণায় উড়িয়ে দিতে পারেনি। সব জায়গাতেই আমি দেখেছি সুদখোর মহাজন ও অত্যাচারী জমিদারকে কেন্দ্র করেই এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। শোষিত ও নিষ্পেষিত জনতা তাদের শোষণের বিরুদ্ধেই ফেটে পড়েছে মাত্র। তাদের অন্তরে যে বিক্ষোভ ধূসায়িত হচ্ছিল, তারই বহিপ্রকাশ এই দাঙ্গা। এই দাঙ্গা ছিল শোষণের বিপক্ষে শোষিতেরই সংগ্রাম। শোষিতের এই বিক্ষোভকে কুটিল চক্রীরা নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারের কাজে লাগিয়ে শোষিত নিঃস্বদের প্রবঞ্চিত করছিল মাত্র। শোষণের বিপক্ষে সরল প্রকৃতির কৃষক-জনতার এই গণ-অভ্যুত্থান কুচক্রীদল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় পরিণত করে দিয়েছিল।"

জওহরলালের চোখে বাংলার মুসলমান

"ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি, এরা ছিল গরীব প্রজা বা অতি ক্ষুদ্র-ভূস্বামী। জমিদার সাধারণত: হত হিন্দু, গ্রামের বানিয়াও তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মুদি কাজেই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারও করে নিতে ছাড়ত না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার, কেননা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ তার মূল রয়েছে এইখানে।"

জওহরলাল নেহরু : বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ
(অনুবাদ- শ্রী সুবোধ চন্দ্র মজুমদার)
আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯ পৃষ্ঠা ৩৮১।

www.pathagar.com

কোলকাতার পত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরী

হিন্দু পত্র-পত্রিকার ন্যক্করজনক ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরীর এক লেখায় :

"কলকাতায় তখন এমনি ভয়াবহ অবস্থা যে কোনো দিকেই কোন আশার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান শ্রেণীর মানুষরা কোথায় উত্তেজনার প্রশমনে ও সদবুদ্ধির জাগরণে তাদের শুভ প্রভাব খাটাবেন তা নয় তারা নিজেরাই গণ হিষ্টিরিয়ার শিকায় হয়ে অবস্থাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছিলেন। সংবাদপত্রের কাজ জনমতকে বিভ্রান্ত হতে না দেয়া, অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন না করা, জনসাধারণ যাতে গুজবে কান না দেয় কিংবা প্রতিহিংসায় বশে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার মতো অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় না দেয় তার জন্য সর্বাবস্থায় জনগণকে শান্ত ও সংযত থাকবার পরামর্শ দেয়া, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কালে মানবিকতার সৎসাহসের আত্মত্যাগের যে সমস্ত প্রশংসনীয় ঘটনা ঘটে সেগুলোকে সকলের গোচরে আনার উদ্দেশ্যে সুপ্রস্তাবের ব্যবস্থা করা, সরকার ও অন্যান্য ক্ষমতাবান পক্ষ সবাইকে নিরপেক্ষ থাকতে বলা ইত্যাদি। কিন্তু কলকাতার সবকটি সংবাদপত্র না হলেও দু'একটি সংবাদপত্র সেই সময় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে পূর্বোক্ত কৃত্যসমূহের বিপরীত ভূমিকা বলা যায়। আমি একটি বিশেষ পত্রিকা কথা মনে করেছি। ঐ বাজারী পত্রিকার ভূমিকাটাই এই সময়ে সবচেয়ে আপত্তিকর ছিল। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদ ফলাও করে ছাপা অথবা চেপে যাওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে আর কোনো পত্রিকার তুলনাই চলতে পারে না। এ ভিন্ন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিত্য উস্কানি তো ছিলই। অথচ এই ধরণের পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যারা কাজ করেন তারা সকলেই বুদ্ধিজীবী স্তরের লোক। তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের অসাড়তায় সহজগ্রাহ্য যুক্তি মেলে না, তবে সংবাদপত্রের মালিক স্বার্থের প্ররোচনাই যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ জাতীয় আচরণের মূলে থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।"

নারায়ণ চৌধুরী : মিলন সাধনা
নবজাতক (কলকাতা)
নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (শারদীয়)
১৩৭৯-৮০। পৃষ্ঠা ১২৯।

www.pathagar.com

কোলকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

অবিভক্ত বাংলায় প্রধানমন্ত্রী হুসন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমলের ঘটনা। তার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে :

"The Calcutta riots had repercussion in the Muslim Majority district of Noakhali in East Bengal. During the calcutta riot the Hindus had invaded Muslim mosques and killed the congregation at this prayers including the imams and muazzines who came from the district of Noakhali. In revenge, the Muslims of Noakhali burned a number of Hindue villages about 282 people were killed and four women wre abducted of whom three were subseqvently restored. The Ommrita Bazar Patrika and other Congress Papers flushed a statement by the secretary of the bengal provincial Committee that 50,000 Hindus had been killed and numberless women abducted excited by such reports, the Hindus massacred and humiliated the muslims in Garmukhteswar in the United Province and throughout the Province of Bihar where the killed as many as 1,00,000 Muslim men women and children with unbelivable savayery."

MEMORIRS OF HUSSEYN SHAHEED SUHRAWARDY
(Edited by Md. H. R. Talukdar)
University Press Ltd. 1987, P. 105

গান্ধী সম্পর্কে কামরুদ্দিন আহমদ

আওয়ামী লীগ নেতা কামরুদ্দীন আহমদ তার পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এণ্ড দি বার্থ অব বাংলাদেশ "গ্রন্থে" সাম্প্রদায়িক গান্ধীর স্বরূপ উন্মোচন করে লিখেছেন :

"Gandhi announced that he would persenally visit Noakhali and would stay there until communal peace and harmony was restored a day before Gondhi reached Calcutta wide spread communal killings were reported from Bihar where the Muslims were in microscopic minority. Thousands of

www.pathagar.com

Muslims men, women and children were butchercd. some. Muslim young men met Gandhi in Calcutta and requested him to go to Bihar but he did not agree and told them that when he left Delhi for Noakhali there was no riot in Bihar and he could not change his mind midway. He promised that he would visit Bihar later on. The deputationists were angry and indirectly hinted that he was a hypocrite that he was trying to divert the attention of the world from Bihar state. killing Gandhi smilingly replied that history rather those young men would judge his actions."

Kamruddin Ahmad
A Soio Political History of Bangal
and the Brith of Bangladesh. PP 73

গান্ধী সম্পর্কে কৃত্তিবাস ওঝা

গান্ধী মূলত যে হিন্দু তা নিম্নোক্ত মন্তব্যে প্রমাণিত হয় :

"আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে সে দিনগুলিকে আমরা "স্বদেশী" আন্দোলনের জোয়ারের যুগ বলে চিহ্নিত করি, সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন তিলক, সরবিন্দু ঘোষ এবং অন্যান্যরা যারা এই আন্দোলনকে কিছুটা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। একথা মনে করলে খুবই খারাপ লাগে যে গান্ধীজির মত নেতা যখন হিন্দুদের সম্বন্ধে বলেছেন তখন তিনি 'আমরা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন 'ওরা'।"

কৃত্তিবাস ওঝা : আমি মুজিব বলছি
কলকাতা, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ১৭৪।

গান্ধী সম্পর্কে জিতেন ঘোষ

মহাত্মা গান্ধী 'আমরা' ও 'ওরা' চিহ্নিত করণের মাধ্যমে হিন্দু মুলসমানদের বিভেদ বজায় রেখেছিলেন। মুসলমানকে তিনি 'কৃষ্ণের অবতার' মনে করতেন।

"তেমনি কংগ্রেস হতে স্বরাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে বাদ

www.pathagar.com

দিয়ে স্বরাজ-স্বরাজই। 'স্বরাজ শ্রীকৃষ্ণ', গান্ধীজি শ্রী কৃষ্ণের অবতার প্রভৃতি কথাও প্রচারের মাধ্যমে জোরাল গলায় যা প্রচারিত হতে লাগলো তাতেও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই জন্ম দিল।"

জিতেন ঘোষ, 'গরাদের আড়াল থেকে'
ঢাকা ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৬১।

দাঙ্গায় শিক্ষিতদের ভূমিকা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী

অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন :

"সাম্প্রদায়িক হিংসার মত্ততায় আবহাওয়া এমনই বিষয়ে গিয়েছিল যে, শিক্ষিত বলে যাঁদের মনে অভিমান আছে, যাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় হিংসাচারকে দুষণীয় গণ্য করেন তাঁরাও তদানীন্তন গণউত্তেজনার কবলে পড়ে গিয়েছিলেন এবং বদলা নেওয়ার কার্যক্রমের মধ্যে যে কিছু অন্যায় তা দেখতে পাননি। তা যদি পেতেন তো অবস্থার এমন আবনতি ঘটতে পারত না। সেখানে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে প্রতিশোধাত্মক আচরণের প্রতি সায় আছে, সেখানে পাড়ার মাস্তানরা বীর বলে প্রচারিত হবে এবং পেট্রোলের টিন হাতে নিয়ে প্রকাশ্য বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে তাতে আর আশ্চর্য কী। শুধু তাই নয়, সমাজবিরোধী শ্রেণীর লোক গুণ্ডা ও মস্তান যখন তাদের সমাজবিরোধী কাজ সম্পাদনের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা আদায়ের স্পর্ধা দেখায়, বুঝতে হবে সমাজদেহের মধ্যেই ঘুন ধরেছে, সাময়িকভাবে অন্তত লোকের মনে সমস্ত প্রকার সভ্যতা ও শোভনতার সংস্কারের ভরাডুবি ঘটেছে, সামাজিক বিবেক গেছে অসাড় হয়ে। সমাজের সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত অংশের চেতনার অসাড়তাটাই সবচেয়ে আশংকার, আর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে পশ্চিমবাংলায় ও কলকাতায় আর তার আশে পাশে এমনতর শোচনীয় অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল।"

নারায়ণ চৌধুরী : মিলন সাধনা
নবজাতক, (কলকাতা) পৃষ্ঠ- ১২৮।

শ্রীমতি কৃষ্ণা বসুর চোখে দিল্লীর দাঙ্গা

শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্তমান ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রীমতী

www.pathagar.com

কৃষ্ণা বসু শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪০০ সংখ্যার "১৯৪৭" শীর্ষক প্রবান্ধে লিখছেন :

"ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বাড়ি বসে আছি, করার কিছু নেই। দিল্লী থেকে মেজ কাকা নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর চিঠি এল আমাকে যেন পত্র পাঠ দিল্লী পাঠিয়ে দেয়া হয় কয়েকদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, মাও সঙ্গে যাবেন। দিল্লীতে আছেন মেজ কাকা ও মেজ কাকীমা আর আছেন তিন ভাই। ৪৭ সালের ৩১ শে জুলাই দিল্লী এসে পৌছলাম। নানা কারণে আমার সেই দিল্লীবাসে কয়েক সপ্তাহ স্মরণীয় হয়ে আছে।.....

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের জঁকজমক মিলিয়ে যেতে না যেতেই উৎসব রাত্রির উৎসব রাত্রির দ্বীপ মালার দ্বীপ নিভে যাবার আগেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। পাঞ্জাবে ভয়ঙ্কর গোলমাল শুরু হলো। দিল্লী শহরেও হত্যা লুটতরাজ সমানে চলতে লাগল। মেজকাকা একদিন অফিস থেকে ফিরে এলেন বেশ বিধক্ষস্ত অবস্থায়। পথে দেখে এসেছেন দোকান থেকে লুট করা জিনিসপত্র নিয়ে বেশ ভদ্র চেহারার মানুষজন মহামন্দে চলেছেন।

এরপর দিল্লীতে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড গোলমাল। লাগাতার কারফিউ। ছাদে দাঁড়ালে চোখে পড়ছে চারদিকে আগুন আর ধোয়া। .....

কিন্তু কলকাতা ফেরা তো সহজ কথা নয়। কারফিউ কবলিত জীবন, শহরে গোলমালও চলছে প্রচণ্ড। ঠিক হল দিলীপ কাকা, মা আর আমি কিছু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কলকাতা ফেরার চেষ্টা করব। পুরোনো দিল্লী স্টেশনে মেজকাকা আমাদের তুলে দিতে এলেন। পথে স্টেশনের চত্বরে রেল লাইনের পাশে পড়ে আছে মৃতদেহ। ট্রেন ছাড়বে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে মেজকাকা বললেন। অবস্থা সুবিধেয় ঠেকছে না। আরো কিছুদিন পরে যাওয়া উচিত ছিল। ট্রেন যখন যমুনা ব্রীজের ওপর উঠলো দু'দিকে তাকাতে পারছি না। যেদিকে তাকাই মৃতদেহ চোখে পড়ে।..... এরপর জানালা দিয়ে নতুন দৃশ্য। ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় জানালা দিয়ে কী যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বোকার মত মাকে বললাম পাশ বালিশের মত কী ছুঁড়ছে বলতো? মানুষ ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। এ যেন এক খেলা। কয়েকজন সন্দেহজনক চেহারার লোক চেন টেনে যেখানে সেখানে ট্রেন থামাচ্ছে,

www.pathagar.com

তারপর এ কামরা সে কামরা থেকে বেছে লোক মৃত বা অধমৃত বা জীবিত জানি না ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে।"

কৃষ্ণা বসু
১৯৭৪ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪০০ : ৬০৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা। পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬।

ভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা

বছর বছর	দাঙ্গার সংখ্যা	বছর বছর	দাঙ্গার সংখ্যা
১৯৪৭-৫৩	*	১৯৬৯	৫৯৯
১৯৫৪	৮৩	১৯৭০	৫২১
১৯৫৫	৭২	১৯৭১	৩২১
১৯৫৬	৭৪	১৯৭২	২৪০
১৯৫৭	৫৫	১৯৭৩	২৪২
১৯৫৮	৪১	১৯৭৪	২৪৮
১৯৬০	২৬	১৯৭৫	২০৫
১৯৬১	৯২	১৯৭৬	১৬৯
১৯৬২	৬০	১৯৭৭	১৮৮
১৯৬৩	৬১	১৯৭৮	২৩০
১৯৬৪	১১৭০	১৯৭৯	৩০৪
১৯৬৫	৮৪৯	১৯৮০	৪২৭
১৯৬৬	১৩৩	১৯৮১	৩১৯
১৯৬৭	২২০	১৯৮২	৪৭৪
১৯৬৮	৩৪৬	১৯৮৩	৫০০

* সংখ্যা পাওয়া যায় নাই

সূত্র : স্বারাষ্টমন্ত্রণালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট।

Impact International, 8-21 June 1984, London.

www.pathagar.com

সিরাজ উদ্দিন হোসেন দেশ বিভাগ সম্পর্কে

১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক তার 'ইতিহাস কথা কও' গ্রন্থে দাবী করেছেন পাকিস্তান কায়েমের মূলে এই বাংলাদেশ। তিনি লিখেছেন :

"সংগ্রামের সময় যে বিপুল ত্যাগ করতে হয় সত্যিতার পরিমাণ সমান ছিল না। এমনকি পাকিস্তানের আদর্শে প্রতি বাংলাদেশের আত্মনিবেদন যতটা আন্তরিক ও ঐকান্তিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোর ততটা ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই যে অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে শতকরা মাত্র ৫০.৮ ভাগ ভোটের জোরে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলো।।পক্ষান্তরে বাংলাদেশে যেখানে শতকরা চুয়ান্ন জন মুসলমানের বাস সেখানে মানুষ শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলো। এগুলো প্রমাণিক সত্যা।"

সিরাজুদ্দীন হোসেন
ইতিহাস কথা কও, পৃষ্ঠা ১৭।

জিন্নাহ্ এবং দেশ বিভাগ

ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ.এল. ব্যানার্জি তার All India University Essays and Letters গ্রন্থে মি. জিন্নাহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

"In there days he was a member of the Congress and inspite of his comparative youth he was looked upon with respect by politician much older in age and influence. He was far above all communal bias and he believe that if India had to be liberated it must be by the joint efforts of the Hindus and the Muslims. All those years his dream was the cstablishment of a united India where questions of religion must not be allowed to influcnce political life in any way. He held sternly aloof from the Muslim League of those days and he passionately pleaded for national unity. But gradually he abandoned this hope and dream of those years the change came with the advent of Ghandhiji in Indian politics. For Ghandhiji's whole creed was basically Hindu; when he spoke of the post he remembered the nebulous glories of Rama-Rajy. Ghandhiji's

www.pathagar.com

out look a life was almost mediaval. Jinnah was strikingly modern. He liked parliamentary democracy and if the congress had abandoned Ghandhiism and had followed the path indicated by Deshbondhu C.R Das there is no doubt that Jinnah would have gladly aligned himself with it."

শেখ মুজিব সম্পর্কে বদরুদ্দিন ওমর

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমর তার "ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" পৃ : ২৯ ও ৩৭ এ লিখেছেন :

"তাছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, ঢাকায় কামরুদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মাদ তোয়াহা, তাজুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ যারা তখন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি গঠনের চেষ্টা করছিলেন। তাদের থেকে বিচিছন্ন হয়ে শেখ মুজিব ছাত্র রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবপন্ন ছাত্রদের সাথে একজোট হয়েই মুসলিম ছাত্রলীগ গঠণ করেছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী মুসমিলীগ নামক আর একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানেও যোগদান করেছেন ও তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ..... শেখ মুজিব ১৯৪৭-৫৩ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিহার করতে অক্ষম হয়ে মুসলিম লীগের নেতৃস্থান অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একজন হয়ে সাম্প্রায়িক রাজনীতির মধ্যে নিমজ্জিত থেকেছিলেন।"

দেশ বিভাগ-উত্তর পরিবর্তন

"১৯৪৭ সালের আগে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সুগঠিত কিংবা সূচিহ্নিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলে কিছু ছিল না। তারা ছিল মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায়, গ্রামে এবং জমিতে ছিল তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্র। ঢাকা শহরকে রাজধানী করে তাদের দেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল রূপে নব আকারে গঠিত হওয়ায় তাদের যুবকদের সামনে জীবনে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা লাভের অপরিমিত সুযোগ এসে গেল। যদিও একথা খুবই সত্য যে, পাকিস্তান গঠনেরশুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে অবাধ শোষণের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করে আসছিল এবং কার্যত তাকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল। কিন্তু এই অসুবিধা মেনে নিয়েও পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীদের সামনে সুবিধা বড়ো কম দেখা দিল না। দলে দলে পূর্ববঙ্গের যুবক নবোদ্ভূদ

www.pathagar.com

অবস্থার সুযোগে সরকারী চাকরিতে যোগ দিলেন; নানাবিধ বৃত্তিতে ও ব্যবসায়েও তারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যোগ দিতে লাগলেন। এই ভাবে পূর্ববঙ্গে একটি নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পত্তন হলো। নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণীরা যাদের একটি বৃহত অংশই হয়তো অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (দেশ বিভাগ না হলে) শিক্ষার সুযোগ পেতো না এবং খুব সম্ভবত গ্রামের কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচরণের বৃত্তের মধ্যেই পূর্ববৎ আটকে থাকত, দলে দলে স্কুলে কলেজে প্রবেশ করে শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল এবং বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাদের মনে অপরিমিত উদ্যম, চোখে নতুন স্বপ্ন। একটা প্রসারমাণ সম্প্রদায়ের সামনে আশার নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সদ্যগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নতুন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা উচ্চাকাঙ্খার রঙীণ দৃষ্টির সম্মুখে যেন অন্তহীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো। জীবনযাপনকে অর্থপূর্ণ করে তোলবার চেষ্টায় কতোভাবে যে তারা জীবনকে কাজে লাগাবে তার যেন থই পেল না। গ্রাম ও মফস্বল শহর থেকে সবে রাজধানীতে এসেছে, এখনও রাজধানীর ধারধরণ পুরো আয়ত্ত হয়নি এমন যে নতুন শ্রেণীর এই যুবকেরা তাদের গা থেকে স্বভাবতই এখনও গ্রামের গন্ধ যায়নি, মনে তাদের রোমান্টিকতার আবেগ। কিন্তু তাদের কমবেশী অনভিজ্ঞ অপরিপক্ক নাগরিক জীবনযাত্রার আয় যতো ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাক এই জীবন আবেগের সম্পদে বিশেষভবে সমৃদ্ধ।"

নারায়ণ চৌধুরী : দুই বঙ্গ একটি তুলনা
নবজাতক 'কলকাতা', স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা
অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭৮।

জিন্নাহ্ সম্পর্কে অন্নদা ও শৈলেশ

যেমন পশ্চিম বংঙ্গের অন্নদাশঙ্কর রায় শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় রচিত জিন্না পাকিস্তান : নতুন ধারণা শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন :

"গান্ধী না থাকলেও ভারত একদিন না একদিন স্বাধীন হতো। শিশু জিন্নাহ্ না থাকলে পাকিস্তান কি আদৌ সম্ভব হতো? ভারতকে স্বাধীন করার মত দাবীদার আরও একজন কি দু'জনের নাম শোনা যায়। কিন্তু পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র করার দাবীদার আর একজনও নেই। লা-শরীক জিন্নাহ্। যেমন লা-শরীক আল্লাহ্।"

www.pathagar.com

দেশ বিভাগ প্রসঙ্গে ডঃ নীলিমা

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম বঙ্গসংস্কৃতি শীর্ষক এক প্রবন্ধে অধ্যাপক ওয়াদুদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন :

"সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এলো বাংলাদেশ, চট্টলার বুক কেপে ওঠলো। সূর্যসেন প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতার পতাকাকে সমগ্র ভারতের সামনে তুলে ধরলেন। অবশ্য এ আন্দোলনে বাঙালী মুসলমানদর ভূমিকা ছিল নগণ্য। যাঁরা অংশ নিতে চেয়েছিলেন। তাঁরাও অনেকে দলীয় বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি, অথবা শোনা যায় কালিমূর্তিকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করতে হইতো, এজন্য কারও কারও সংকোচ ছিল। সম্ভবত : অর্থনৈতিক পশ্চাদবর্তিতা এর কারণ। যতোখানি শিক্ষা অর্জন করলে দেশের এ অবস্থাকে উপলব্ধি করা যায় বাঙালী মুসলিম সমাজকে সে সত্য উপলব্ধি করতে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হলো। কারণ মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার পরই এ চেতনা এসেছে। এ কারণে যুক্ত বঙ্গে কলকাতা কেন্দ্রিক সমাজে যে সংস্কৃতিক চেতনা জেগেছিল, দেশ বিভাগের পর ঢাকায় বাঙ্গালী মুসলিম ছাত্র সমাজে সেই চেতনাকে দ্রুন্নত জাগ্রত হতে দেখা যায়। যদিও বহু পূর্বে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী মুসলমান যুবক যাদের ভিতর কাজী আবদুল ওয়াদুদ, আবুল হোসেন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য এবং যাদের ভিতর তাদের প্রগতিশীল মানসিকতার কথা প্রচার করতে চেয়েছিলেন সে মানসক্ষেত্র এখনও অর্জিত হয়নি।"

ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, বহুসংস্কৃতি : বাংলাদেশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঢাকা জাতীয় দিবস : ১৯৭৪)
পৃষ্ঠা ২১০-২১১।

দেওয়ান আজরফের চোখে কাজী আব্দুল ওদুদ

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদ মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নিকট অধিকতর প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্ধভক্ত ছিলেন, অবশ্য সে মোহ তাঁর কিছু দিনের মধ্যই কেটে যায়। যৌবনে যিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, বার্ধক্যে জীবনের শেষ প্রান্তে মহাসত্যের মুখোমুখি হয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন কট্টর মৌলবাদী। অবশ্য প্রগতিবাদীরা তার শেষ জীবনের কথা প্রচার পছন্দ করেন না। আমাদের জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, যিনি অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি এসব তথ্য তুলে ধরেছেন :

www.pathagar.com

"অপর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ। তার মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন। এ সংগঠনেরপ্রাণ দিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি ছিলেন ঢাকা সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার অধ্যাপক। তখন তিনি তাতখানার বাসায় থাকতেন এবং প্রায় প্রত্যেক মাসেই তার বাসায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভা হত। এতে প্রায়ই যোগদান করতেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়; মোহিতলাল মজুমদার চারু বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ। এদের সংগঠনেরমতো ছিল, জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আরুদ্ধ মুক্তি সেখানে অসম্ভব। এরা তাদের জ্ঞানের সীমাকে শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি এ সংস্থার কেন্দ্রস্থান কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদী। তিনি মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত অপর একটি ধর্ম বলে জ্ঞান করতেন। তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার মানুষের তল্লাশি। প্রথম পর্যায়ে যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান পান, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি তা আবিষ্কার করেন আদি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তক রাজা রাজমোহন রায়ের মধ্যে। তাও চিরস্থায়ী হয়নি। অত:পর তিনি দীর্ঘ ২২ বছর জার্মান দেশীয় কবি গ্যেটেকে অধ্যায়ন করেন এবং সে কবির কাব্যের ভাষায় দু'খানা মূল্যবান গ্রন্থও লিখেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)'র ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে পূর্ণ মানবতার সন্ধান পান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরতের একখানা প্রামাণ্য জীবনী ও কুরআন উল কারীমের তফসীর লিখেছিলেন।"

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
স্মৃতির সৌরভ
দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা শুক্রবার
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

মুসলিম রাজা-বাদশাহদের সাহিত্য আনুকল্য সম্পর্কে ডঃ অজিত ঘোষ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"সংস্কৃতি নাটকের সৃষ্টি এবং অভিনয় রাজাদের অনুগ্রহ এবং আনুকূল্যে হইয়া আসিয়াছিল। সেই রাজাদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের স্বাভাবিক মৃত্যু

www.pathagar.com

ঘটে। সমগ্র মুসলমান রাজত্বে নাটকের পুন:বিকাশ ও রঙালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। মুসলমানগণ নাট্যকলা ও অভিনয় প্রথার ঘোর বিরোধী। পৃথিবীর কোথায় তাহারা নাটকের উদ্ভাবন করিতে সাহায্য করে নাই শিক্ষা এবং আমাদের এই শ্রেষ্ঠ উপায়টি তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। মুসলমানদের আগমণে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা বাংলা ভাষা চর্চায় এবং বাংলা সাহিত্য প্রণয়নে অশেষ উৎসাহ দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা নাটকের বিরোধী ছিল বলিয়াই তাহাদের আমলে নাটকের বিকাশ হয় নাই।"

হোসেন শাহ সম্পর্কে ডঃ নীলিমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম লিখেছেন :

"বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতি ও কৃষ্টির জীবনে সর্বপ্রথমে পরিবর্তন সূচিত হলো হোসেন শাহের আমলে। জনগণ তাকে উপাধি দিয়েছিলেন 'নৃপতিলক' এবং 'জগৎভূষণ'। মুসলমান নরপতির উজীর ছিলেন গোপীনাথ বসু। গৃহ চিকিৎসক শুকুন্দ দাস। মুখ্য দেহরক্ষী কেশব ছত্রী, কোষাধ্যক্ষ অনুপ। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এ জন্য করলাম যে, রাজা পরিবর্তিত হলেও শাসন পদ্ধতিতে ধর্ম এখন পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেনি। এ সময়ে বহু সাহিত্য রচিত হয়। কালের হাত বাঁচিয়ে আজও যারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তারা হলেন মালাধর বসু, বিপ্রদাস বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খান। পরাগল অমরতা অর্জন করেছেন বাঙালীর কাছে পরমেশ্বরের মহাভারত অনুবাদের জন্য। তার সময়ে শ্রী চৈতন্যদেব গৌড়ে আসেন সরকারী সহায়তায় সমাদৃত হন। পরবর্তীকালে তার আদর্শে ছুটি খান শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করান ভিন্নধর্মী রাজপ্রভাবে সাধারণ জনগণ স্বভাষায় সাহিত্য পেলো এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি ঘটলো।"

ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম
বঙ্গ সংস্কৃতি : বাংলাদেশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (জাতীয় দিবস : ১৯৭৪)
পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫।

হোসেন শাহ সম্পর্কে ডঃ এনামুল হক

মুসলমান সুলতানদের আগমণের ফলে জনগণের ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির দাসত্ব

www.pathagar.com

থেকে মুক্তি পেল বাংলা ভাষা আজ অন্তরপুরে প্রবেশের সুযোগ পেল। মুসলমান সুলতানরা স্থানীয় জনগণকে বুকে টেনে নিলেন। ড: এনামুল হক লিখেন :

"উদার দৃষ্টি ও সমুচ্চ আদর্শ সম্মান্বিত সে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি, তাহাতে হুসেন শাহ পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি জন্মের দিক হইতে খাটি আরবী হইলেও স্থানীয় এক বাঙালী পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাতে তাঁহার সহিত বাংলার মূল অধিবাসীর এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

স্বাধীন মুসলিম বঙ্গের গোড়া হইতেই সুলতানদের বাঙালী রমণীর বিবাহের সূত্র ধরিয়া বাংলা ভাষা মুসলিম রাজঅন্ত: পুরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাহার উপর গৌড়ে হেরেমে বাঙালী পরিচারিকা নিযুক্তিতেও এই ভাষা বাদশাহদের পরিবারে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাংলার হিন্দু মুসলিম কর্মচারীর ব্যাপক নিযুক্তিতে বিশেষ করিয়া শাহী দরবারে বহু শিক্ষিত ও পদস্থ হিন্দুর আমদানিতে বাংলা ভাষা গৌড়ের শাহী দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তদুপরি খাঁটি বাঙালী মুসলিম সুলতানদের স্বাভাবিক মাতৃভাষা প্রীতি এই ভাষাকে শাহী দরবারে যে প্রতিষ্ঠা দান করিল তাহা হুসৈনী বংশের ওদার দৃষ্টিভঙ্গী শিল্প ও সাহিত্য প্রীতির সহিত মিলিয়া বাংলা সাহিত্য চর্চাকে দেশময় চড়াইয়া দিল।"

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
মুসলিম বাঙালা সাহিত্য : পৃষ্ঠা ৩৫-৩৭।

আবুল মনসুর আহমদ ও হিন্দু প্রকাশকের মধ্যে শব্দ-বিভ্রাট

উপমহাদেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের বই বাজারে বেরোবার সাথে সাথে সব বিক্রি হয়ে যেত। এমন এক কৃতি সাহিত্যিকের একটি ঘটনা :

কয়েকদিন পরেই ভট্টাচার্য এন্ড সন্সের মালিক আমাকে নিবার জন্য লোক ও গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। আমি তাদের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ দোকানে গেলাম। কুশল মন্দ জিজ্ঞাসা ও চা'র অর্ডার ইত্যাদি প্রাথমিক ভদ্রতার পরেই আমার বই এর কথা তুলিলেন। বই খুবই জনপ্রিয় হইবে, গল্প ও ভাষা খুবই চমৎকার ইত্যাদি কয়েক কথার পরেই বলিলেন : "কিন্তু বই-এ অনেক আরবী-ফারসী শব্দ আছে। এইগুলিকে ফুটনোট দিতে হইবে।".....

www.pathagar.com

আমিও রাগ করিয়া প্রশ্ন করিলাম : শতকরা ছাপান্ন জন বাঙালীর মুখের ভাষাকে আপনি বাংলা বলিয়া স্বীকার করেন না? দেশের দুর্ভাগ্য।

আমি তখন পুরা কংগ্রেসী। মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটা খদ্দর। তিনি নূতন করিয়া আমার পোশাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন : 'দেখুন আমি ব্যবসায়ী। আপনার সাথে আমি দেশের ভাগ্য লইয়া তর্ক করিতে চাই না। আমার শুধু জানা দরকার আপনি ঐসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিবেন কিনা।

আমি বলিলাম, ঠিক আছে। আপনার কথাই মানিয়া লইলাম। ঐসব শব্দের প্রতিশব্দ আমি লিখিয়া দিব। কিন্তু এক শর্তে। ভদ্রলোক খুশিতে হাসিতে যাইতেছিলেন অকস্মাৎ মুখের হাসির বদলে চোখে কৌতূহল দেখা দিল। বলিলেন : কি শর্ত?

আমি : আপনি বহু হিন্দু গ্রন্থকারের বই-এর প্রকাশক তাঁদের ডাকিয়া রাযী করুন : তাদের বই পরিশিষ্টের শব্দার্থে ঈশ্বর অর্থ- আল্লাহ্, জল অর্থ- পানি, উপবাস অর্থ- রোযা ইত্যাদি যোগ করিবেন। এতে রাযী আছেন আপনি?

ভদ্রলোক রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এরপর যা কথাবার্তা হইল, তার খুব স্বাভাবিক পরিণতি হইল আমার জন্য খারাপ। ভদ্র স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, আমার সাথে তার চুক্তি বাতিল। তিনি কপিরাইট কিনিবেন না। বস্নক তৈয়ার করিতে তার যে হাজার খানেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, তা তিনি আমার কাছে দাবী করিলেন না। আমার অগ্রিম নেয়া একশত টাকা ফেরৎ দিয়া যে কোন দিন আমি পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিতে পারি বলিয়া ভদ্রলোক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। অগত্য আমিও উঠিলাম। 'আদাব' বলিয়া বাহির হইলাম।..... গিয়েছিলাম মোটরে। ফিরিতে হইবে ট্রামে।

আবুল মনসুর আহমদ
আত্মকথা : পৃষ্ঠা ২৭২।

মুসলমান শব্দের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মযুদ্ধ

মুসলমানী শব্দের প্রতি হিন্দুরা যেভাবে মারমুখে হয়ে উঠেছিলো, তাতে অনেকেই এটাকে মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা আখ্যায়িত করেছেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার 'সংস্কৃত কথা' (বাংলা একাডেমী প্রকাশনা) গ্রন্থে লিখেছেন :

www.pathagar.com

"হিন্দুরা মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার হেতু মুসলিম বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ তাদের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপারে তাদের নেতা ও পত্রিকা সম্পাকাগণ সহায়তা করেছেন। বিদ্বেষের হাতে ক্রীড়নক বলে তারা বুঝতে পারছেন না। তথাকথিত নেতা বা সম্পাদকগণ তাদের মিত্র নন, শত্রু। নতুবা হিতকামী ছদ্মবেশধারী অনিষ্টকারীদের শায়েস্তা করতে তারা বদ্ধপরিকর হতেন। আমি যে 'মুসলিম বিদ্বেষ' কথাটা বলেছি, তা অকারণে নয়, তার যুক্তি দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে। কিছুদিন আগেও অভিজাত কবি মোহিতলাল মজুমদার ও ছন্দ সম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণ বাংলা কাব্যে বৈচিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরবী-ফারসী শব্দের মিশাল দিয়ে রচনায় মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তখন কোন প্রতিবাদ হয়নি এবং বর্তমানে বিষ্ণু দে প্রমুখ লেখকগণ যে ইংরেজী শব্দ ও গ্রীক দেব দেবীর নাম ব্যবহার করে কবিতা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধেও কোন প্রতিবাদ হচ্ছে না, দোষ কেবল বেচারী মুসলমান লেখকদের বেলা।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী : সংস্কৃত কথা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে নজরুল

নজরুল ইসলাম ১৩৩৪ সালে (১৯২৭ খৃ:) "আত্মশক্তি" পত্রিকায় ১৪ই পৌষ সংখ্যায় "বড়র প্রীতিতি বালির বাঁধ" শিরোনামে একখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির জবাবে নজরুল তার অনেক যুক্তি, তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে লিখলেন :

"আজকের 'বাঙালা কথায়' দেখলাম তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।.... আজ আমাদের মনে হচ্ছে আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই সেই চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়া করণ পন্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতার মুসলমানী বা বলশেভির্কী রঙ দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবিও দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তার।

আমি শুধু 'খুন' নয় বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি

www.pathagar.com

আছে। আমি মনে করি বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে, ও সাজে তার শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।.... বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী জেওর পরালে তার জাত যায় না, বরং তাকে আরো 'খুবসুরতই; দেখায়। আজকের কাব্যলক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলকারই ত মুসলমানী ঢং-এর।... পণ্ডিত মানবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন। তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে..... এবং তা 'খুন' করা 'খুন' হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপার নয়। তা শুধুই মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।"

অরুন বানার্জি দেশ বিভাগ সম্পর্কে

দু'দিন পরে এরা শেখ মুজিবকে খাটো দেববেন। যেমন বলা হয়েছে :

"Any Muslim who had taken part in Indian Politics in the preparation days, had in almost all cases, espoused the Musslim League cases. Having been instrumental in founding Pakistan they would not disown their responsibilities as founding fathers. Most of the pre-partition Muslim politicians including Sheikh Mujibur Rahman were directly or indirectly resposible for the creation of Pakistan. Now a stage had arrived when they had to acknowledge this 'mistake' for they had no longer place on Pakistan, execpting on terms laid down by the rulers of west Pakistan, execpting on terms of agonising re-appraisal they had to shake themselves free from Pakistan the Frankensting of this own making."

Arun Bhattacharjee
Dateline Mujibnagar
Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,
New Delhi 1973.

অরুণ ভট্টাচার্য সে MISTAKE বা 'ভ্রম'-এর কথা উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন সেই 'ভ্রম' এর কথা অন্যান্য ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাও উল্লেখ করেছেন :

www.pathagar.com

দেশ বিভাগ ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল

"১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিনা শর্তে আত্মসমর্পনের দ্বারা এতদিন পর পার্টিশানের সেই ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী এবং আওয়ামী লীগের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ভ্রম সংশোধনের ঐতিহাসিক সুযোগ এলো। প্রকৃত পক্ষে দেশখন্ডরা মেনে নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস যে পাপ করেছিলো, সেই কংগ্রেসেরই বর্তমান নেত্রী ইন্দিরাগান্ধী আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এজন্য মুজিবর রহমানের সঙ্গে ইন্দরা গান্ধীও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে
নবজাতক, অষ্টম বর্ষ
তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৮, নবজাতক প্রিন্টার্স
১৩/১, পাম এজেন্স কলকাতা-১৯।

দেশ বিভাগ সম্পর্কে ডঃ মজহারুল ইসলাম

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি অধ্যাপক ডঃ মযহারুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার) যখন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নামে একটি ইতিহাস রচনা করেন। সেই ইতিহাসে আছে :

"মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে ঠেলে দিয়েছিলো শাসকগোষ্ঠীর বিভেদনীতি এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের বৈরী মনোভাব। নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ মুসলমানকে অপাংক্তেয় ভেবে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজ প্রভুদের নিকট থেকে সমগ্র সুযোগ সুবিধা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নিজেরাই ভোগ ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং মুসলিম সমাজ সাংস্কৃতিক অচলায়তন সৃষ্টি করে আত্মপরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এই বলে শুধু তাদেরকে একই দোষী করা যায় না, এই প্রক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের অবদান কম নয়। বিদেশী প্রভু আসলে যে এ দেশের মানুষের শত্রু সেমানুষ হিন্দু হোক, অথবা মুসলমান হোক, এ কথাটি বৃটিশ ভারতের সংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ প্রথম দিকে একেবারেই উপলব্ধি করেননি, পরের দিকে উপলব্ধি করলেও মুসলমান সমাজ তার মধ্যে আন্তরিকতার সন্ধান খুব কমই পেয়েছে। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহাসভার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাকে ও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্ষমতা হস্তগত করে রাজত্বের স্বপ্নে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজত্বের স্বপ্নে হিন্দু মহাসভা এবং আর দু'একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিভোর হয়ে পড়েছিল। এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী অংশ পর্যন্ত এই সব সংগঠনেরসঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাদেরকে ইন্ধন যোগাতেন। এসব কারণেই বৃটিশ ভারতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন যথার্থই একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ধীরে ধীরে সমগ্র আন্দোলন বিকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সাম্প্রদায়িকতা সবকিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এ এক দুর্ভাগ্যের ইতিহাস, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দুভাগ্যের মাধ্যমেই ইতিহাসের ক্রমপরিণতি হিসেবে বাঙালীর জীবনে দেখা দিয়েছে সৌভাগ্যের প্রভাত সূর্য, তার নাম বাংলাদেশ; পাকিস্তান এই পথ পরিক্রমার একটি সিড়ি মাত্র।"

ড: মযহারুল ইসলাম, শেখ মুজিব
বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯।

আহমদ শরীফের দেশ বিভাগ চিন্তা

অধ্যাপক ড: আহমদ শরীফ (স্বঘোষিত নাস্তিক) মুসলমানদের বিরুদ্ধেই সাধারণত লিখে থাকেন, তিনিও লিখেছেন :

"কাজেই বাংলার হিন্দু কেবল হিন্দুর কল্যাণেই করল আত্মনিয়োগ। স্কুল-কলেজ পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি সাহিত্য-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ মূলধন, সমাজ সংস্কার দান ধর্ম, চাকুরি মজরী এমনকি সরকারের আবেদন নিবেদন করত কেবল হিন্দুর জন্যে ও হিন্দুর স্বার্থে। কিন্তু গাঁয়ে গঞ্জে কেবল পাশাপাশি বাস করে না, অভিন্ন হাটে-বাটে, মাঠে-ঘাটে, বেচা-কেনায়, লেনদেনে, সহযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে অবিচ্ছেদ্য, এ সত্য এ সময়কার হিন্দুর ভাবনা চিন্তা, কর্মে আচরণে অনুপস্থিত। পরে বাঙালী মুসলমানও এ পন্থাই অনুসরণ করেছে। এ অবাস্তব ও অস্বাভাবিক সবাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও আচরণ পরিণামে কল্যাণকর হয়নি।

আহমদ শরীফ : প্রত্যয় প্রত্যাশা
ঢাকা ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৬ সাল, পৃষ্ঠা ৪৪।

www.pathagar.com

মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে হিউজ টিংকার

ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা প্রফেসর হিউজ টিংকার লন্ডন থেকে প্রকাশিত তার "ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান এ পলিটিক্যাল এনালাইসিস" গ্রন্থে মুসলিম রাজত্বকালের কথা লিখেছেন :

> "Muslim strength was in the law and order or internal security services, and in the military, Hindu strength was mainly deployed in the financial departments of administration (including the all important department which collected the revenue from agricultural land) in commerce, and in the priestly and literary occupations. Even so Hindus of the warrior eastern, such as Rajputs were well represented in military service. Muslims, thaught of themselves as the ruling race, Hindus accepted their position as the ruled under necessity, but they never forget the golden legendary age of Ram Rajya when Hinduism reigned supreme."

Professor Hugh Tinker
India and Pakistan:
A Political Analysis.
Pall Mall Press, London, 1967, P-5.

হিন্দু ইতিহাস সম্পর্কে নিরদ চৌধুরী

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী তার বিশ্ববিখ্যাত 'দি অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান" গ্রন্থে লিখেছেন :

> "Therefore the initial hatred noted by Alberuni with which the Hindu began his life of political subjection went on swelling in volume during the whole period of Muslim rule. There was no fear of it atrophy from any lack of external expression. The passonity which the Hindu mode of life and the Hindu out took generate makes the Hindu more or less independent of action in his emotinal satisfaction. On the other hand being in capable of action, he considers it all the more his duty to nurse his hatred in

www.pathagar.com

secret and take care of it as a pricelen heioloom from his free ancestors."

Nirael C. Chawdhuri
The Autobiography of An Unknow Indian.
Bombay, P-419.

হিন্দুদের রাম রাজ্য

বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'সাম্প্রদায়িক' গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের যে চেতনা বিদ্যমান ছিল সে চেতনা ভারতীয় ধনতন্ত্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার ও অগ্রগতির সাথে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্রে সৃষ্টি করল এক কুৎসিত জটিলতা, এ জটিলতার নামই সাম্প্রদায়িকতা।.... মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত দুর্বলতার জন্য হিন্দু মধ্যবিত্ত নিজের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্তের স্বার্থকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করল। ঠিক অনুরূপভাবে মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত দুর্বলতার কারণে মুসলমান মধ্যবিত্ত নিজের স্বার্থরক্ষণের দুর্বলতর প্রতিবেশী হিসাবে এসে দাড়াল অধিকতর ধর্মাশ্রয়ী। হিন্দু সমাজও তাই একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধতায় তার মধ্যবর্তীকালীন আপেক্ষিক ধর্মনিরপেক্ষতাকে বহুতরভাবে শিথিল করে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আবার নতুন করে তাকাল ধর্মীয় জটিলতা। হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠন এমন কি কংগ্রেসের এক শক্তিশালী অংশ পর্যন্ত বিভোর হন রাম-রাজত্বের আর সত্য অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ রইল না। বিকৃত রূপ ধারণ করে তা পরিণত হল সাম্প্রদায়িকতায়।"

দুই সম্প্রদায়ের দুই পথ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথমদিকে কংগ্রেস নেতা ছিলেন। মহামতি গোখলে তাকে "হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত" আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের চরম মুসলিম বিদ্বেষের কারণে তিনি মিলন সাধনে ব্যর্থ হন।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক (বিশিষ্ট কলাম লেখক) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। তিনি 'প্রসঙ্গঃ কায়েদে আযম' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"১৮৮৫ তে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবী করলেও পরবর্তী সময়ে তা শিক্ষিত ও নতুন প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। এ কারণে স্যার সৈয়দ এর বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, জাতি হিসেবে মুসলিমদের সমস্যা হলো ভিন্ন প্রকারের আর আসলে ছিলও তো তাইই। কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি রাজনৈতিক চেতনা সকল দিক থেকেই তা পড়েছিল পিছিয়ে। সিপাহী বিপ্লবে মুসলিমদের ভূমিকা প্রধান ছিল বলে পরবর্তীকালে নিপীড়ন ও অত্যাচার এসেছিল তাদের উপরই বেশী। তাদের মেরুদণ্ড চূর্ণ করার প্রচেষ্টা সচেতনভাবেই করা হয়েছিল, কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও তাদের ওপর আঘাত হিসেবেই এসেছিল। জেমস ও কিমলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, 'এতে হিন্দু তহসিলদাররা যাদের ভূমিকা এ পর্যন্ত ছিল অপ্রধান ভূস্বাসী হয়ে পড়লেন। বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বে এরা সচরাচর মুসলিম ভূস্বামীদেরই তহসিলদারী করতেন। নতুন হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষায় এগিয়ে যেয়ে চাকরীর ক্ষেত্রে বহাল হল। আর এরা যতটা এগিয়ে এল মুসলিমরাও পিছিয়ে পড়ে ঠিক ততটাই'। ফলে, উইলিয়াম হান্টার দু:খ করে বলেছেন 'কলকাতায় এমন সরকারী অফিসের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে, যেখানে একজন মুসলিম বাহক, আর্দালী, দোয়াত ভরার বা পেন্সিল কাটার কাজের চাইতে বড় কোন কাজ আশা করতে পারত। ইংরেজের সহায়তায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসার ক্ষেত্রে বিত্তবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসলো। এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর পার্থক্যটাই স্পষ্ট করে উচ্চারিত। এই পার্থক্যটার দু'জন মুসলিম মনীষীর জীবনে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাবো এদের প্রথম জন মওলানা মোহাম্মদ আলী, যদিও এ সময়ে ঘোষণা করেছিলেন, খোদারকথা যখন উঠবে তখন আমি প্রথম মুসলিম দ্বিতীয়বারে মুসলিম এবং তৃতীয়বারেও মুসলিম, কিন্তু ভারতের কথা যখন উঠবে তখন আমি প্রথেম ভারতীয়, দ্বিতীয় বারে ভারতীয়, তৃতীয়বারেও ভারতীয় এবং জীবনের দীর্ঘ সময় যিনি ব্যয় করেছিলেন সম্প্রদায়গত ঐক্য প্রচেষ্টায়, তিনিও শেষ প্রান্তে পৌছে উপলব্ধি করলেন সে মুসলিমদের রাজনৈতিক বিকাশের পথ হবে স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে তারা বৃটিশের অধীন যেমন আবার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগিতাই পিছিয়ে পড়া। অপর জন মোহাম্ম আলী জিন্নাহ, পরবর্তীকালে কায়েদে আযম, এক সময়ে ছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত। কিন্তু পরে তিনিই আবার স্বতন্ত্রভিত্তিক মুসলিম আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। প্রথম জীবনে আন্তরিকভাবে ঐক্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েও এরা যে পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো এর কারণ হলো এই যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্রটা অত্যন্ত দৃঢ়মূল।"

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রসঙ্গ : কায়েদে আযম
আমাদের সাহিত্য ও ভাবনায় কায়েদে আযম
মুসলিম রেনাসা আন্দোলন
ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ডঃ হুমায়ুন আজাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ হুমায়ূন আজাদ তার (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭) প্রকাশিত গ্রন্থ "আমার অবিশ্বাস" এ বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন :

"বাংলা লেখকদের লেখা পড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম যখন তারা চিন্তা করেন তখন তারা অনেকটা শিশু তাদের অধিকাংশই অবিকশিত, অনেকাংশে অজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞানের অভাবে আদিম বিশ্বাস প্রবল তারা স্বস্তি পান কুসংস্কারে পুরনো বাজে কথায়। কুসংস্কার কীর্তনে তারা অকুণ্ঠ। তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়ও। তিনি মাঝারি লেখক বলে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন বিভ্রান্ত লেখক বলে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বাঙালী মুসলমানের ওপর। বাঙালী মুসলমান তাকে নির্মোহভাবে বিচার কতে পারবে না কোন দিন। বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীলরাও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল, আর তারা পড়ে না, নজরুলকেও পড়ে না। শুনে শুনে বিশ্বাস করে যে, নজরুল বিদ্রোহী। প্রচারে প্রচারে তাকে আমি বিদ্রোহী বলেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম বেশ কিছু গদ্যোপদ্যে দেখেছিও তার বিদ্রোহীরূপ কিন্তু, তিনি বাংলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান। বেশি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না।

www.pathagar.com

কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গানের পরে গানে লেখেছেন নামায পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই তোর আখেরের কাজ করে যে, সময় যে আর নাই শোনো শোনো ইয়্যা এলাছি আমার মুনাজাত। তোমারি নাম যেন হৃদয় দিবস রাত, আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়, মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,/যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই; ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে যারে মদিনা, খোদার প্রেমের সরাব পিয়ে বেহুস হয়ে বই পড়ে; আল্লাহ আমার প্রভু; আমার নাহি নাহি ভয়। আমার নবী মোহম্মদ যাহার তারিফ জগৎময়। অবশ্য এগুলোকেও অনেকে মনে করতে পারেন খুবই বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল কান্ড; কিন্তু এখানে কোনো বিদ্রোহীকে পাচ্ছি না, পাচ্ছি একজন ইসলাম অন্ধকে।"

হুমায়ূন আজাদ আমার অবিশ্বাস
আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার,
ঢাকা ফাল্গুন ১৪০৩ পৃ; ৪১।

আব্বাস উদ্দিন নজরুল সম্পর্কে

নজরুলের ইসলামী গান ভুল ধারণা দূর করে দেয়। সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দীন আহমেদ লিখেছেন :

"হিলি স্টেশনের কাছে জয়পুরহাটের স্কুলের ছেলেরা একবার আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর বসল তাদের গানের আসর, কিন্তু একটি ছেলে বললো দেখুন এখানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলে একটা মস্তবড় গণ্ডগোল হবে কারণ এখানে লামজহাবীর সংখ্যাই বেশি। এরা গান-বাজনা খুবই আপত্তিকর মনে করে, প্রথমটায় সত্যি সত্যি বড় দমে গেলাম। তাছাড়া শিল্পীরা কোন দিনও হুড়হাঙ্গামা সইতে পারে না। শান্ত পরিবেশ না হলে চারধারে স্তব্ধতা বিরাজ না করলে অসুরের শব্দে সুর পালিয়ে যায়। আমি স্টেজে ঢুকলাম। সভার সবারি উদ্দেশ্য সালাম জানিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। এক ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করলেন। আপনি নাকি যন্ত্রসহকারে এখানে গান গাইবেন। কিছুতেই তা হবে না। আমি বললাম, কে বলেছে গান গাইব? আমি গান গাইব না। কয়েকটা কথা বলবো মাত্র। আচ্ছা তেরশ বছর আগে আরব দেশে সেদিন আমাদের প্রিয় নবী এই দুনিয়ায় নাজেল হলেন তখন সারা প্রকৃতির অবস্থা কি

www.pathagar.com

হয়েছিল। তিনি এসে আমাদের জন্য কি বাণী প্রচার করলেন শুনুন, এই বলে সুরে সুরে নজরুলের না'ত গাইলাম তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে।"

শেরে বাংলার সাথে আব্বাস উদ্দিন

"এ কে ফজলুল হকের সাথে একদিন হল পরিচয়। এক সভায় তিনি আমার গান শুনে কাছে ডাকলেন। তখন তিনি বেনেপুকুর লেনে এক বাসায় থাকতেন। গোলটেবিল বৈঠকে যাবার আগের দিন তিনি আমাকে দাওয়াত করলেন মিলাদে। মিলাদ হয়ে গেলে তিনি একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এলেন ঘরে। আট দশ জন মাথায় পাগরি বাঁধা মাওলানা দাঁড়িয়ে উঠল। ফজলল হক সাহেব বলে উঠলেন, আপনাদের যাদের আপত্তি থাকে যেতে পারেন। এবার হারমোনিয়াম নিয়ে আব্বাসের মিলাদ পড়া শুনব। কথার ভিতরে নতুনত্ব আছে বৈকি। বাংলাদেশে মোল্লা সমাজের মুখের ওপর এত বড় কথা কেউ কখনো শুনেছেন কি? মোল্লারা একথা শুনে সত্যিই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমাকে গাইতে বললেন তিনি। আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরলাম তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে।' ফজলুল হক সাহেবের দু'চোখ বেয়ে বইছে অশ্রুর নহর। মোল্লারা দরজায় গোড়ায় থ খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে সবাই আসন গ্রহণ করল। আমি আর একটা গান ধরলাম। জাগেনা সে জোশ লয়ে আর মুসলমান করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান। মোল্লাদের চোখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হক সাহেব বোঝালেন এগান কি হারাম? আগেই চলে যাচ্ছিলেন তো, এখন কেমন লাগছে?

হক সাহেব ফিরে এলেন গোলটেবিল বৈঠক থেকে। ময়মনসিংহে বিরাট কৃষক প্রজা কনফারেন্স। একে ফজলুল হক, মাওলানা আকরাম খাঁ কে, জি. এম ফারুকী, নলিনী সরকার বড় বড় নেতার সমাবেশ, বিরাট প্যান্ডেল। প্রায় ষাট হাজার লোকের সমাবেশ এত বড় সভায়ই গাইবার সুযোগ জীবনে সিরাজগঞ্জের পরে এই-ই। বুকে এক অদম্য সাহস হলো। গান ধরলাম–

"বাজিজে ধামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলামান দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান।"

www.pathagar.com

সুভাস বসু নজরুল সম্পর্কে

ভারত বর্ষের সর্বজনমান্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে (শেখ মুজিবর রহমানকে নেতাজী পুরষ্কার দেয়া হয়। শেখ রেহানা কলকাতায় গিয়ে পুরষ্কারটি নিয়ে আসেন) ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯ তারিখে কলকাতার এলবর্টি হলে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলেছিলেন :

তার লেখার প্রভাব অসাধারণ। তার গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরাও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়, এটা সত্য কথা তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তার গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরুর মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছে, সেটা শুধু তার নিজের স্বপ্ন নয়; সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।"

'দুর্জয় প্রতিরোধ' জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী

"আমাদের প্রিয় পবিত্র মাতৃভূমি আজ বর্বর ও নগ্ন আক্রমনের সম্মুখীন। হিংসায় ও লোভে উন্মত্ত হিন্দুস্থান আমাদের ওপর চরম আঘাত হানার সাথে সাথে সমুচিত শাস্তি লাভ করেছে। দুশমন সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়েছে। পাকিস্তানের মূল ভূখন্ডের ওপর এই নির্লজ্জ ঘৃণ্য আক্রমণ সারা দুনিয়ার শানিন্তকামী মানুষেরর মনে ক্ষোভ, দু:খ ও ক্রোধের সঞ্চার করেছে। একই সময়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের নানা স্থানে নিষ্ঠুর আক্রমণ, শত্রুর ধক্ষংস লোলুপতারই প্রমাণ। কিন্তু আল্লাহর রহমতে শত্রু আজ সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও বিতাড়িত। আমরা ন্যায় ও সত্যে বিশ্বাসী। আমাদের চিন্তার ও কর্মে তার প্রকাশ। অসত্য ও অন্যায় কখনো জয়ী হতে পারে না। এ কথা আমরা নিশ্চিত জানি। পরম করুনাময় আল্লাহ ও তার প্রিয় নবী হযরত রাসূলে করীমের পূন্যনাম মুখে নিয়ে আমাদের এ যুগের খালেদ তারেক মুসা এগিয়ে চলেছেন অর্যিত বিক্রমে। তাঁরা জানেন তাঁদের সংগ্রাম মাতৃভূমির স্বাধীনতা

www.pathagar.com

রক্ষার জন্য। তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন, বর্বরতা রোধ করার জন্য। সেখানেই তাঁদের অন্তহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস।.....

"আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষ আজ সর্বস্থাপন করে এগিয়ে এসেছে। এই চরম আঘাতে সারা দেশে শত্রু নিধনে একতাবদ্ধ। দশ কোটি মানুষের আজ শত্রু নিধনকল্পে জীবন মরণ পণ। কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্মগত অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অসাধু এবং অন্যায়, উদ্দেশ্যে তাদের ওপর হিন্দুস্থানী সৈন্য যে নির্মম নিষ্ঠুর ও পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে ইতিহাসে তার নজির নেই। অত্যাচার অবিচার কখনো জয়ী হতে পারে না। ইতিহাসে পৃথিবীর বিবেক নড়ে উঠেছে হিন্দুস্থানের সীমাহীন অত্যাচার বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর নানা দেশেই নিন্দিত ও ধিকৃত পৃথিবীর নানা প্রান্তে মুক্তিকামী ও শান্তিকামী মানুষ আমাদের সাফল্য কামনা করছে।..... আরবের বালু বেলাতটে ইসলামী ঝাণ্ডা উত্তোলন করে নানা বাঁধা অতিক্রম করে যাঁরা পৃথিবীতে ইসলাম স্থাপন করেছেলেন আমরা যে তাঁদেরই বংশধর তার প্রমাণ দেবার দিন আজ এসেছে। কায়েদে আযমের নির্দেশ মনে রেখে, ঈমান একতা শৃঙ্খলার সাথে দশ কোটি পাকিস্তানী স্থিরতা ও সততার সাথে আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করে সময় প্রচেষ্ঠাকে জোরদার করে তুলব। সময় প্রাঙ্গনে আমাদের বীর যোদ্ধাদের অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে আমরাও শত্রু নিধনকল্পে আমাদের কর্তব্য পালন করে যাবো। ইনশা আল্লাহ! জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মাহে নও, অক্টোব ৬৫, জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এক লেখায় '৬৫ সালের যুদ্ধ লিখেছেন :

"মৌলভিরা ঘোষণা করল জেহাদ। কেউ কেউ কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে মসজিদে যেতে লাগলো নামায পড়তে জেহাদের সময় তা সুন্নত। মেয়েরা শুরু করলো কুচকাওয়াজ। তরুণরা শপথ নিলো দেহের শেষ রক্ত কিন্তু

www.pathagar.com

দিয়েও পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। ছাত্র সমাজে আরোচনা চলতে লাগলো যে আইয়ুব খানকে সারা জীবন প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব তোলা যায় কিনা। পূর্ব পাকিস্তানেরও আইয়ুব হয়ে উঠলেন দারুন জনপ্রিয়।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ব পশ্চিম,
প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ
১৩১৭ আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯ পৃ; ৪৯৭।

কোলকাতা দাংগা সম্পর্কে মোহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ "আমাদের মুক্তি সংগ্রাম" গ্রন্থে কোলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে :

"কাজেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উদযাপনে বাধা দানের জন্য হিন্দুরা শেখানে প্রস্তুত হতে থাকে।..... পুলিশ বাহিনীর হিন্দু লোকজনদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিতকরিয়া তোলে। বলাবহুল্য পুলিশ বাহিনীর সব স্তরে হিন্দুদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কলিকাতার অবাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাহাদের কল্পিত মুসলমানদের আক্রমণ হইতে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তায় নামে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে যথাসময়ে বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে বহু ভাড়াটিয়া গুন্ডা আমদানি করে। যে সকল বিপ্লবী হিন্দু তাহাদের বিপ্লবী জীবনে সধারণত : সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান নাই ইংরেজ বিতাড়ণই ছিল যাহাদের পরম ও চরম লক্ষ্য এবং যাহারা প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বোমা ও রিভলবারের চর্চা ছাড়িয়া দিয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, হিন্দুদের তথাকথিত এই ঘোর পিপদের দিনে তাহারাও নিরপেক্ষ এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। রিভেলবার স্টেনগান ইত্যাদি নিজেদের কাছে রাখিয়া দিয়া রাতারাতি তৈরি বোমা গুলি তাহারা তুলিয়া দেন হিন্দু যুবকদের অপরিপক্ক হাতে।

এদিকে কলকাতার হিন্দু অস্ত্রশস্ত্র ব্যবসায়ীরা স্থির করিয়া রাখিলেন দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হইলেই তাহারা মওজুদ অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি হিন্দু যুবকদিগকে দিয়া প্রচার করিবেন উহা দাঙ্গাকারী মুসলমান কতৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার অসংখ্য হিন্দু ছাত্রাবাস মেস ক্লাব পাঠাগার শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রভৃতি রূপান্তরিত হয় দাঙ্গা সাংগঠনি কেন্দ্রে। এবং ছাত্রদের উপর হইতে মুসলমান

www.pathagar.com

পথচারীদের উপর নিক্ষেপের জন্য হিন্দু নারী বালক-বালিকাদের হাতে তুলিয়া দেয়া হয় ইট পাথর, এসিডপূর্ণ বালব, বোতল ইত্যাদি। অসর্তক্য পথচারী মুসলমানদের উপর নিক্ষেপের জন্য রন্ধন শালার মওজুদ রাখা হয় তৈল, কয়লা, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ধারী হিন্দুরা আগেভাগে প্রচুর কার্তুজ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া লয় এবং কামারশালায় হাজার হাজার রামদা ছোরা বল্লম ইত্যাদি তৈরি হইয়া বিতরিত হইতে থাকে বস্তি এলাকার হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু এই সাংগঠনিক অপতৎপরতা এত গোপনে চলিতে থাকে যে মুসলমানরা ঘুনাক্ষরেও উহা কিছু জানিতে পারে না। দাঙ্গার বেশ কিছুদিন পর জানিতে পারা গিয়াছিল ১৫ আগষ্ট রাত্রি ১২টার পর অন্যূন বিশ হাজার হিন্দু যুবক ও গুন্ডা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। ইহার মাত্র এক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে হিন্দুরা কোন একটি তুচ্ছ ব্যাপারে দলবদ্ধ ভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ১৭ জন পাঠানসহ শতাধিক মুসলমান দোকানপাট এবং বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা সত্ত্বেও ১৬ই আগস্ট প্রান্ত কাল পর্যন্ত কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানরা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। অতি বড় সাবধানী মুসলমান পর্যন্ত ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে, ১৬ই আগস্ট তাহাদের রক্তে কলিকাতা মহানগরীর রাজপথ রঞ্জিত করিবার জন্য হিন্দু অধ্যুষিত পুলিশ বাহিনী হিন্দু জনসাধারণের সহিত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে।

১৯৪৬ সালে কালিকাতার মোট অধিবাসীর শতকরা ২৩.৪ ভাগ মাত্র ছিল মুসলমান। নিম্ন পদস্থ পুলিশের চাকুরিতে মুসলমানের হার ছিল শত করা ১৩ ভাগ উচ্চপদ গুলোর শতকরা ৯৬ ভাগ ছিল অমুসলমানদের হাতে। কোটারী কবলিত মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের ওপর কোন উল্লেখ্যযোগ্য প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সর্বপরি কলিকাতার বন্ধুক ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রের প্রায় সব কয়টি প্রসিদ্ধ দোকান ছিল হিন্দুদের। দাঙ্গাকারীরা ইহাদের নিকট প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চরম পিপদের সময়ও অসতর্ক ও অবদর্শী মুসলমানরা কাহারও নিকট হইতে সত্যিকারের কোন সাহায্যই পায় নাই। লীগ হাইকমান্ডের নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহারাওয়ার্দী ১৬ আগস্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করিয়া

www.pathagar.com

ইওরোপীয়দেরও বিরাগভাজন হন। ছুটি ঘোষণার পশ্চাতের বলিষ্ঠ কোন যুক্তি ছিল না। হিন্দুরা বৃথাই ইহার প্রতিবাদ করিয়া ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছুটির দিন ছিল বলিয়া চাকুরীজীবী অগণিত হিন্দু যুবক দাঙ্গায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।"

কোলকাতা দাঙ্গা ও নাবেল ফ্রান্সিস টাকের

মোহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ নিরপেক্ষ ইংরেজ জেনারেল দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং অধ্যায় লিখিছেন :

"Hindu Mohasava was at the root, but Hindu police dominated the inteligence Branch of the police who kept the Governmet in darkness ..... . Buses and taxis were charging about loaded with sikha and Hindus armed with swords, iron bars and fire arms ..... I do not, no one know what the casualties were ..... . All one can easy is that the toll of dead ran into thousand."

Lieutenant general Sir Francis Tucker
While Memory Serves
Cassell and Company Ltd.
London 1950, P. 72, 161-162

ভারতে দাঙ্গা সম্পর্কে কামরুদ্দিন আহমদ

কামরুদ্দীন আহমদ এ সোসিও পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এন্ড ব্যর্থ অব বাংলাদেশ গ্রন্থে লিখিছেন :

"The trouble began to spread all over India, and in northern India it took a very serious turn. It was no more a communal riot there but a full fledged civil war. Millions were killed and their houses were set on fire and nothing but flames and smoke would be seen all around. There was no law and order. The army was called out but it was either helpless or biased."

Kamruddin Ahmed
A Socio-Political History of Bangal
and the Birth of Bangladesh, P-73

www.pathagar.com

কোলকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে অনিরুদ্ধ দৈনিক সংবাদে

"মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস প্রতিহত করার জন্য হিন্দু মহাসভার উদ্যোগ আয়োজন বা তার প্রতি কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার কারণে বড় ধরনের গোলযোগ আশংকা করেছিলাম। ১৫ই আগস্ট এদের মুক্তি দেয়া হলে হয়তো বড় ধরনের গোলযোগ এড়ানো যাবে। এমন একটা ক্ষীণ আশাও সেদিন অনভিজ্ঞ মনে ঠাই নিয়েছিল। অস্বীকার করবো না। তখন বয়সে তরুণ, দাঙ্গা সম্পর্কে কোন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ঢাকায় জন্মাষ্টমী ও হোলির সময় রং দেয়া নিয়ে দাঙ্গার খবর পড়তাম খবরের কাগজে। ১৯৪৩ সালে ঢাকায় গিয়েছিলাম পিএমসির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি তখন ঢাকায় দাঙ্গা চলছিল।.....

তারপর এল ১৫ই আগস্ট। আন্দামান বন্দীরা বেশিরভাগই কমিউনিস্ট মতাবলম্বী। লোকনাথ বল এবং তাঁর মতো আরো দু'একজন কংগ্রেসপন্থী। শ্রদ্ধামন্দ পার্কে দু'জন কি তিনজন সদ্যমুক্ত আন্দামান বন্দীকে (ঠিক মনে নেই) সম্বর্ধনা দেয়া হলো। ওই জনসভায় সেদিন একজন কংগ্রেস নেতা এবং একজন মুসলীম লীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন। আর জনাতিনেক শ্রোতা। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের দু'জন নেতা ছাড়াও বক্তৃতা দিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ভূশেন গুপ্ত। যাদের সাহস ও ত্যাগ নিয়ে জাতি গর্বিত ও রোমাঞ্চিত তাদের সম্বর্ধনা সভায় মাত্র ২০/২৫ জন লোক। অবাক হওয়ার মতো। বাসায় ফিরে গিয়ে শুনি দেশপ্রিয় পার্কের জনসভায় ১০ হাজার লোক হয়েছিল সেখানে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' প্রতিরোধ করার আহবান জানিয়ে গরম গরম বক্তৃতা হয়েছে। তখনই বুঝলাম অগ্নিযুগের নায়কদের নিয়ে গর্ববোধের অবকাশ কোথায়? হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা অনিবার্য। ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এজন্য যে, হিন্দু মহাসভার এমন সংগঠন শক্তি ছিল না যে ১০ হাজার লোক জড়ো করে তারা পরদিন কলকাতার ময়দানে (গড়ের মাঠে) বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিম লীগের লোকেরা আসছিল সভায়। তারা বাধা পেল মীর্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যাবিসন রোডের মোড়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে। তখন বেলা ১০টা কি ১১টা। সুতরাং কে আগে দাঙ্গা শুরু করেছে বলা কঠিন। বাধা দেয়ার জন্য না

www.pathagar.com

বাধা পাওয়ার জন্য দাঙ্গা শুরু সে বিতর্কের আজও ফয়সালা হয়নি। বেলেঘাটা নারকেলভাঙ্গা বা ওই দিক থেকে যারা আসছিল তাদের বৌবাজার হয়ে ময়দানে যেতে দেয়া হবে না। একথাটা আগেই শোনা গিয়েছিল সত্য মিথ্যা নিরূপণ সেদিনও সম্ভব হয়নি। আজ তো নয়ই। কলকাতার দাঙ্গায় প্রথম তিন দিনই অর্থাৎ ১৬, ১৭ ও ১৮ই আগস্ট ছিল ভয়াবহ অবস্থা।..... আর সেদিন দেখেছিলাম কলকাতার হিন্দু প্রধান এলাকায় কংগ্রেস পতাকা নেই কোথাও। সর্বত্র উঠছে হিন্দু মহাসভার স্বস্তিকা আঁটা পতাকা। রাতারাতি এই বদলে যাওয়ার মানসিকতার জন্য কাকে দায়ী করবো?"

অনিরুদ্ধ : ইতিহাসের দৃষ্টি ভালোমন্দ মিলায়ে দেখা
(উপ সম্পাদকীয়) দৈনিক সংবাদ,
ঢাকা, শুক্রবার ২৪ শে মাঘ ১৩৯৮,
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা